ডিপিপি প্রণয়নের হ্যান্ডবুক

কার্যক্রম বিভাগ
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মে ২০২৪

ডিপিপি প্রণয়নের হ্যান্ডবুক

কার্যক্রম বিভাগ
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মে ২০২৪

প্রকাশক

কার্যক্রম বিভাগ
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

প্রথম প্রকাশিত: মে ২০২৪

কপিরাইট @ কার্যক্রম বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, ২০২৪

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের ওয়েবসাইটে হ্যান্ডবুকটি পাওয়া যাবে: http://www.plancomm.gov.bd/

প্রণেতা

১. JICA Expert Team (JET), SPIMS প্রকল্প

পর্যালোচক

১. মোহাম্মদ আনোয়ার উদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব, পিআইএম রিফর্ম উইং, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
২. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন, উপপ্রধান, পিআইএম রিফর্ম উইং, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

প্রচ্ছদ নকশা

JICA Expert Team (JET), SPIMS প্রকল্প

কারিগরি সহযোগিতায়

Strengthening Public Investment Management System (SPIMS) প্রকল্প

প্রাক-কথা

বাংলাদেশ সরকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি)/উন্নয়ন বাজেটের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে সরকারি বিনিয়োগ করে থাকে। বাজেট বরাদ্দের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রকল্পসমূহের অনুকূলে যে পরিমাণ বরাদ্দ প্রদান করা হয় তার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থার দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে মূল অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত করে একটি বিস্তারিত সমীক্ষা করা হয়। সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয় যে বিদ্যমান অবস্থার উন্নয়নের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে প্রকল্প যাচাই/বাছাই ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়নের পদ্ধতি প্রমিতকরণের প্রয়োজন রয়েছে। প্রমিতকরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবের মান উন্নয়ন ও প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি সরলীকরণ করা। সে উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন সংক্রান্ত নির্দেশিকার আলোকে (স্মারক নং: ২০.০০.০০০.৪০৪.০১৪.৬১.২০২০- অংশ- ১/৩৩- তারিখ ১২ জুন, ২০২২) মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেট (MAF) ও সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেট (SAF) প্রণয়ন ও জারি করা হয়। বর্তমানে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর বিভাগসমূহ যথাক্রমে প্রকল্প যাচাই ও মূল্যায়নের জন্য MAF ও SAF ব্যবহার করছে।

সংস্থা পর্যায়ে এখনও মানসম্মত ডিপিপি প্রণয়নের সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। সংস্থা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের ডিপিপি প্রণয়নের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে Strengthening Publlic Invesment Management System প্রকল্প ডিপিপি প্রণয়নের হ্যান্ডবুক শীর্ষক এই নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে।

এই হ্যান্ডবুকে পরিকল্পনা বিভাগের উপরোল্লিখিত পরিপত্রের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং প্রকল্প যাচাই ও মূল্যায়নের আঙ্গিকে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবের প্রতিটি আইটেমে যা লেখা প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ডিপিপি কিভাবে যাচাই ও মূল্যায়ন করা হয় তা ভালভাবে বুঝার মাধ্যমে এই হ্যান্ডবুক ব্যবহারকারীগণ অধিকতর দক্ষতার সাথে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করতে পারবেন।

আশা করা যাচ্ছে যে, হ্যান্ডবুকটি মানসম্মত ডিপিপি প্রণয়নের জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষিত একটি নির্দেশিকার অভাব পূরণ করবে এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এটি দ্বারা উপকৃত হবেন।

কৃতজ্ঞতা

ডিপিপি প্রণয়নের এই হ্যান্ডবুকটি Strengthening Public Investment Management System (SPIMS) প্রকল্পের সহায়তায় প্রস্তুত করা হয়েছে। SPIMS প্রকল্পটি জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থার (Japan International Cooperation Agency) কারিগরি সহযোগিতায় পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগ বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালা, পরিকল্পনা, সরকারি বিনিয়োগ ও আর্থিক কাঠামোর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে।

SPIMS প্রকল্প বাস্তবায়নে জাপান সরকারের আর্থিক সহযোগিতার জন্য JICA'র সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এ হ্যান্ডবুকের মান উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশন এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার কর্মকর্তাগণ বাস্তবভিত্তিক মন্তব্য/পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন। হ্যান্ডবুকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সিনিয়র সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ এবং প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ তাঁদের আন্তরিক নির্দেশনা ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। বিশেষ করে এটি প্রণয়নে কার্যক্রম বিভগের PIM Reform Wing এর কর্মকর্তাবৃন্দ এবং JICA Expert Team এর সদস্যগণ কঠোর পরিশ্রম ও আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সর্বোপরি, এ হ্যান্ডবুকটি প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমরা আশা করি যে, মানসম্মত ডিপিপি প্রণয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার কর্মকর্তাগণের জন্য হ্যান্ডবুকটি কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

মোহাম্মদ আনোয়ার উদ্দিন
অতিরিক্ত সচিব, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
এবং
প্রকল্প পরিচালক, SPIMS প্রকল্প

ভূমিকা

উদ্দেশ্য: প্রকল্প যাচাই/মূল্যায়নের[১] দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নয়ন খাতভুক্ত বিনিয়োগ প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন (প্রতিটি অঙ্গা লিখন) কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও নির্দেশনা প্রদান করাই এই হ্যান্ডবুকের উদ্দেশ্য। পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক জুন ২০২২ সালে জারিকৃত পরিপত্র 'সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা' (যা 'গ্রিনবুক' নামে পরিচিত)[২] এর অন্যতম সম্পূরক দলিল হিসেবে এই হ্যান্ডবুক প্রণয়ন করা হয়েছে।

ব্যবহারকারী: বাস্তবায়নকারী সংস্থায় কর্মরত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে হ্যান্ডবুকে 'প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, তারা উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (DPP) ছকে সরকারি বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রস্তাবকালে এই হ্যান্ডবুক ব্যবহার করবেন। 'গ্রিনবুক' এ ডিপিপি ছক প্রদান করা হয়েছে, অন্যদিকে ডিপিপি ছক যথাযথভাবে পূরণ করার কৌশল/দিক-নির্দেশনা এই হ্যান্ডবুকে প্রদান করা হয়েছে। এই হ্যান্ডবুক ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তাগণ মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশন পর্যায়ে প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই/মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সুস্পষ্ট ধারণা গ্রহণপূর্বক উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (DPP) দক্ষতার সাথে প্রণয়ন করতে পারবেন। এক্ষেত্রে, প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে গ্রিনবুকে প্রদত্ত ডিপিপি'র ইংরেজি সংস্করণ অনুসরণ করবেন (সংযোজনী ঘ)। কেননা, হ্যান্ডবুকটির এই সংস্করণে (বাংলা) প্রতিটি ডিপিপি আইটেমের শিরোনামের নিচে উল্লিখিত ডিপিপি আইটেমের ছবিগুলো গ্রিনবুকে প্রদত্ত ডিপিপি আইটেমের বাংলা সংস্করণ (সংযোজনী গ) থেকে নেয়া হয়েছে।

সুবিধা: বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন (যা এই হ্যান্ডবুক এর আলোচ্য বিষয়), প্রকল্প যাচাই/মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার অন্যতম একটি পর্যায়, যা বাংলাদেশ সরকারের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই হ্যান্ডবুক ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই/মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার প্রমিত মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প প্রস্তাবের মান উন্নয়ন করা সম্ভব হবে। নিম্নোক্ত চিত্রে সামগ্রিক প্রকল্প পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় এই হ্যান্ডবুক এর আলোচ্য বিষয় দেখানো হলো:

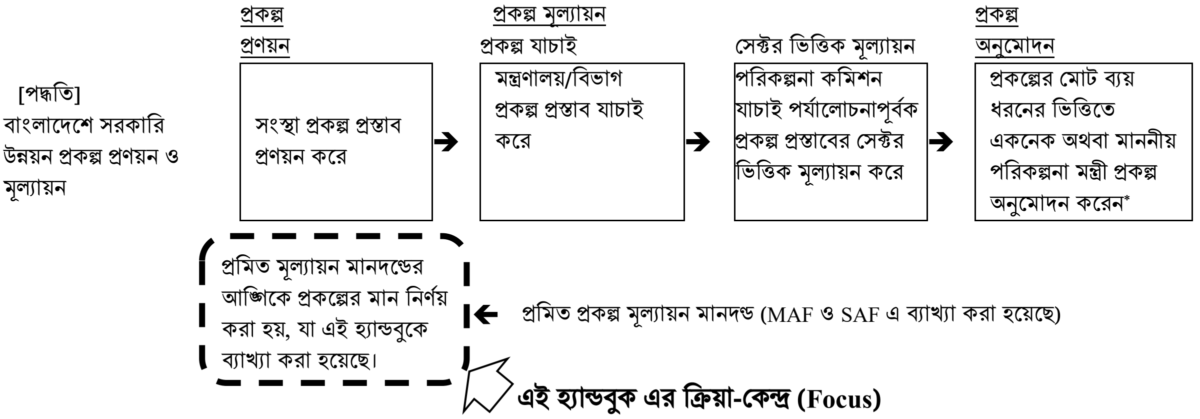
প্রকল্প প্রণয়ন
প্রকল্প মূল্যায়ন
প্রকল্প যাচাই
সেক্টর ভিত্তিক মূল্যায়ন
প্রকল্প অনুমোদন
[পদ্ধতি]
বাংলাদেশে সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও মূল্যায়ন
সংস্থা প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করে
মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই করে
পরিকল্পনা কমিশন যাচাই পর্যালোচনাপূর্বক প্রকল্প প্রস্তাবের সেক্টর ভিত্তিক মূল্যায়ন করে
প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরনের ভিত্তিতে একনেক অথবা মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী প্রকল্প অনুমোদন করেন*
প্রমিত মূল্যায়ন মানদণ্ডের আঙ্গিকে প্রকল্পের মান নির্ণয় করা হয়, যা এই হ্যান্ডবুকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
প্রমিত প্রকল্প মূল্যায়ন মানদণ্ড (MAF ও SAF এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে)
এই হ্যান্ডবুক এর ক্রিয়া-কেন্দ্র (Focus)

[Legend] ECNEC: Executive Committee of National Economic Council, MAF: Ministry Assessment Format, SAF: Sector Appraisal Format
* ব্যয়: প্রকল্প ব্যয় ৫০ কোটি টাকার কম বা বেশি নির্বিশেষে, ধরন: প্রকল্পে ২০ একরের বেশি ভূমি অধিগ্রহণ জড়িত থাকা সাপেক্ষে।

চিত্র: সামগ্রিক প্রকল্প পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া এই হ্যান্ডবুক-এর ক্রিয়া-কেন্দ্র

---

[১] **Definitions of key terms**: The following definitions are used throughout this Handbook. **Project Appraisal**: A project evaluation performed before implementation of a development project. Project appraisal is sometimes called ex-ante Evaluation. In this Handbook project appraisal consists of the Ministry Project Assessment/ Project Assessment and Sector Project Appraisal/ Sector Appraisal as explained below. **Ministry Project Assessment/ Project Assessment**: An overall assessment of relevance, feasibility and potential sustainability of a development project at the Ministry/Division level; **Sector Project Appraisal/ Sector Appraisal**: Sector-level review of Ministry Project Assessment and appraisal of the DPP from sector perspective at the Sector Division, Planning Commission.

[২] এই পরিপত্রের কোন বিষয়ে বিদ্যমান আইন/বিধিমালার সাথে অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে, বিদ্যমান আইন/বিধিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

হ্যান্ডবুক ব্যবহারের পদ্ধতি

তথ্যের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে ব্যবহারকারী নিম্নে প্রদর্শিত হ্যান্ডবুক এর তিনটি স্তরের যে কোন একটি নির্বাচন করতে পারেন:

ধাপ- ১	যারা ডিপিপি’র কিছু প্রয়োজনীয় তথ্যের বিষয় **দ্রুত** অনুধাবন করতে চান।	➔	**- “এক নজরে ডিপিপি প্রণয়ন” (সংযোজনী-৩) দেখুন** **- মন্ত্রণালয়/বিভাগে ডিপিপি জমা দেওয়ার আগে চেক পয়েন্টের তালিকা [সংযোজনী ৪]**
ধাপ- ২	যারা ডিপিপি প্রণয়ন সম্মন্ধে **বিস্তারিত পরামর্শ** জানতে চান।	➔	এই হ্যান্ডবুক এর **মূল অংশ** দেখুন।
ধাপ- ৩	যারা লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক, ব্যয়-আয় বিশ্লেষণ এবং সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়াদির বিবেচনাসমূহ প্রস্তুত করতে হয়, সে সম্পর্কে **অধিকতর ব্যাখ্যা** জানতে চান তাদের জন্য।	➔	হ্যান্ডবুক এর বিশেষ বিষয় ও নির্দেশনাসমূহ দেখুন। - বিশেষ বিষয় ১- লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক [সংযোজনী-১] - বিশেষ বিষয় ২- সামাজিক ও পরিবেশগত বিবেচনা [সংযোজনী-২]

এই হ্যান্ডবুক ব্যবহারের সাধারণ নিয়ম ও পরামর্শ:

এই হ্যান্ডবুক এ ব্যবহৃত **সাধারণ নিয়মাবলী** নিম্নরূপ:

- এই হ্যান্ডবুক এ “সংযোজনী” (Annexure) বাধ্যতামূলক তথ্য/দলিল এবং “সংযুক্তি” (Appendix) ঐচ্ছিক তথ্য/দলিল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা ডিপিপি’তে সংযুক্ত করে ডিপিপি উপস্থাপন করতে হবে;
- হ্যান্ডবুক এ সংস্থা হিসেবে “**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**” উল্লেখ করা/বুঝানো হয়েছে, যারা প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবেন। কোন কোন Guidelines ও Manual এ সংস্থাকে “নির্বাহী সংস্থা” হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এই দু’টি শব্দগুচ্ছ পরস্পর ব্যবহারযোগ্য (বিনিময়যোগ্য)।

এই হ্যান্ডবুক এ ব্যবহৃত **সাধারণ পরামর্শগুলো** নিম্নরূপ:

- ব্যবহারকারী পূর্ববর্তী প্রকল্প থেকে জ্ঞান আহরণ করবেন এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পে ঐ সব জ্ঞান/অভিজ্ঞতা কিভাবে কাজে লাগাবেন তা বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করবেন;
- ব্যবহারকারী নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর একটি তুলনা সারণি প্রস্তুত করবেন এবং কিভাবে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুরূপ প্রকৃতির অন্যান্য বাস্তবায়িত ও চলতি প্রকল্প হতে কার্যকর তা ব্যাখ্যা করবেন।
- জনবল/ব্যবস্থাপনা কাঠামোর;
- প্রকল্প ব্যয়; এবং
- প্রকল্প বাস্তবায়নকাল।

* যথাযথ তুলনা নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্পসমূহের মধ্যে একই বা সমতুল্য পরিমাপের একক ব্যবহার করতে হবে।

সূচিপত্র

হ্যান্ডবুকের ভূমিকা i

হ্যান্ডবুক ব্যবহারের পদ্ধতি ii

উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব কিভাবে পূরণ করতে হবে (ডিপিপি) ১

অংশ ক: প্রকল্পের সারাংশ ৫

আইটেম ১. প্রকল্পের শিরোনাম ৫

আইটেম ২.১ থেকে ২.৩: মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সংস্থা ৫

আইটেম ৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা ৯

আইটেম ৪. প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ১১

আইটেম ৫.১-৫.২ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ১৩

আইটেম ৬. প্রকল্পের অর্থায়ন ১৫

আইটেম ৭.১ এবং ৭.২ প্রকল্প এলাকা এবং প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের যৌক্তিকতা ১৯

আইটেম ৮. প্রকল্পের এলাকাভিত্তিক ব্যয় বিভাজনঃ বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন সংযোজনী-১ দ্রষ্টব্য ২১

আইটেম ৯. প্রাক্কলিত ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ ২৩

আইটেম ১০. লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক ২৭

আইটেম ১১. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ২৯

আইটেম ১১.১ প্রস্তাবিত প্রকল্পের জনবল ব্যবস্থাপনা কাঠামো: বিস্তারিত কাঠামো সংযোজনী-২ দ্রষ্টব্য ২৯

আইটেম ১১.২ প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যবস্থা ৩০

আইটেম ১২. প্রকল্পের আর্থিক ও ক্রয় পরিকল্পনা ৩৩

আইটেম ১২.১ ক্রয় পরিকল্পনা: বিস্তারিত ক্রয় পরিকল্পনা সংযোজনী- ৩(ক), ৩(খ) ও ৩(গ) দ্রষ্টব্য ৩৩

আইটেম ১২.২ প্রকল্পের বছরভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা: সংযোজনী ৪ দ্রষ্টব্য ৩৭

আইটেম ১৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের আউটপুট রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজন আছে কিনা? ৩৯

অংশ খ: প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা ৪১

আইটেম ১৪. প্রকল্পের পটভূমি সংক্রান্ত তথ্য ৪১

আইটেম ১৫. প্রকল্পের বিবরণ ৪৫

আইটেম ১৬. জনসংখ্যা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান ৪৭

আইটেম ১৭. প্রি-এপ্রেইজাল/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা/প্রাক-বিনিয়োগ সমীক্ষা হয়েছে কিনা? (হয়ে থাকলে পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ সংযুক্ত করতে হবে, না হয়ে থাকলে তার কারণ উল্লেখ করতে হবে) ৪৯

আইটেম ১৮. আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ৫৫

আইটেম ১৯. সমজাতীয় প্রকল্প থেকে অর্জিত জ্ঞান/অভিজ্ঞতা ৬১

আইটেম ২০. আইটেমভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও তারিখ ৬৩

আইটেম ২১. সমজাতীয় অন্যান্য চলমান প্রকল্পের প্রধান প্রধান আইটেমের সাথে তুলনামূলক বিবরণ ৬৫

আইটেম ২২. প্রকল্পের বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ: সংযোজনী ৫ (ক) ও ৫ (খ) দ্রষ্টব্য ৬৭

আইটেম ২৩. প্রকল্পের প্রধান প্রধান আইটেমের কারিগরি স্পেসিফিকেশন/ডিজাইন- এর বর্ণনা (পরিশিষ্ট আকারে প্রদান করা যেতে পারে) ৬৯

আইটেম ২৪. বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে গৃহীত ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত সিডিউল (Amortization Schedule): সংযোজনী- ৬ দ্রষ্টব্য ৭৩

আইটেম ২৫. প্রকল্পের উপর কোন বিষয়ের প্রভাব, এবং কোন বিষয়ের উপর প্রকল্পের প্রভাব/ফলাফল ৭৫

আইটেম ২৬. পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র ৮১

আইটেম ২৭. বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের সেক্টোরাল প্রাধিকারের সাথে প্রকল্পের সামঞ্জস্য (Specific Linkage) ৮৭

আইটেম ২৮.১ ও ২৮.২ উদ্যোগী মন্ত্রণালয় বিভাগ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার ভিশন ও মিশন এবং কার্যবণ্টন ৮৯

আইটেম ২৯. প্রকল্প বাস্তবায়নে বেসরকারি খাত, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কিংবা বেসরকারি সংস্থার (NGO) অংশগ্রহণের

বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে কিনা? বিবেচিত হয়ে থাকলে কিভাবে সম্পৃক্ত করা হবে তার বিস্তারিত বিবরণ: ৯১
আইটেম ৩০. ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন এর সংশ্লিষ্টতা (বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে ডিপিপি আইটেম ৩১.) ৯৩
আইটেম ৩০. Major Terms and Conditions of Foreign Financing (শুধু বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে প্রযোজ্য হবে) ৯৭
আইটেম ৩১. ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও প্রশমনের উপায় (বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে ডিপিপি আইটেম ৩২.) ৯৯
আইটেম ৩২. কারিগরিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বর্ণনা (বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে ডিপিপি আইটেম ৩৩.) ১০৩
আইটেম ৩৩. অন্যান্য [যদি থাকে] (বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে ডিপিপি আইটেম ৩৪.).......................... ১০৬
সংযোজনী ১- বিশেষ বিষয় ১- লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক.. ১০৭
সংযোজনী ২- বিশেষ বিষয় ২: সামাজিক ও পরিবেশগত বিবেচনা.. ১২২
সংযোজনী ৩- এক নজরে ডিপিপি প্রণয়ন ১৩৪
সংযোজনী ৪- মন্ত্রণালয়/বিভাগে ডিপিপি জমা দেওয়ার আগে চেক পয়েন্টের তালিকা.. ১৪৮

বক্স সারণি

বক্স ১- সেক্টর কৌশলপত্র (Sector Strategy Paper) কি?..৬
বক্স ২- মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF), বহু বার্ষিক সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি (MYPIP), FBE এবং Fiscal Space কি? ১৮
বক্স ৩- ক্রয়ের ধরন এবং পদ্ধতির শর্তসমূহ..৩৫
বক্স ৪- চাহিদা বিশ্লেষণ কি?.. ৪৪
বক্স ৫- প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন.. ৫১
বক্স ৬- আয়-ব্যয় বিশ্লেষণের মৌলিক ধারণা..৫৮
বক্স ৭- গ্রিনবুক ২০২২ এ উল্লিখিত নির্দিষ্ট চাহিদাসমূহ..৭১
বক্স ৮- ডিআইএ কাঠামো ৭৯
বক্স ৯- পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এ উল্লিখিত পরিবেশগত প্রভাব যাচাই প্রতিবেদনের ফরমেট...................... ৮৩

Abbreviations and Acronyms

ADP	Annual Development Programme
BCR	Benefit-Cost Ratio
BDT	Bangladesh Taka
CBA	Cost Benefit Analysis
DPG/RPG	Direct Project Grant/Reimbursable Project Grant
DPP	Development Project Proforma/Proposal
DRF	Development Result Framework
EA	Economic Analysis
ECC	Environmental Clearance Certificate
ECNEC	Executive Committee of the National Economic Council
EIA	Environmental Impact Assessment
FA	Financial Analysis
FE	Foreign Exchange
FYP	Five Year Plan
GED	General Economics Division
GOB	Government of Bangladesh
IA	Important Assumption
ICT	Information and Communication Technology
IEE	Initial Environmental Examination
IMED	Implementation Monitoring and Evaluation Division
IRR	Internal Rate of Return
MAF	Ministry Assessment Format
MOV	Means of Verification
MTBF	Medium-Term Budget Framework
MYPIP	Multi-Year Public Investment Programme
NPV	Net Present Value
PG/PL	Project Grant/Project Loan
PDPP	Preliminary Development Project Proposal
PEC	Project Evaluation Committee
PIM	Public Investment Management
PSC	Project Steering Committee
RPL/DPL	Reimbursable Project Loan/Direct Project Loan
SAF	Sector Appraisal Format
SAP	Sector Action Plan
SDR	Social Discount Rate
SRF	Sector Result Framework
SMART	Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound
SPIMS	Strengthening Public Investment Management System Project
SSP	Sector Strategy Paper
TOR	Terms of Reference

উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব কিভাবে পূরণ করতে হবে (ডিপিপি)

নিম্নে উল্লিখিত ফরমেট অনুযায়ী বাস্তবায়নকারী সংস্থা/প্রকল্প প্রণয়নকারী উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন করবেন

- প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা নির্দিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প “ছকে”/ফরমেটে বিনিয়োগ করতে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করবে;
- সম্পূর্ন বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের ডিপিপি সংযোজনী “গ” তে দেওয়া ছক অনুযায়ী বাংলায় ডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে;
- বৈদেশিক অর্থায়নের সংশ্লেষ থাকলে সংযোজনী ‘ঘ’ তে দেওয়া ছকে ইংরেজিতে ডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে;
- ডিপিপি’তে ব্যবহৃত তথ্যের উৎস উল্লেখ করতে হবে;
- A4 মাপের কাগজ ব্যবহার করতে হবে;
- উভয় পাতায় প্রিন্ট করতে হবে;
- দলিলের নির্ধারিত স্থানে সিল ও স্বাক্ষর দিতে হবে;
- ইউনিকোড এর মাধ্যমে নিকষ (Nikosh) হরফ (Font) ব্যবহার করতে হবে; এবং
- পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক জুন ২০২২ সালে জারিকৃত পরিপত্র ‘সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা’ এর অনুচ্ছেদ ২১.৩১ অনুযায়ী অনলাইনে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়ে Project Planning System (PPS) সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনলাইনে DPP/TPP/TAPP প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে।

গ্রিনবুকে ব্যবহৃত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

- অনুচ্ছেদ ১.১.১৩- তথ্য/উপাত্তের উৎস: ডিপিপিতে প্রদত্ত তথ্য/উপাত্তের উৎস উল্লেখ করতে হবে।
- অনুচ্ছেদ ১.১৩- ১.১-১.১২ অনুচ্ছেদ এ বর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনায় নিয়ে বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা নির্ধারিত ছকে প্রকল্প প্রস্তাব [Development Project Proposal (DPP)] প্রণয়ন করবে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়িত হলে সংযোজনী-গ অনুযায়ী বাংলায় এবং প্রকল্পে বৈদেশিক অর্থায়নের সংশ্লেষ থাকলে সংযোজনী-ঘ অনুযায়ী ইংরেজিতে ডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে।
- অনুচ্ছেদ ১.১৪- ডিপিপি’র কলেবর যথাসম্ভব সীমিত রেখে কাগজের (কাগজের Size: A4) উভয় পৃষ্ঠায় মুদ্রণ করতে হবে। একান্ত প্রয়োজনীয় প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ/সুপারিশ সংযুক্ত করা যেতে পারে। এছাড়া, এপ্রেইজালের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের চাহিদা এবং পিইসি/ডিপিইসি’র সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিনিধির সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে হবে।
- অনুচ্ছেদ ২১.৭- প্রকল্প প্রস্তাবের (ডিপিপি/টিএপিপি/টিপিপি, আরডিপিপি/আরটিএপিপি/আরটিপিপি কিংবা এফএসপি) নির্ধারিত স্থানে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নকারী কর্মকর্তা, সংস্থা প্রধান ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিবের স্বাক্ষর থাকতে হবে। এছাড়া, প্রকল্প প্রস্তাবের প্রতি পৃষ্ঠায় বাস্তবায়নকারী সংস্থা, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সিল প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্প প্রস্তাব পুনর্গঠন/পরিমার্জনের পর পুনরায় সংশ্লিষ্ট সকলকে নতুনভাবে স্বাক্ষর ও সিল প্রদান করতে হবে।
- অনুচ্ছেদ ২১.৩২- প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী সরকারি পরিবহন পুলে জমা দিতে হবে। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে হালনাগাদ বিবরণসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সাধারণ সেবা সংশ্লিষ্ট শাখায় হস্তান্তর করতে হবে এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার রেজিস্টারে তা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

চিত্র ১: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ (এ হ্যান্ডবুকে প্রকল্প প্রণয়নকারী হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে) কিভাবে ডিপিপি’র সকল আইটেম লিখবেন/পূরণ করবেন, এ হ্যান্ডবুকে সেই সংক্রান্ত নির্দেশাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হয়েছে:

(ক) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন: ডিপিপি’র বিভিন্ন অংশে/আইটেমে প্রদত্ত তথ্য/উপাত্তের প্রাপ্যতা ও যথার্থতা মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সেক্টর ডিভিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কিভাবে নিরূপণ/পরীক্ষা করবেন এই অংশে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(খ) প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার উত্তর: কিভাবে প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার চাহিদা পূরণ করেন তা এই অংশে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(গ) সূত্র
এই অংশে নিম্নোক্ত তথ্যাদি সন্নিবেশিত করা হয়েছে:

- তথ্যের মান উন্নয়নের জন্য কিছু কারিগরি পরামর্শ;
- প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রের নাম/তথ্যের সূত্র;
- প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহের নমুনা।

চিত্র ১: ব্যাখ্যার তিনটি বিষয়/দিক

ডিপিপি তে দুইটি (২) অংশ, ৩৩/৩৪* টি আইটেম, এবং সাতটি (৭) নির্ধারিত সংযোজনী ও সাতটি (৭) সহায়ক সংযুক্তি রয়েছে যা নিম্নে ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

* ডিপিপি’র বাংলা ও ইংরেজি ফরমেটে যথাক্রমে ৩৩ এবং ৩৪ টি আইটেম রয়েছে। এই হ্যান্ডবুকে বাংলা ও ইংরেজি দু’টি ফরমেটেরই ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

অংশ ক	প্রকল্পের সারাংশ (আইটেম ১ থেকে ১৩)	
অংশ খ	প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা (আইটেম ১৪ থেকে ৩৩)	
সংযোজনী সমূহ	**আবশ্যকীয়** ডিপিপি’র সংযুক্তি	ডিপিপি আইটেম
সংযোজনী ১	প্রকল্প এলাকাভিত্তিক ব্যয় বিভাজন	৮.
সংযোজনী ২	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কাঠামোর (প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপনা কাঠামোর Organogram সহ)	১১.১
সংযোজনী ৩	উন্নয়ন প্রকল্পের/কর্মসূচির সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা	১২.১
সংযোজনী ৪	প্রকল্পের বছরভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা	১২.২
সংযোজনী ৫	প্রাক্কলিত ব্যয়ের বছরভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণী	২২.
সংযোজনী ৬	ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত সিডিউল (সরকারের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণকারী প্রকল্পের জন্য)	২৪.
সংযোজনী ৭	MTBF সিলিং এবং ADP-তে চলমান প্রকল্পগুলির জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বিবেচনা করে প্রস্তাবিত প্রকল্পের আর্থিক পরিকল্পনা	৬.৩
সংযুক্তিসমূহঃ	**প্রযোজ্য ক্ষেত্রে** ডিপিপি’র সংযুক্তি	
সংযুক্তি ১	প্রকল্পের স্থান/এলাকার মানচিত্র	৭.১
সংযুক্তি ২	প্রাক-মূল্যায়ন /প্রাক-বিনিয়োগ সমীক্ষার ফলাফল ও পরামর্শের সারাংশ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	১৭.
সংযুক্তি ৩	আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের হিসাব বিবরণী	১৮.
সংযুক্তি ৪	প্রধান অংশ/আইটেমসমূহের নকশা ও বিশদ বর্ণনা	২৩.
সংযুক্তি ৫	প্রকল্পটি “লাল” তালিকাভুক্ত হলে পরিবেশগত প্রভাব যাচাই প্রতিবেদন	২৫.২
সংযুক্তি ৬	পরিবেশগত ছাড়পত্র/সনদ	২৬.২
সংযুক্তি ৭	বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, (ii) প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, (iii) পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, (iv) এসডিজি, (v) মন্ত্রণালয়/সেক্টর অগ্রাধিকার এবং (vi) সেক্টর কৌশলপত্র (SSP)/সেক্টর কর্ম পরিকল্পনা (SAP) এর সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার অনুলিপি	২৭.০

উপরে তালিকাভুক্ত সংযোজনী ও সংযুক্তি ছাড়াও গ্রিনবুক ২০২২ এর আলোকে নিম্নোক্ত প্রতিবেদন/নথিসমূহ প্রয়োজনীয় মনে হলে ডিপিপি’ র সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে। নিচের টেবিলে, নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যে প্রাসঙ্গিক ও যে সকল প্রয়োজনীয় নথিসমূহ সংযুক্ত করতে হবে তা উল্লেখ করা হয়েছে:

ডিপিপি আইটেম	**ক্ষেত্রসমূহ**	**নথি/প্রতিবেদনসমূহ**	**গ্রিনবুক ২০২২ অনুচ্ছেদ**
২.১	একাধিক সেক্টরের সাথে সম্পৃক্ত প্রকল্প	প্রস্তুতি যাচাই সারণি/সভার কার্যবিবরণী/আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যপত্র	৩.১.১ (১)
৬.	প্রকল্প ঋণ/অনুদান	প্রাথমিক ডিপিপি (পিডিপিপি) এর অনুলিপি	৭.১
৬.	প্রকল্প ঋণ/অনুদান	প্রকল্পের নীতিগত অনুমোদন	৭.১
৬.	নিজস্ব অর্থায়ন (স্বায়ত্তশাসিত/আধা স্বায়ত্তশাসিত/পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশন এবং রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানিসমূহের প্রকল্প)	অর্থ বিভাগের পূর্ব সম্মতি (জিওবি অর্থায়নে জড়িত থাকলে)	১.৭.১
৬.	নিজস্ব অর্থায়ন (স্বায়ত্তশাসিত/আধা স্বায়ত্তশাসিত/পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশন এবং রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানিসমূহের প্রকল্প)	অর্থ বিভাগের ছাড়পত্র (সংস্থার উদ্বৃত্ত অর্থ জড়িত থাকলে)	১১.১.১

৭.	জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি	হ্যাজার্ড ম্যাপ (সাইট নির্বাচনের যৌক্তিকতা)	১.১৬
১৭.	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	কারিগরি কমিটির সুপারিশ	৩.১.৩
২৩.	কারিগরি চাহিদাসমূহ	যেমন, WARPO কর্তৃক অনাপত্তি/ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট (পানি সম্পদ সম্পর্কিত প্রকল্পের জন্য)	৩.১.৩
২৩. ২৫.	কারিগরি পরীক্ষা	কারিগরি পরীক্ষার প্রতিবেদন (মাটি পরীক্ষা, ডিআইএ এবং অন্যান্য), ঘূর্ণিঝড়ের গতি, বন্যার সর্বোচ্চ উচ্চতা ইত্যাদি	১.১৬
২৫.৩	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	দুর্যোগের প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন (Disaster Impact Assessment- DIA Report)	১.১৬/২১.৩
২৪.	সরকারের নিকট গৃহীত ঋণ	ঋণ/অনুদান চুক্তি/MoU/মূল্যায়ন প্রতিবেদনের অনুলিপি	১.৭.২
৩০. (ডিপিপি’র ইংরেজি ফরমেটের ক্ষেত্রে)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান	ঋণ/অনুদান চুক্তি/MoU/মূল্যায়ন প্রতিবেদনের অনুলিপি	৭.১
৩০./৩১. (ডিপিপি’র ইংরেজি ফরমেটের ক্ষেত্রে)	ভূমি অধিগ্রহণ	জেলা প্রশাসকের প্রত্যয়ন	১.৪
৩২.১/৩৩.১ (ডিপিপি’র ইংরেজি ফরমেটের ক্ষেত্রে)	স্থায়িত্বশীলতা	এক্সিট প্ল্যান (Exit Plan)	১.১.১০

প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ	**নথি/প্রতিবেদনসমূহ**	**গ্রিনবুক ২০২২ অনুচ্ছেদ**
প্রকল্পটি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অনুনমোদিত প্রকল্প তালিকায় তালিকাভুক্ত নেই	মাননীয় মন্ত্রী/পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রীর পূর্বানুমতি পত্র	২১.৫
ডিপিপি মন্ত্রণালয়/বিভাগে জমা দেওয়ার পূর্বে	সংস্থা কর্তৃক গঠিত কমিটির সভার কার্যবিবরণী/কার্যপত্র	২.১
প্রকল্প যাচাই কমিটি সভা শেষে	প্রস্তুতি যাচাই সারণি/কার্যবিবরণী/প্রকল্প যাচাই কমিটি সভার কার্যপত্র	২.৩
	প্রস্তুতি যাচাই সারণি/কার্যবিবরণী/জনবল নির্ধারণ কমিটি সভার কার্যপত্র	১.১.১৪
	MAF এবং চেক সিট	১.৯
প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি সভা শেষে	প্রস্তুতি যাচাই সারণি/কার্যবিবরণী/প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি সভার কার্যপত্র	
	প্রস্তুতি যাচাই সারণি/কার্যবিবরণী/ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ সভার কার্যপত্র	৩.১.১০
	SAF এবং চেক সিট	১.৯

যদিও এটি ডিপিপি বা গ্রিনবুক ২০২২-এ স্পষ্টভাবে বলা নেই, তবে ডিপিপি’তে সংশ্লিষ্ট অংশের তথ্য সমর্থন করার জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি ডিপিপি’র সাথে সংযুক্ত করা উচিত:

ডিপিপি আইটেম	**ক্ষেত্রসমূহ**	**নথি/প্রতিবেদনসমূহ**
১৭.	ক্ষতিপূরণ	ভূমি অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
১৭.	ক্ষতিপূরণ	পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা
২৫.২	পরিবেশ	পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Environmental Management Plan)
২৫.৩	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	আকস্মিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য আপৎকালীন পরিকল্পনা

অংশ ক: প্রকল্পের সারাংশ

আইটেম ১. প্রকল্পের শিরোনাম

১. প্রকল্পের শিরোনাম

(ক) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন

প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আঙ্গিকে এই আইটেমের তথ্যগুলো পরীক্ষা করবেন:

- প্রকল্পের শিরোনামে প্রকল্পের গুরূত্বপূর্ণ ধারণা সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিনা?
- প্রকল্পের শিরোনামের বাংলা ও ইংরেজি অর্থ একই কিনা?
- প্রকল্পের নাম একই প্রকৃতির অন্য প্রকল্পের নামের সাথে মিলে গেছে কিনা?

(খ) প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার উত্তর

উপরের “ক” তে বর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রদান করবেন:

- প্রকল্পের নাম ডিপিপি ও তদসংশ্লিষ্ট দলিলে যেভাবে উল্লেখ করা আছে সেভাবে হুবহু একই হতে হবে;
- প্রকল্পের নাম প্রকল্পের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা দেবে যাতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকল্প এলাকার নামসহ সরাসরি ফলাফল উল্লেখ থাকবে।

(গ) সূত্র

পরামর্শ: ডিপিপি’র ১. নং আইটেম পূরণের সময় প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন:

- প্রকল্পের নাম নির্বাচনের গুরূত্বপূর্ণ ধারণা পেতে লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কে প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক এ উল্লিখিত/বর্ণিত নাম ব্যবহার করা যেতে পারে।

নমুনা: নিচের সারণিতে এ বিষয়ে উদাহরণ দেওয়া হলো:

	যথাযথ নয়	সংশোধনের বিষয়	যথাযথ
১	XYZ এলাকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র হ্রাসের জন্য প্রকল্প	কোন একটি প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র হ্রাস- একটি বিশাল বড় লক্ষ্য।	(যদি এটি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প হয়) XXX উপজেলায় XXX মেঃওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প
২	গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন প্রকল্প	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করে প্রকল্প এলাকার বর্ণনা প্রকল্প শিরোনামে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়	XXX জেলার গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন প্রকল্প

তথ্যের উৎস: প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা প্রস্তাবিত প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুধাবন করার জন্য নিম্নলিখিত দলিলপত্রগুলো দেখবেন:

- নির্দিষ্ট সেক্টরের সেক্টর কৌশলপত্র (SSP)/সেক্টর কর্ম পরিকল্পনা (SAP)* যাতে সেক্টরের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়ে থাকে, বক্স ১- এ ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।
- যদি কোন সেক্টরের জন্য সেক্টর কৌশলপত্র (SSP)/সেক্টর কর্ম পরিকল্পনা (SAP) প্রণয়ন করা না হয়ে থাকে, তাহলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট অধ্যায় থেকে প্রকল্পের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তথ্য নেয়া যেতে পারে।

* কিছু সেক্টরের সেক্টর কর্ম পরিকল্পনা (SAP) রয়েছে, যার কিছু বৈশিষ্ট্যের সাথে সেক্টর কৌশলপত্র (SSP) এর বৈশিষ্ট্যের সামঞ্জস্যতা আছে। যেমন একটি পরিবর্তনের তত্ত্ব (Theory of Change) এবং একটি সেক্টর ফলাফল ফ্রেমওয়ার্ক (Sector result framework)। এসব ক্ষেত্রে, SAP একটি রেফারেন্স ডকুমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বক্স ১- সেক্টর কৌশলপত্র (Sector Strategy Paper) কি?

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিধৃত জাতীয় সামষ্টিক লক্ষ্য ও অগ্রাধিকারসমূহকে সেক্টরের লক্ষ্য ও কৌশলে পরিবর্তন করার সরকারি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার বা Tool হচ্ছে সেক্টর কৌশলপত্র (Sector Strategy Paper)। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সকল সেক্টরের জন্য জাতীয় (সামষ্টিক) লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করে থাকে এবং এর জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো (DRF) আছে।

সেক্টর পর্যায়ের লক্ষ্য ও কৌশলসমূহের জন্য বিস্তারিত ও কাঠামোগত উপাদান যোগ করে SSP এটাকে আরও উন্নত করবে, যা প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন, মূল্যায়ন ও অনুমোদন এবং বিস্তৃত পরিসরে পরিকল্পনা, বাজেট ও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া পদ্ধতিতে অবদান রাখবে।

আইটেম ২.১ থেকে ২.৩: মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সংস্থা

২.১	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
২.২	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
২.৩	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর-বিভাগ

(ক) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন

প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আঙ্গিকে এই আইটেমের তথ্যগুলো পরীক্ষা করবেন:

- প্রকল্পের পরিধি উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের এখতিয়ারের আওতায় (অ্যালোকেশন অব বিজনেস) আছে কিনা?
- প্রকল্পের পরিধি বাস্তবায়নকারী সংস্থার এখতিয়ারের আওতায় আছে কিনা?
- প্রকল্পের পরিধি পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর/ডিভিশনের এখতিয়ারে আছে কিনা?

(খ) প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার উত্তর

উপরের “ক” তে বর্ণিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রদান করবেন:

- উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার সুনির্দিষ্ট নাম উল্লেখ করতে হবে;
- পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরের নাম উল্লেখ করতে হবে।

(গ) সূত্র

পরামর্শ: ডিপিপি’র আইটেম নং ২.১, ২.২, ২.৩ পূরণের সময় প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত উপদেশ/বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন:

- প্রস্তাবিত প্রকল্পের পরিধি কোন একটি নির্দিষ্ট সেক্টরের আওতাভুক্ত কিনা?
- প্রকল্পটি কেন প্রস্তাবিত বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে তা প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা ব্যাখ্যা করবেন। প্রকল্পের অংশীজন সতর্কতার সাথে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও পরিধি পরীক্ষা করবেন এবং প্রস্তাবিত বাস্তবায়নকারী সংস্থা, মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা এবং পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর ডিভিশনের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করা সঠিক হবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন;
- উল্লিখিত ডিপিপি আইটেমের পটভূমি সংক্রান্ত তথ্যাদি ডিপিপি আইটেম ২৮.১ এবং ২৮.২ থেকে পাওয়া যাবে।

তথ্যের উৎস: প্রকল্প মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা মূল্যায়নের বিষয়বস্তু অনুধাবন করতে ও এই আইটেম লিখার জন্য নিম্নলিখিত দলিলাদি দেখবেন:

- মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি;
- রুলস অব বিজনেস ১৯৯৬ (সংশোধিত ২০১৭) এর সিডিউল ১;
- অ্যালোকেশন অব বিজনেস।

সহায়ক নির্দেশিকা:

ডিপিপি’র সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

- ২.১ থেকে ২.৩- মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সংস্থা (এই অধ্যায়ে বর্ণনাকৃত আইটেমসমূহ)
- ২৮.১- মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর মিশন/ভিশন
- ২৮.২- উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর অ্যালোকেশন অব বিজনেস

সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]

- অনুচ্ছেদ ১- মৌলিক তথ্য
- অনুচ্ছেদ ৩- বাজার/চাহিদা বিশ্লেষণ (খ) প্রকল্প ধারণার প্রাসঙ্গিকতা
- অনুচ্ছেদ ৮- প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত বিষয় বিশ্লেষণ

গ্রিনবুকে বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

- ১.১.১- প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের সময় সরকারের অ্যালোকেশন অব বিজনেস অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে। অ্যালোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ নিজস্ব অধিক্ষেত্রের মধ্যে থেকে প্রকল্প গ্রহণ করবে। [আংশিক]

মন্ত্রণালয় যাচাই/মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেটের (MAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অংশ ৭- মূল্যায়ন মানদন্ড ১. প্রাসঙ্গিকতা, (১) কৌশল, কর্মসূচি ও পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যতা

সেক্টর মূল্যায়ন/সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেটের (SAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- প্রস্তুতি যাচাই, খ-৩- অ্যালোকেশন অব বিজনেস এবং সেক্টর নির্দিষ্ট চাহিদার প্রতিপালন, ১. অ্যালোকেশন অব বিজনেস

সূত্র/প্রাসঙ্গিক দলিল/দলিলসমূহ

- মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি;
- রুলস অব বিজনেস ১৯৯৬ (সংশোধিত ২০১৭) এর সিডিউল ১;
- অ্যালোকেশন অব বিজনেস।

আইটেম ৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা

৩.   প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা

(ক) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন

প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আঙ্গিকে এই আইটেমের তথ্যগুলো পরীক্ষা করবেন:

- প্রকল্পের **‘প্রত্যক্ষ’** উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট ও স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিনা?
- প্রকল্পের ‘প্রত্যক্ষ’ উদ্দেশ্যের **পরিমাপযোগ্য নির্দেশকসমূহ** ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিনা?
- [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে] প্রকল্পের “পরোক্ষ” উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট ও স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিনা?

(খ) প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার উত্তর

উপরের “ক” তে বর্ণিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রদান করবেন:

- প্রকল্প সমাপ্তির সময় প্রত্যাশিত প্রত্যক্ষ/আশু ফলাফল;
- প্রকল্প সুফলভোগীদের বৈশিষ্ট, সংখ্যা, এলাকা এবং চাহিদা (সংক্ষেপে)।

(গ) সূত্র

পরামর্শ: ডিপিপি’র আইটেম ৩ পূরণ করার সময় প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন:

- লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের আইটেম ১০.০ এ প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশকসমূহ ডিপিপি’র ৩.০ নং আইটেমে বর্ণিত “প্রকল্পের উদ্দেশ্য” এর হুবহু একই অথবা একই প্রেক্ষাপটের হবে;
- ডিপিপি আইটেম ১৪, ১৫, এবং ১৬ তে সুফলভোগী ও সুফলভোগীদের চাহিদার বিষয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তথ্যের উৎস: প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা প্রস্তাবিত প্রকল্পের লক্ষ্যবস্তু বুঝার জন্য নিম্নলিখিত দলিলপত্রগুলো দেখবেন:

- **সেক্টর কৌশলপত্র (SSP)**: পরিবর্তনের তত্ত্ব এবং সেক্টর ফলাফল কাঠামো (Thory of Change and Sector Results Framework);
- যদি সেক্টর কৌশলপত্র না থাকে তাহলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন ফলাফল কাঠামোর নির্দেশকসমূহ, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ও মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর তথ্য সন্নিবেশিত করতে হবে)।

নমুনা: নিচের সারণিতে প্রকল্পের উদ্দেশ্য বিষয়ে “যথাযথ” এবং “যথাযথ নয়” এ দুইভাবে উদাহরণ দেওয়া হলো:

যথাযথ নয়	সংশোধনের বিষয়সমূহ	যথাযথ
• দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ল্যান্টের মাধ্যমে প্ল্যান্ট আউটপুট XXX MW থেকে XXX MWতে বৃদ্ধি করে বিদ্যুতের চাহিদা ও বিতরণের মধ্যে পার্থক্য হ্রাস করা; • বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ল্যান্টের দক্ষতা XXX % থেকে XXX% পর্যন্ত বৃদ্ধির মাধ্যমে বর্তমান উৎপাদনের ঘাটতি মিটানো; • স্থানীয়ভাবে XXX MW উৎপাদনের মাধ্যমে ABC অঞ্চলের চাহিদা পূরণ এবং ভোক্তাদের কাছে বিদ্যুতের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করা; • স্থানীয় উৎপাদনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সঞ্চালন সংক্রান্ত ক্ষতি কমানো/ন্যূনতম রাখা এবং লো ভোল্টেজ সমস্যার উন্নয়ন;	• বর্ণনা দীর্ঘ; • প্রকল্পের পরোক্ষ ফলাফলগুলো প্রত্যক্ষ ফলাফলগুলোর মতো একই লাইনে অন্তর্ভুক্ত হবে; • প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলাফলগুলো আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে।	• অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদিত (বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশকসমূহ); • XXX এর মাধ্যমে XXX MW অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদিত; • প্রত্যক্ষ

যথাযথ নয়	সংশোধনের বিষয়সমূহ	যথাযথ
● পর্যাপ্ত ও বিশ্বাসযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং লোড শেডিং কমানো/ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা; ● জাতীয় গ্রিড পদ্ধতির স্থায়ীত্ব ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করা; ● প্রযুক্তি স্থানান্তরের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন।		ফলাফলের সুফলভোগীর সংখ্যা।

সহায়ক নির্দেশিকা:

ডিপিপি’র সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ
- ৩- প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (এই অধ্যায়ে বর্ণনাকৃত আইটেমসমূহ) - ১০- লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক - ১৪- প্রকল্পের পটভূমি সংক্রান্ত তথ্যাদি - ১৫- প্রকল্পের বিবরণ
সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]
- অনুচ্ছেদ ১- মৌলিক তথ্য, ৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ (সমীক্ষার ভিত্তিতে গৃহীতব্য প্রকল্প) - অনুচ্ছেদ ৩- বাজার/চাহিদা বিশ্লেষণ (খ) প্রকল্প ধারণার প্রাসঙ্গিকতা - অনুচ্ছেদ ৮- প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত বিষয় বিশ্লেষণ
গ্রিনবুকে বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ
- ১.১.১- প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের সময় সরকারের অ্যালোকেশন অব বিজনেস অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে। অ্যালোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ নিজস্ব অধিক্ষেত্রের মধ্যে থেকে প্রকল্প গ্রহণ করবে। [আংশিক] - ১.১.৫- দীর্ঘমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতি ও কৌশলের সাথে সঙ্গতি: (ক) বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, কৌশল ও লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনা (খ) জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসহ (এসডিজি) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ইত্যাদি বিবেচনা (গ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের নীতি ও কৌশল বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার (ঘ) সরকারের অগ্রাধিকার ও দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা থাকতে হবে।
- ৩.১.১ (২)- প্রকল্প প্রস্তাবকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় চলমান/প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রকল্প, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের এমটিবিএফ সিলিং ইত্যাদির সামগ্রিক অবস্থা; জাতীয় ও সেক্টোরাল অগ্রাধিকারের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্পৃক্ততা; প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা; প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন বাজেটের ওপর চাপ; প্রকল্প মেয়াদের যথার্থতা ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনাপূর্বক পরীক্ষা করতে হবে। অর্থায়নের নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ পরিহার করতে হবে।
মন্ত্রণালয় যাচাই/মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেটের (MAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ
- অংশ ৭- মূল্যায়ন মানদন্ড, ১. প্রাসঙ্গিকতা, (১) কৌশল, কর্মসূচি ও পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যতা
সেক্টর মূল্যায়ন/সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেটের (SAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ
- অংশ ২- সেক্টর পরিকল্পনা ও বাজেটের সাথে সম্পৃক্ততা, ১. সেক্টর কৌশল (পরিকল্পনা) এর সাথে প্রকল্পটির সম্পৃক্ততা

আইটেম ৪. প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল

৪.	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল (ক) শুরুর তারিখ (খ) সমাপ্তির তারিখ

(ক) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন

প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আঙ্গিকে এই আইটেমের তথ্যগুলো পরীক্ষা করবেন:

- একই ধরনের অন্যান্য সমাপ্ত/চলমান প্রকল্পের তুলনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল যথাযথ কিনা?
- ক্রয় পরিকল্পনা বিবেচনায় প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়নকাল সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা?
- মৌসুম পরিবর্তনজনিত কারণে কার্যসম্পাদনে প্রতিবন্ধকতা হবে কিনা?
- নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর বিবেচনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল বাস্তবভিত্তিক কিনা?
- মূল্যায়ন প্রক্রিয়া;
- অর্থের প্রাপ্যতা;
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের প্রত্যাশিত অবস্থার/পর্যায়ের বিবেচনায় সমাপ্তির সময়কাল যথার্থ কিনা?

(খ) প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার উত্তর:

উপরের “ক” তে বর্ণিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রদান করবেন;

- শুরুর মাস, বছর, এবং সমাপ্তির মাস, বছর;
- সর্বমোট মাস।

(গ) সূত্র

পরামর্শ: ডিপিপি’র আইটেম ৪.০ পূরণ করার সময় প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন;

- প্রকল্পের আউটপুট শেষ হয়ে গেলেই প্রকল্প সমাপ্ত হয়ে যায় না। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন পর্যন্ত যে সময় প্রয়োজন তা হলো প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল;
- প্রকল্প প্রণয়ন, যাচাই, মূল্যায়ন ও অনুমোদনের অগ্রগতির ধাপ বিবেচনায় প্রকল্পটির শুরুর তারিখ ঠিক করা সমীচীন হবে;
- সাধারণত প্রকল্প বাস্তবায়নকাল “৩ (তিন) বছর” হওয়া উচিত (অনুচ্ছেদ ১.১.১২ গ্রিনবুক, ২০২২ অনুযায়ী);
- প্রস্তাবিত প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল যথার্থ কিনা তা ব্যাখ্যা করার জন্য সমাপ্ত/চলমান অনুরূপ প্রকল্পের বাস্তবায়নকালের একটি তুলনামূলক সারণি প্রস্তুত করা।

তথ্যের উৎস: প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা প্রস্তাবিত প্রকল্পের যথার্থ বাস্তবায়নকাল কি হবে তা বুঝার জন্য নিম্নোক্ত দলিলপত্রগুলো দেখবেন:

- আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত অনুরূপ প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন।

সহায়ক নির্দেশিকা:

ডিপিপি’র সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

- ৪- প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল (এই অধ্যায়ে বর্ণনাকৃত আইটেমসমূহ)
- ১২.১- প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা (সংযোজনী ৩)
- ১২.২- প্রকল্পের বছরভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা (সংযোজনী ৪)
- সংযুক্তি: প্রকল্পের গ্যান্ট চার্ট

সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]

- অনুচ্ছেদ ১- মৌলিক তথ্য, ৮. প্রকল্পের মেয়াদ
- অনুচ্ছেদ ৪- কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও কৌশলগত বিষয়াদি বিশ্লেষণ, (ঙ) প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় নির্ধারণ

গ্রিনবুকে বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

- ১.১.১২- বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ সাধারণভাবে অনূর্ধ্ব ৩(তিন) বছর হবে।
- ১.৫- কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য জমি অধিগ্রহণ কিংবা ড্রইং/ডিজাইন সংক্রান্ত কার্যক্রম থাকলে এ সকল কার্যক্রমের কলেবর বিবেচনায় আলাদা প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। জমি অধিগ্রহণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ড্রইং/ডিজাইন সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রাখার পাশাপাশি নির্মাণ/পূর্ত সংক্রান্ত মূল প্রকল্প প্রণয়ন/প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে যেন জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া এবং ড্রইং/ডিজাইন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার অব্যবহিত পরই মূল প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যায়।

মন্ত্রণালয় যাচাই/মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেটের (MAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অংশ ৭- মূল্যায়ন মানদন্ড, ৩. দক্ষতা, (২) প্রকল্পের মেয়াদ

সেক্টর মূল্যায়ন/সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেটের (SAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অংশ ৫- মন্ত্রণালয়/বিভাগে সম্পন্ন যাচাই এর ফলাফলের পুনঃনিরীক্ষণ (মূল্যায়নের মানদন্ড), ৩. দক্ষতা

সূত্র/প্রাসঙ্গিক দলিল/দলিলসমূহ

- সমজাতীয় একই প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন।

আইটেম ৫.১-৫.২ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

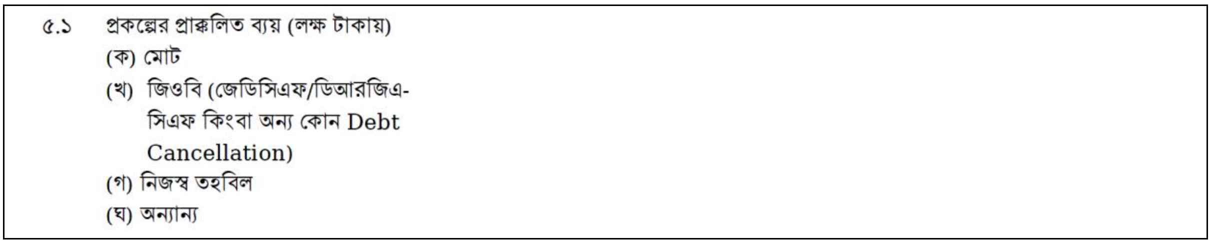

৫.১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
(ক) মোট
(খ) জিওবি (জেডিসিএফ/ডিআরজিএ-সিএফ কিংবা অন্য কোন Debt Cancellation)
(গ) নিজস্ব তহবিল
(ঘ) অন্যান্য

ছকে ব্যাখ্যামূলক বর্ণনা (Legend) GOB (জিওবি): Government of Bangladesh, JDCF (জেডিসিএফ): Japan Debt Cancellation Fund, DRGA-CF: Debt Relief Grant Assistance-Counterpart Fund

(ক) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন

প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আঙ্গিকে এই আইটেমের তথ্যগুলো পরীক্ষা করবেন:

- প্রকল্পের মোট ব্যয় এবং জিওবি, প্রকল্প ঋণ/প্রকল্প অনুদান, নিজস্ব অর্থ ও অন্যান্য অর্থায়নের বিভাজন যথাযথভাবে শনাক্ত করা হয়েছে কিনা?
- যদি প্রকল্প ঋণ/প্রকল্প অনুদান থাকে, তাহলে তারিখসহ বিনিময় হার যথাযথভাবে শনাক্ত করা হয়েছে কিনা?

(খ) প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার উত্তর:

উপরের “ক” তে বর্ণিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রদান করবেন:

- প্রকল্পের মোট ব্যয়;
- অর্থায়নের বিভাজন: জিওবি, প্রকল্প ঋণ/প্রকল্প অনুদান, নিজস্ব অর্থ ও অন্যান্য;
- ডিপিপি উপস্থাপনের তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সংগ্রহকৃত বিনিময় হার উল্লেখ করতে হবে (যা সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ডিপিপি ম্যনুয়াল এর পৃষ্ঠা ১৬ তে সুপারিশকৃত)।

(গ) সূত্র

পরামর্শ: ডিপিপি’র আইটেম ৫.১ ও ৫.২ পূরণ করার সময় প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন:

- বিদেশী অর্থায়ন জড়িত প্রকল্পগুলি দ্রুত এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে। (অনুচ্ছেদ ১.১৭, গ্রিনবুক ২০২২);
- Japanese Debt Cancellation Fund (JDCF) এবং একটি প্রকল্পের Debt Relief Grant Assistant-Counterpart Fund (DRGA-CF) তহবিলকে GoB তহবিলের অনুরূপ হিসাবে বিবেচনা করা হবে। (অনুচ্ছেদ ২১.১৩, গ্রিনবুক ২০২২);
- নিচের আইটেমগুলোর তথ্য-উপাত্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে:
- ৫.১: প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়;
- ৬.১: অর্থায়নের ধরন ও উৎস;
- ৬.২: বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়;
- ৯.০: প্রাক্কলিত ব্যয়ের সারাংশ;
- ১২.২: বছরভিত্তিক আর্থিক ও ভৌত কাজের লক্ষ্যমাত্রা (সংযোজনী-৪);
- ২২.০: বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী [সংযোজনী- ৫(ক) ও ৫(খ)]।

তথ্যের উৎস: প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা প্রস্তাবিত প্রকল্পের মূল্যায়নের বিষয়গুলো বুঝার ও লিখার জন্য নিম্নোক্ত ওয়েবসাইট দেখবেন:

- বিনিময় হার: বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়েবসাইট- (https://www.bb.org.bd/econdata/exchangerate.php)

সহায়ক নির্দেশিকা:

ডিপিপি’র সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

- ৫.১ থেকে ৫.২- প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (এই অধ্যায়ে বর্ণনাকৃত আইটেমসমূহ)
- ৬.১- অর্থায়নের ধরন ও উৎস
- ৬.২- প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়
- ৯- প্রাক্কলিত ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ
- ১২.২- প্রকল্পের বছরভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা (সংযোজনী ৪)
- ২২- বছরভিত্তিক ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ (সংযোজনী ৫)
- ৩০- বৈদেশিক অর্থায়নের প্রধান শর্তাবলী (বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে প্রযোজ্য)

সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]

- অনুচ্ছেদ ৪- কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও কৌশলগত বিষয়াদি বিশ্লেষণ, (ঘ) ব্যয় প্রাক্কলন

গ্রিনবুকে বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

- ১.১৭- কোন প্রকল্পে বৈদেশিক অর্থায়নের সংশ্লেষ থাকলে অগ্রাধিকারভিত্তিতে দ্রুততার সাথে প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক প্রকল্পের এপ্রেইজালের (Appraisal) সময়ই এ ধরনের প্রকল্পের ডিপিপি/টিএপিপি প্রণয়ন করতে হবে যেন পরবর্তীতে নেগোসিয়েশনসহ ঋণ/অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরের সময় কিংবা এর পূর্বেই ডিপিপি/টিএপিপি অনুমোদনসহ অন্যান্য প্রটোকল চূড়ান্ত করা যায়।
- ২১.১৩- প্রকল্পে জাপানি ঋণ মওকুফ তহবিল (জেডিসিএফ) এবং ডিআরজিএ-সিএফ এর অর্থায়ন জিওবি অর্থায়নের অনুরূপ বলে বিবেচিত হবে। তবে, জেডিসিএফ এর অর্থায়নে বিনিয়োগ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ইংরেজিতে ডিপিপি (সংযোজনী-ঘ) এবং কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের ক্ষেত্রে টিএপিপি ছকে (সংযোজনী-ছ) প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করতে হবে। প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি/টিএপিপি) প্রণয়নের পর অনুমোদনের জন্য বিনিয়োগ প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ৩ এবং কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ৮-এ উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

মন্ত্রণালয় যাচাই/মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেটের (MAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অনুসরণ ক-৩: বৈদেশিক অর্থায়ন: অনুদান/ঋণ
- অনুসরণ ক-৪: সরকারি মালিকানাধীন/স্বায়ত্বসাশিত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রকল্পসমূহ

সেক্টর মূল্যায়ন/সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেটের (SAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- প্রস্তুতি যাচাই, খ: প্রস্তুতি যাচাই নিশ্চিতকরণ, খ-১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ, ৩. বৈদেশিক অর্থায়: অনুদান/ঋণ
- প্রস্তুতি যাচাই, খ: প্রস্তুতি যাচাই নিশ্চিতকরণ, খ-১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ, ৩. বৈদেশিক অর্থায়ন: অনুদান/ঋণ ৪. সরকারি মালিকানাধীন/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পসমূহ
- অংশ ২- সেক্টর পরিকল্পনা ও বাজেটের সাথে সম্পৃক্ততা, ২. বাজেট ও সম্পদের সাথে প্রকল্পটির প্রাসঙ্গিকতা

সূত্র/প্রাসঙ্গিক দলিল/দলিলসমূহ

- বিনিময়ের হার: বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট (https://www.bb.org.bd/econdata/exchangerate.php).

আইটেম ৬. প্রকল্পের অর্থায়ন

৬. প্রকল্পের অর্থায়ন:

৬.১ অর্থায়নের ধরন ও উৎস:

(টাকার অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

উৎস ধরন	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য (উল্লেখ করতে হবে)	মোট
(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৪)*	*(৫)=(২)+(৩)+(৪)*
বিনিয়োগ				
ঋণ				
ইক্যুইটি				
অনুদান				
অন্যান্য				
মোট				

৬.২ প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য	মোট
(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৪)*	*(৫)=(২)+(৩)+(৪)*
মোট				

৬.৩ মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) এবং এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বিবেচনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থায়ন পরিকল্পনা (Financing Plan): সংযোজনী ৭ দ্রষ্টব্য

ছকের ব্যাখ্যামূলক বর্ণনা: জিওবি (GoB): Government of Bangladesh

[নোট] ২৯ মে ২০২৩, পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত পরিপত্র (স্মারক নং: ২০.০০.০০০০.৮০৩.০৬.০১০.২৩.৭৯) অনুযায়ী ‘প্রকল্প সাহায্য (Project Aid)’ এর পরিবর্তে ‘প্রকল্প ঋণ (Project Loan)’ ও ‘প্রকল্প অনুদান (Project Grant)’ ব্যবহার এবং একইভাবে ‘পুনর্ভরণযোগ্য বা সরাসরি প্রকল্প সাহায্য (Reimbursable/Direct Project Aid)’ এর পরিবর্তে ‘পুনর্ভরণযোগ্য বা সরাসরি প্রকল্প ঋণ (Reimbursable/Direct Project Loan)’ ও ‘পুনর্ভরণযোগ্য বা সরাসরি প্রকল্প অনুদান (Reimbursable/Direct Project Grant)’ ব্যবহার করতে হবে।

(ক) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন

প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আঙ্গিকে এই আইটেমের তথ্যগুলো পরীক্ষা করবেন:

- অর্থায়নের উৎস কোনগুলো: জিওবি, উন্নয়ন সহযোগী, বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং অন্যান্য?
- অর্থায়নের কোন ধরনসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে?
- প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ সেক্টর কর্মসূচির বাজেট বরাদ্দ, মধ্য মেয়াদি বাজেট কাঠামোর (MTBF) এবং (MYPIP) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা?
- আর্থিক সঙ্গতি (Fiscal Space) ঋণাত্মক হলে আইটেম ৬.২ বা সংযোজনী VII এ প্রদত্ত ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত কিনা?
- প্রয়োজনীয় সংযুক্তিসমূহ যা নিচের টেবিলে ব্যাখা করা হয়েছে, তা ডিপিপি’তে সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা?

ডিপিপি আইটেম নং	বিষয়সমূহ	তথ্যসমূহ	গ্রিনবুকের অনুচ্ছেদ নং
৬.	প্রকল্প সহায়তা	ডিপিপি'র প্রারম্ভিক অনুলিপি	৭.১
৬.	প্রকল্প সহায়তা	প্রকল্পের নীতিগত অনুমোদন	৭.১
৬.	নিজস্ব অর্থায়ন	অর্থ বিভাগের পূর্ব সম্মতি	১.৭.১
৬.	নিজস্ব অর্থায়ন	অর্থ বিভাগের অনাপত্তি	১১.১.১

(খ) প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার উত্তর

উপরের "ক" তে বর্ণিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নলিখিত তথ্যাদি প্রদান করবেন:

- উৎসভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ (নিজস্ব তহবিলসহ);
- অর্থায়নের ধরনভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ (বিনিয়োগ, ঋণ ইক্যুইটি, অনুদানসহ);
- বাজেটের ধরণ: জিওবি'র অর্থে বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব (FE) এবং পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প ঋণ/অনুদান (RPl/RPG) এর বাজেট বরাদ্দসহ;
- মন্ত্রণালয়/বিভাগের আর্থিক সংস্থান (আর্থিক সক্ষমতা) (সংযোজনী ৭);
- মন্ত্রণালয়/বিভাগের আর্থিক সংস্থান (আর্থিক সক্ষমতা) নেতিবাচক হলে, প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থায়নের উপায় ব্যাখ্যা করতে হবে;
- কোন প্রকল্পে প্রকল্প ঋণ/অনুদানের সংশ্লেষ থাকলে সংস্থা প্রথমে পিডিপিপি (PDPP) তৈরি করবে। ডিপিপি প্রণয়নের পূর্বে সরকার পিডিপিপি অনুমোদন করবে এবং অনুমোদিত পিডিপিপি প্রস্তাবিত ডিপিপি'র সাথে সংযুক্ত করতে হবে (অনুচ্ছেদ ৭.১, গ্রিনবুক ২০২২);
- রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের আওতায় গৃহীত প্রকল্পে জিওবি তহবিলের প্রয়োজন হলে, অর্থায়নের প্রকৃতি (অনুদান/ঋণ) নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগের "**পূর্ব সম্মতি**" নিতে হবে (অনুচ্ছেদ ১.৭.১, গ্রিনবুক ২০২২);
- স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশন এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানিগুলো কর্তৃক তাদের উদ্বৃত্ত তহবিল উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে হলে, অর্থ বিভাগ থেকে "**অনাপত্তিপত্র**" গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১১.১.১, গ্রিনবুক ২০২২)।

(গ) সূত্র

পরামর্শ: ডিপিপি'র এই আইটেম পূরণ করার সময় প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন:

- প্রস্তাবিত প্রকল্পে বাংলাদেশ সরকার থেকে ঋণ গ্রহণের সংশ্লেষ থাকলে ডিপিপি'র সংযোজনী ৬ অনুযায়ী (ডিপিপি'র আইটেম ২৪.) ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত সিডিউল ডিপিপি'তে সংযোজন করতে হবে;
- প্রস্তাবিত বরাদ্দ সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য প্রদত্ত "থোক" বরাদ্দের মধ্যে থাকতে হবে অথবা অন্যান্য প্রকল্প থেকে পুনঃযোজনের মাধ্যমে ব্যবস্থা করতে হবে।

তথ্যের উৎস: প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা প্রকল্প মূল্যায়নের বিষয়গুলো সঠিকভাবে বুঝা ও এই আইটেমগুলো পূরণের জন্য নিম্নোক্ত দলিলপত্রগুলো দেখবেন:

- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (FYP);
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP);
- ADP/RADP Management System (AMS);
- সংশিষ্ট সেক্টরের সেক্টর কৌশলপত্র (SSP)/সেক্টর কর্ম পরিকল্পনা (SAP);
- সংশিষ্ট সেক্টরের Multi-Year Public Investment Programme (MYPIP);

- সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF);
- প্রকল্প ঋণ/অনুদানের সংশ্লেষ থাকলে ঋণ চুক্তি/অনুদান চুক্তি;
- যদি নিজস্ব তহবিলের প্রয়োজনীয়তা থাকে, তাহলে বাস্তবায়নকারী সংস্থার আর্থিক বিবরণী।

MTBF এবং MYPIP সংক্রান্ত ব্যাখ্যা বক্স ২- এ দেয়া আছে।

সহায়ক নির্দেশিকা:

ডিপিপি'র সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

- ৬- প্রকল্পের অর্থায়নের ধরন (সংযোজনী ৭) (এই অধ্যায়ে বর্ণনাকৃত আইটেমসমূহ)
- ৫.১- প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়
- ৯- প্রাক্কলিত ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ
- ১২.২- প্রকল্পের বছরভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা (সংযোজনী ৪)
- ২২- বছরভিত্তিক ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ (সংযোজনী ৫)

- সংযুক্তি: অনুমোদিত পিডিপিপি
- সংযুক্তি: পিডিপিপি এর অনুমোদন পত্র
- সংযুক্তি: অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রাপ্ত পূর্বানুমতি/অনাপত্তি পত্র

সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]

- কোন সংশ্লিষ্ট সেকশন নেই

গ্রিনবুকে বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

- ১.১.৬- সম্পদ প্রাপ্তি বিবেচনা:
  (ক) মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (এমটিবিএফ) আওতায় প্রাপ্য সম্পদসীমার মধ্যে সীমিত থেকে যৌক্তিক ব্যয়ভিত্তিক প্রকল্প প্রণয়ন এবং নির্ধারিত ছকে এমটিবিএফ সংক্রান্ত তথ্য ও প্রত্যয়নসহ যথার্থতা যাচাই করা (খ) অর্থায়নের নিশ্চয়তা ব্যতীত প্রকল্প গ্রহণ না করা এবং (গ) একই উদ্দেশ্য/প্রকৃতির একাধিক ক্ষুদ্র প্রকল্প পৃথকভাবে গ্রহণ না করে সমন্বিত আকারে একটি প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।
- ১.৭.১- রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের ক্ষেত্রে জিওবি থেকে অর্থায়নের প্রয়োজন হলে অর্থায়নের প্রকৃতি (অনুদান/ঋণ/ইক্যুইটি) নির্ধারণে অর্থ বিভাগের পূর্ব সম্মতি নিতে হবে। উল্লেখ্য, এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের সর্বশেষ নির্দেশনা/সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক প্রকল্প প্রস্তাবে উল্লেখ করতে হবে।
- ৭.১- বিনিয়োগ/কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের জন্য বৈদেশিক অর্থায়নের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রাথমিক উন্নয়ন প্রকল্প ছকে (পিডিপিপি) (সংযোজনী-ড) প্রস্তাব প্রণয়ন করে যুগপৎ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) এবং পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর/বিভাগে প্রেরণ করবে। ব্যয় নির্বিশেষে প্রণীত এ ধরনের প্রস্তাব প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর/বিভাগ প্রকল্প প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে মতামত চূড়ান্ত করবে এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে মতামত/নীতিগত অনুমোদনসহ পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইআরডিতে প্রেরণ করবে এবং উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অবহিত করবে।
- ১১.১.১- স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশন এবং রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানিসমূহের উদ্বৃত্ত সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করা যাবে। এক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন তহবিলের অর্থ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন তহবিলের অর্থ উপরোল্লিখিত উদ্বৃত্ত সম্পদের সাথে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে বিনিয়োগ করা যাবে। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের উদ্বৃত্ত সম্পদ বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে অর্থ বিভাগের সর্বশেষ নীতিমালা অথবা এর ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে এ সংক্রান্ত জারিকৃত পরিপত্র অনুসরণ করে অর্থ বিভাগের মনিটরিং সেল থেকে ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হবে। স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশন এবং রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানিসমূহের প্রকল্পের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'স্থানীয়/বৈদেশিক মুদ্রার ঋণের লগ্নী এবং পুনঃলগ্নীর শর্তাবলী' যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

- ৩.১.১ (২)- প্রকল্প প্রস্তাবকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় চলমান/প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রকল্প, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের এমটিবিএফ সিলিং ইত্যাদি সামগ্রিক অবস্থা; জাতীয় ও সেক্টোরাল অগ্রাধিকারের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্পৃক্ততা; প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা; প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন বাজেটের ওপর চাপ; প্রকল্প মেয়াদের যথার্থতা ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনাপূর্বক পরীক্ষা করতে হবে। অর্থায়নের নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ পরিহার করতে হবে।
- ৩.১.১ (৪)- যে সকল রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য সরকার কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে সে সকল সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্প বিবেচনার সময় উক্ত সংস্থাকে এ পর্যন্ত কী পরিমাণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, তার বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতে আরও কী পরিমাণ সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে সামগ্রিক চিত্র বিশদভাবে পরীক্ষা করতে হবে।

মন্ত্রণালয় যাচাই/মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেটের (MAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অনুসরণ ক-৩: বৈদেশিক অর্থায়ন: অনুদান/ঋণ
- অনুসরণ ক-4: সরকারি মালিকানাধীন/স্বায়ত্বসাশিত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রকল্পসমূহ

সেক্টর মূল্যায়ন/সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেটের (SAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- প্রস্তুতি যাচাই, খ: প্রস্তুতি যাচাই নিশ্চিতকরণ, খ-১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ, ৩. বৈদেশিক অর্থায়ন: অনুদান/ঋণ
- প্রস্তুতি যাচাই, খ: প্রস্তুতি যাচাই নিশ্চিতকরণ, খ-১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ, ৩. বৈদেশিক অর্থায়ন: অনুদান/ঋণ ৪. সরকারি মালিকানাধীন/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পসমূহ
- অংশ ২- সেক্টর পরিকল্পনা ও বাজেটের সাথে সম্পৃক্ততা, ২. বাজেট ও সম্পদের সাথে প্রকল্পটির প্রাসঙ্গিকতা

সূত্র/প্রাসঙ্গিক দলিল/দলিলসমূহ

- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP)/এডিপি ম্যানেজম্যান্ট সিস্টেম (AMS);
- সংশ্লিষ্ট সেক্টর এর সেক্টর কৌশলপত্র (Sector Strategy Paper (SSP)/সেক্টর কর্ম পরিকল্পনা (SAP);
- মন্ত্রনালয়ের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (MTBF);
- মন্ত্রণালয় এবং সেক্টর বিভাগের বহুবার্ষিক সরকারি বিনিয়োগ কার্যক্রম Multi-Year Public Investment Programme (MYPIP)।

বক্স ২- মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF), বহু বার্ষিক সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি (MYPIP), FBE এবং Fiscal Space কি?

মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF) হচ্ছে বাজেট প্রণয়নের একটি পদ্ধতি/প্রক্রিয়া যা ৩-৫ বছরের জন্য মধ্যমেয়াদি প্রেক্ষিতে বাজেট প্রণয়নের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। সরকারি নীতি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সীমিত সম্পদের দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার এবং জাতীয় ফলাফল ও লক্ষ্য অর্জনে এই দু'টি বিষয়ের মধ্যে এটি সংযোগ স্থাপন করে। এটি (১) মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক সম্পদ বণ্টন/বরাদ্দ ও বাজেট বাস্তবায়নের উপর সমধিক দায়িত্ব অর্পন করে এবং (২) প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/Budget Entityর জন্য একটি মধ্যমেয়াদি কাঠামোতে (৩ বছরের জন্য) resource envelop নির্ধারণ করে। MTBF একটি " Top down resource envelop" ও চলতি/চলমান মধ্যমেয়াদি ব্যয়ের (প্রকল্প ও কর্মসূচির) bottom up প্রাক্কলনের সমন্বয় সাধন করে।

বহু বার্ষিক সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি (MYPIP) অন্যতম একটি Public Investment Management- PIM tool, যা সরকার ২০২২ এর গ্রিনবুক এ অন্তর্ভুক্ত করেছে। এটি চলমান/বর্তমান বার্ষিক (এক বছরভিত্তিক) উন্নয়ন কর্মসূচিকে একটি বহু বছরভিত্তিক কৌশলগত দলিল রুপান্তরের প্রয়াস। MYPIP বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিকে ৩ বছরভিত্তিক মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে SSP এবং FYP এর আওতায় প্রতিটি সেক্টরের নির্দিষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। MYPIP বর্তমান বছর এবং পরবর্তী দুই বছরের প্রক্ষেপিত বাজেট প্রাক্কলন মন্ত্রণালয়/বিভাগের MYPIP সীমা বিবেচনা করে প্রস্তুত করা হয়। MYPIP প্রকল্পওয়ারি বরাদ্দের দাবী উপস্থাপন করে, যা মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তাদের প্রয়োজনীয় MTBF Ceiling প্রাপ্তিতে দর কষাকষিতে সাহায্য করে। এভাবে MYPIP বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে MTBF Ceiling নির্ধারণের একটি Tool হিসাবে কাজ করে থাকে।

Forword Based Estimates (FBE) হচ্ছে প্রকল্পসমূহের পরবর্তী দুই বছরের প্রাক্কলন বা প্রক্ষেপন যা ৩ বছরভিত্তিক MTBF এর বর্তমান বছরের বাজেট বরাদ্দের ভিত্তিতে প্রণিত হয়। এটি MYPIP প্রক্রিয়ার ADP ভুক্ত প্রকল্পসমূহের ভবিষ্যৎ বরাদ্দ প্রস্তাবের জন্য MTBF Ceilling নির্ধারণের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

Fiscal Space হচ্ছে অনুমোদিত MTBF Ceilling এ কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগের দাবিকৃত ও প্রাক্কলিত সম্পদের চাহিদার ব্যবধান, যা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হতে পারে। নতুন প্রকল্প গ্রহন/বিবেচনা করা fiscal Space এর উপর নির্ভর করে। Fiscal Space যা ঋণাত্মক বা শূন্য হয় তাহলে তাত্ত্বিকভাবে এটি এই ইঙ্গিত প্রদান করে যে সম্পদের স্বল্পতা পরিহার করার জন্য নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা/নেওয়া বাঞ্ছনীয় হবে না।

সূত্র: GoB 2023 Publice Investment Management (PIM) Guideline

আইটেম ৭.১ এবং ৭.২ প্রকল্প এলাকা এবং প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের যৌক্তিকতা

৭.১ প্রকল্প এলাকা:

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা
(১)	(২)	(৩)	(৪)

(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মানচিত্র সংযুক্ত করতে হবে)

৭.২ প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের যৌক্তিকতা:

(ক) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন

প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আঙ্গিকে এই আইটেমের তথ্যগুলো পরীক্ষা করবেন:

- ডিপিপি’তে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/উপজেলাভিত্তিক তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে কিনা?
- ৭.১ নং আইটেমের তথ্যের সাথে সংযোজনী-১ (এলাকাভিত্তিক ব্যয় বিভাজন) এর সাদৃশ্য আছে কিনা?
- ৭.১ নং আইটেমের তথ্যের সাথে প্রকল্প এলাকার মানচিত্রের সাদৃশ্য আছে কিনা? (সংযুক্তি- ১, যেখানে প্রযোজ্য)
- ৭.২ নং আইটেমের ব্যাখ্যায় নির্বাচিত প্রকল্প এলাকা দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিসহ কৌশলগত, প্রযুক্তিগত ও সামাজিকভাবে যথাযথ কিনা?
- প্রয়োজনীয় সংযুক্তিসমূহ (যেমন প্রকল্প এলাকার মানচিত্র) ডিপিপি’তে সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা?

(খ) প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার উত্তর

উপরের “ক” তে বর্ণিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রদান করবেন:

- বিভাগ, জেলা, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত প্রকল্প এলাকার সুনির্দিষ্ট তথ্য;
- দারিদ্র্য বিমোচন ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং বিদ্যমান, চলমান ও পাইপলাইন প্রকল্প, প্রতিষ্ঠান এবং সুবিধাগুলোসহ সরকারি নীতিমালা ও Master Plan বিবেচনা করে নির্বাচিত প্রকল্প এলাকাটি কিভাবে ভৌগলিক অঞ্চলকে অগ্রাধিকার দেয় সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য;
- নির্বাচিত প্রকল্প এলাকা কিভাবে প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির জন্য উপযুক্ত সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য;
- প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য বিদ্যমান, চলতি ও অপেক্ষমান প্রকল্প, প্রতিষ্ঠান ও সুবিধাসমূহের সাথে সংযোগ দেখানোর জন্য একটি মানচিত্র ডিপিপি’র সাথে সংযুক্তি হিসাবে দেয়া যেতে পারে;
- কিভাবে প্রকল্পটি পরিবেশগত সুরক্ষিত এলাকার আওতাধীন নয়, সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য;
- জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রদর্শন করে ডিপিপি’তে একটি ঝুঁকি মানচিত্র সংযুক্ত করতে হবে, যেমন National Adaptation Plan- এ উল্লিখিত জলবায়ু সংবেদনশীল এলাকার সাথে সম্পর্ক (সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৪- কারগরি, প্রযুক্তিগত ও প্রকৌশলগত বিষয়াদি বিশ্লেষণ, (ক) অবস্থান);
- যদি প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উপ-প্রকল্প নির্বাচনের পরিকল্পনা থাকে তাহলে, উপ- প্রকল্প নির্বাচনের স্থান নির্বাচনের মানদন্ড ব্যাখ্যা করতে হবে।

(গ) সূত্র

পরামর্শ: ডিপিপি’র আইটেম ৭. পূরণ করার সময় প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন:

- যখন প্রকল্প এলাকা অনেকগুলো সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/উপজেলায় বিস্তৃত থাকবে, তখন এর

সুনির্দিষ্ট তথ্য সংযুক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে হবে;

- মানচিত্রে প্রস্তাবিত প্রকল্প, অন্যান্য প্রকল্প, বিদ্যমান প্রকল্প ও সম্ভাব্য সুবিধাসমূহের ভৌগলিক সংযোগ প্রদর্শন করা গেলে প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার কাজে সহায়ক হবে।

তথ্যের উৎস: প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা প্রকল্প মূল্যায়নের বিষয়গুলো বুঝবেন এবং এই আইটেম লিখার জন্য নিম্নোক্ত দলিলপত্র দেখবেন:

- সেক্টর কৌশলপত্রের এলাকাভিত্তিক তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
- আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মহাপরিকল্পনা (Master Plan);
- Household Income and Expenditure Survey (HIES);
- National Adaptation Plan (NAP);
- দুর্যোগ প্রভাব যাচাই প্রতিবেদন (Disaster Impact Assessment- DIA);
- দুর্যোগ ও জলবায়ু ঝুঁকি তথ্য প্ল্যাটফর্ম (Disaster and Climate Risk Information Platform-DRIP) (http://drip.plancomm.gov.bd/)।

সহায়ক নির্দেশিকা:

ডিপিপি’র সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ
- ৭.১ থেকে ৭.২- প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের যৌক্তিকতা (এই অধ্যায়ে বর্ণনাকৃত আইটেমসমূহ) - ৮- প্রকল্প এলাকাভিত্তিক ব্যয় বিভাজন (সংযোজনী ১)
সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]
- অনুচ্ছেদ ১- মৌলিক তথ্য, ৭. প্রকল্পের ভৌগলিক অবস্থান - অনুচ্ছেদ ৪- কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও কৌশলগত বিষয়াদি বিশ্লেষণ, (ক) অবস্থান - অনুচ্ছেদ ৫- পরিবেশগত স্থায়িত্ব, জলবায়ু সহনশীলতা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি বিশ্লেষণ
গ্রিনবুকে বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ
- ১.১.৯- **দারিদ্র্য নিরসন ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ** ক) দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে তুলনামূলক অনগ্রসর/অনুন্নত এলাকার জন্য প্রকল্প গ্রহণে অগ্রাধিকার প্রদান এবং প্রকল্প হতে উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট তথ্য (খ) দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত প্রকল্পের সিংহভাগ বরাদ্দ সরাসরি উপকারভোগীদের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা (গ) দেশের সকল অংশের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে সকল বিভাগ ও জেলায় সুবিধা পৌঁছে দেয়ার নীতির ভিত্তিতে প্রকল্প এলাকা নির্বাচন এবং (ঘ) উপকারভোগীদের ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরি ও সংরক্ষণ। - ১.১৬- স্থাপনা নির্মাণ সম্পর্কিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে কারিগরি পরীক্ষার (মৃত্তিকা পরীক্ষা, ডিআইএ ও অন্যান্য) প্রতিবেদন, ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ, বন্যার সর্বোচ্চ উচ্চতা, সাইট নির্বাচনের যৌক্তিকতা সংক্রান্ত তথ্যাদি ডিপিপি/আরডিপিপি’র সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
- ৩.১.১ (২)- প্রকল্প প্রস্তাবকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় চলমান/প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রকল্প, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের এমটিবিএফ সিলিং ইত্যাদি সামগ্রিক অবস্থা; জাতীয় ও সেক্টোরাল অগ্রাধিকারের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্পৃক্ততা; প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা; প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন বাজেটের ওপর চাপ; প্রকল্প মেয়াদের যথার্থতা ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনাপূর্বক পরীক্ষা করতে হবে। অর্থায়নের নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ পরিহার করতে হবে।
মন্ত্রণালয় যাচাই/মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেটের (MAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ
- অংশ ৭, মূল্যায়ন মানদন্ড, ১. প্রাসঙ্গিকতা , (৪) প্রকল্পের অবস্থান/এলাকা
সেক্টর মূল্যায়ন/সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেটের (SAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ
- অংশ ২- সেক্টর পরিকল্পনা ও বাজেটের সাথে সম্পৃক্ততা, ১. সেক্টর কৌশল (পরিকল্পনা) এর সাথে প্রকল্পটির সম্পৃক্ততা - অংশ ৫- মন্ত্রণালয়/বিভাগে সম্পন্ন যাচাই এর ফলাফলের পুনঃনিরীক্ষণ (মূল্যায়নের মানদণ্ড), ১. প্রাসঙ্গিকতা
সূত্র/প্রাসঙ্গিক দলিল/দলিলসমূহ
- [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে] সেক্টর কৌশলপত্রে উল্লিখিত এলাকা সম্পর্কিত তথ্যাদি; - আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা/স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহের মহাপরিকল্পনা; - Household Income and Expenditure Survey (HIES); - National Adaptation Plan (NAP); - দুর্যোগ এবং জলবায়ু ঝুঁকি তথ্য প্ল্যাটফর্ম (DRIP)।

আইটেম ৮. প্রকল্পের এলাকাভিত্তিক ব্যয় বিভাজন: বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন সংযোজনী-১ দ্রষ্টব্য

৮. প্রকল্প এলাকাভিত্তিক ব্যয় বিভাজন: বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন সংযোজনী-১ দ্রষ্টব্য

নিচের বক্স এ ডিপিপি-র **সংযোজনী-১** এর সারণি দেখানো হলোঃ

সংযোজনী ১

প্রকল্প এলাকাভিত্তিক ব্যয় বিভাজন

প্রকল্পের নাম :
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ :
বাস্তবায়নকারী সংস্থা :

(টাকার অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/থানা/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা	প্রকল্পের প্রধান আইটেম/অঙ্গ (পরিমাণসহ)	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)

(ক) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন

প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আঙ্গিকে এই আইটেমের তথ্যগুলো পরীক্ষা করবেন:

- এলাকাভিত্তিক ব্যয় এবং আউটপুটসমূহ আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মহাপরিকল্পনার (Master Plan) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা?
- এলাকাভিত্তিক ব্যয় সঠিকভাবে প্রাক্কলন করা হয়েছে কিনা?

(খ) প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার উত্তর

উপরের “ক” তে বর্ণিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রদান করবেন:

- এলাকাভিত্তিক ব্যয়ের সাথে এলাকাভিত্তিক প্রধান অঙ্গসমূহ, আউটপুটসমূহ এবং বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশকসমূহ।

(গ) সূত্র

পরামর্শ: ডিপিপি’র সংযোজনী ১ পূরণ করার সময় প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন:

- ডিপিপি’র আইটেম ৯.০ “প্রাক্কলিত ব্যয়ের সারাংশ” এর ভিত্তিতে আউটপুট স্তরের নির্দেশক দ্বারা এলাকাভিত্তিক ব্যয় ও মূলধন অংশসমূহের খসড়া হিসাব প্রাক্কলন করা যাবে।

তথ্যের উৎস: প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা প্রকল্প মূল্যায়নের বিষয়বস্তু বুঝবেন ও এই আইটেম পূরণ করার জন্য নিম্নোক্ত দলিলপত্র দেখবেন:

- আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা;
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মহাপরিকল্পনা (Master Plan)।

সহায়ক নির্দেশিকা:

ডিপিপি’র সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

- ৮- প্রকল্প এলাকাভিত্তিক ব্যয় বিভাজন (সংযোজনী ১) (এই অধ্যায়ে বর্ণনাকৃত আইটেমসমূহ)
- ৭.১ থেকে ৭.২- প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের যৌক্তিকতা

সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]

- অনুচ্ছেদ ১- মৌলিক তথ্য, ৭. প্রকল্পের ভৌগলিক অবস্থান
- অনুচ্ছেদ ৪- কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও কৌশলগত বিষয়াদি বিশ্লেষণ, (ক) অবস্থান

গ্রিনবুকে বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

- ১.১.৯- **দারিদ্র্য নিরসন ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণঃ**
  (ক) দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে তুলনামূলক অনগ্রসর/অনুন্নত এলাকার জন্য প্রকল্প গ্রহণে অগ্রাধিকার প্রদান এবং প্রকল্প হতে উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট তথ্য (খ) দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত প্রকল্পের সিংহভাগ বরাদ্দ সরাসরি উপকারভোগীদের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা (গ) দেশের সকল অংশের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে সকল বিভাগ ও জেলায় সুবিধা পৌঁছে দেয়ার নীতির ভিত্তিতে প্রকল্প এলাকা নির্বাচন এবং (ঘ) উপকারভোগীদের ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরি ও সংরক্ষণ।
- ১.১৬- স্থাপনা নির্মাণ সম্পর্কিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে কারিগরি পরীক্ষার (মৃত্তিকা পরীক্ষা, ডিআইএ ও অন্যান্য) প্রতিবেদন, ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ, বন্যার সর্বোচ্চ উচ্চতা, সাইট নির্বাচনের যৌক্তিকতা সংক্রান্ত তথ্যাদি ডিপিপি/আরডিপিপি’র সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

- ৩.১.১ (২)- প্রকল্প প্রস্তাবকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় চলমান/প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রকল্প, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের এমটিবিএফ সিলিং ইত্যাদি সামগ্রিক অবস্থা; জাতীয় ও সেক্টোরাল অগ্রাধিকারের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্পৃক্ততা; প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা; প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন বাজেটের ওপর চাপ; প্রকল্প মেয়াদের যথার্থতা ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনাপূর্বক পরীক্ষা করতে হবে। অর্থায়নের নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ পরিহার করতে হবে।

মন্ত্রণালয় যাচাই/মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেটের (MAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অংশ ৭, মূল্যায়ন মানদন্ড, ১. প্রাসঙ্গিকতা , (৪) প্রকল্পের অবস্থান/এলাকা

সেক্টর মূল্যায়ন/সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেটের (SAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অংশ ২- সেক্টর পরিকল্পনা ও বাজেটের সাথে সম্পৃক্ততা, ১. সেক্টর কৌশল (পরিকল্পনা) এর সাথে প্রকল্পটির সম্পৃক্ততা
- অংশ ৫- মন্ত্রণালয়/বিভাগে সম্পন্ন যাচাই এর ফলাফলের পুনঃনিরীক্ষণ (মূল্যায়নের মানদন্ড), ১. প্রাসঙ্গিকতা

সূত্র/প্রাসঙ্গিক দলিল/দলিলসমূহ

- [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে] সেক্টর কৌশলপত্রে উল্লিখিত এলাকা সম্পর্কিত তথ্যাদি;
- আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা/স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহের মহাপরিকল্পনা।

আইটেম ৯. প্রাক্কলিত ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ

৯. প্রাক্কলিত ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	অর্থনৈতিক কোড অনুযায়ী বিবরণ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয়				
				মোট [(৫)=(৬)+(৭)+(৮)]	জিওবি (বৈঃ মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈঃ মুদ্রা)	অন্যান্য	মোট ব্যয়ের %
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
(ক) রাজস্ব ব্যয়:								
উপমোট (রাজস্ব ব্যয়)								
(খ) মূলধন ব্যয়:								
উপমোট (মূলধন ব্যয়)								
মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন)								
(গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি								
(ঘ) প্রাইস কনটিনজেন্সি								
সর্বমোট প্রকল্প ব্যয় [(ক)+(খ)+(গ)+(ঘ)]								

প্রকল্প প্রণয়নকারী এই আইটেমের অধীনে অর্থনৈতিক কোডভিত্তিক আনুমানিক খরচ ব্যাখ্যা করবেন।

(ক) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন:

প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আঙ্গিকে এই আইটেমের তথ্যগুলো পরীক্ষা করবেন:

- ব্যয় প্রাক্কলন প্রক্রিয়া যথাযথ কিনা (উদাহরণ: Estimation of Cost)?
- প্রকল্পের ধরন/প্রকৃতির নিরিখে রাজস্ব ও মূলধন অংশের ব্যয়ের অনুপাত যুক্তিযুক্ত কিনা?

(খ) প্রকল্প মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার উত্তর

উপরের ‘ক’ তে বর্ণিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ প্রদান করবেন:

- অর্থনৈতিক কোড-ওয়ারী প্রাক্কলিত ব্যয়;
- রাজস্ব অংশ (ক-টাকা): **সেবা** ক্রয়সহ;
- মূলধন অংশ (খ- টাকা): **পণ্য** ও **পূর্তকাজ** ক্রয়সহ;
- Physical contingency (গ- %): বর্তমানে **মোট ভৌত কাজের ২%** পর্যন্ত নির্ধারিত;
- Price Contingency (ঘ-%): বর্তমানে **মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের (ক+খ) ৮%** পর্যন্ত নির্ধারিত।
- ব্যয় প্রাক্কলনের সূত্র (Formula) হচ্ছে:
  নিচের সারণিতে ক থেকে ঙ এর উদাহরণসহ সংজ্ঞা প্রদান করা হলো:

ডিপিপি আইটেম	**সংক্ষিপ্ত বিবরণ**	**(লক্ষ টাকা)**
ক	রাজস্ব অংশের উপমোট	৫০
খ	মূলধন অংশের উপমোট	১০০
	উপ-মোট (ক+খ)	১৫০
গ	Physical contingency (গ %) = খ * ২% = গ	২
ঘ	Price Contingency (ঘ%) = (ক+ খ) * ৮% = ঘ	১২
ঙ	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)	১৬৪

(গ) সূত্র

পরামর্শ: এই আইটেম পূরণ করার সময় প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন:

- আইটেম ২২., সংযোজনী ৫ (ক) প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী এবং সংযোজনী ৫ (খ) “বছরভিত্তিক ব্যয় বিভাজন” এ বছরভিত্তিক আলাদা আলাদা তথ্যাদি পাওয়া যাবে;
- আইটেম ১২.১/সংযোজনী ৩ (ক), (খ) ও (গ): মোট ক্রয় পরিকল্পনা থেকে ইনপুট- ওয়ারী এবং বিস্তারিত প্যাকেজ ওয়ারী ব্যয় প্রাক্কলন পাওয়া যাবে:
- (ক) পণ্য, উদাহরণ- কম্পিউটারের যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও স্থাপন;
- (খ) পূর্তকাজ, উদাহরণ- অফিস ভবন নির্মান;
- (গ) সেবা, উদাহরণ- পরিবেশের উপর প্রকল্পটির প্রভাব যাচাইয়ের জন্য পরামর্শক সেবা;
- Contingency ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে রাখা প্রকল্পটি সুষ্ঠুরূপে বাস্তবায়নের জন্য গুরূত্বপূর্ণ।

তথ্যের উৎস: প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা মূল্যায়নের বিষয়বস্তু বুঝবেন এবং এই আইটেম পূরণ করার জন্য নিম্নোক্ত দলিলপত্র দেখবেন

- “অর্থনৈতিক কোড” এর প্রাসঙ্গিক প্রজ্ঞাপনসমূহ;
- Integrated Budget and Accounting System (iBAS++)।

সহায়ক নির্দেশিকা:

ডিপিপি’র সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

- ৯- প্রাক্কলিত ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ (এই অধ্যায়ে বর্ণনাকৃত আইটেমসমূহ)
- ১২.১- “প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা”, সংযোজনী -৩ (ক) (খ) (গ)
- ২২- “বছরভিত্তিক ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ” এবং (সংযোজনী ৫) প্রাক্কলিত ব্যয়ের বছরভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণী

সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]

- অনুচ্ছেদ ৪- কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও কৌশলগত বিষয়াদি বিশ্লেষণ, (ঘ) ব্যয় প্রাক্কলন

গ্রিনবুকে বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

- ১.১.৮.২ প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন এবং ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও যথার্থতা
  (ক) প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি/যথার্থতা উল্লেখসহ পরামর্শক, জনবল, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি খাতে ব্যয় বাস্তবভিত্তিককরণ (খ) প্রকল্পের আওতায় পরামর্শ সেবা ও যানবাহন ক্রয়ের যৌক্তিকতা (গ) একই সংস্থা কর্তৃক ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন/যন্ত্রপাতির হালনাগাদ অবস্থা/অবস্থান (ঘ) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত সম্ভাব্য ঝুঁকি (অর্থনৈতিক, কারিগরি, পরিবেশগত, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, দুর্যোগ ইত্যাদি) চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণের উপায় (ঙ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে জমির বর্তমান বাজার দর সংক্রান্ত তথ্য, জমির উপর বিদ্যমান সম্পদ (অবকাঠামো, গাছপালা ইত্যাদি) এবং প্রকল্প অনুমোদনের পর জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরুর সম্ভাব্য সময় ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে জমি অধিগ্রহণ খাতে ব্যয় প্রাক্কলন (চ) সম্ভাব্য ক্ষেত্রে Service Outsourcing এর মাধ্যমে ভৌত সেবা ক্রয়ের বিষয় বিবেচনা এবং (ছ) বস্তুনিষ্ঠ আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ।
- ১.১.৮.৩- মূল্যস্ফীতির জন্য প্রাইস কনটিনজেন্সি (Price Contingency) খাতে এবং বিশেষ প্রয়োজনে কোন অঙ্গে (অর্থনৈতিক কোড/সাবকোড অনুযায়ী) অতি সীমিত পরিমাণ অতিরিক্ত ভৌত কাজ সম্পাদনের জন্য ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি (Physical Contingency) খাতে অর্থের সংস্থান রাখা যেতে পারে। প্রাইস কনটিনজেন্সি খাতে প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের সর্বোচ্চ ৮% এবং ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি খাতে কেবল ভৌত কাজের (Physical Items) জন্য প্রাক্কলিত ব্যয়ের সর্বোচ্চ ২% হারে সংস্থান রাখা যেতে পারে।

- ৩.১.১(৩)- যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের প্রস্তাব থাকলে সেক্ষেত্রে প্রকৃত প্রয়োজন, পরিচালন বাজেটের আওতায় এবং উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন ও যন্ত্রপাতির বর্তমান অবস্থার সামগ্রিক চিত্র, জনবলের সাথে সামঞ্জস্য ও ব্যবহার, জনবল নির্ধারণ কমিটির সুপারিশ ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে। এছাড়া, প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে যানবাহন/যন্ত্রপাতির ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত সংক্রান্ত বিষয়ও বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।
- ৩.১.১(৯)- প্রাইস কনটিনজেন্সি খাতে প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের সর্বোচ্চ ৮% এবং ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি খাতে কেবল ভৌত কাজের (Physical Items) জন্য প্রাক্কলিত ব্যয়ের সর্বোচ্চ ২% হারে সংস্থান রাখা যেতে পারে (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ ১.১.৮.৩)। তবে এ দু’টি খাতে সংস্থান রাখার বিষয়ে প্রকল্পের প্রকৃতি ও কলেবর বিবেচনায় বিস্তারিত পর্যালোচনা করে পিইসি সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।
- প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়, অঙ্গভিত্তিক ব্যয় ইত্যাদি পরীক্ষার পাশাপাশি স্পেসিফিকেশন, ডিজাইন, মূল্য নির্ধারণের ভিত্তি, ‘পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬’ এবং ‘পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮’ প্রকল্প প্রস্তাবে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করতে হবে।

মন্ত্রণালয় যাচাই/মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেটের (MAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অংশ ৭, মূল্যায়ন মানদণ্ড, ৩. দক্ষতা, (১.১) প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন

সেক্টর মূল্যায়ন/সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেটের (SAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অংশ ৪- ব্যয়ের প্রাসঙ্গিকতা, ১. প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যয় প্রাক্কলন, ২. যানবাহন ও যন্ত্রপাতি, ৩. প্রাইস কন্টিনজেন্সি ও ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি

সূত্র/প্রাসঙ্গিক দলিল/দলিলসমূহ

- “অর্থনৈতিক কোড” এর প্রাসঙ্গিক প্রজ্ঞাপনসমূহ;
- Integrated Budget and Accounting System (iBAS++)।

আইটেম ১০. লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক

[নোট ১] এই হ্যান্ডবুক এর বিশেষ বিষয় -১ (সংযোজনী-১) এ ধারণাগতভাবে লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন করার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাই এই অধ্যায়ে এর একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া হলো।

১০. লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক:

(ক) প্রকল্প শুরুর তারিখ (পরিকল্পনা অনুযায়ী) :

(খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ (পরিকল্পনা অনুযায়ী) :

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
লক্ষ্য			
উদ্দেশ্য			
আউটপুট			
ইনপুট			

(ক) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন

প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আঙ্গিকে এই আইটেমের তথ্যগুলো পরীক্ষা করবেন:

- সংক্ষিপ্ত বর্ণনার প্রতি স্তর (প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আউটপুট ও ইনপুট) এবং গুরুত্বপূর্ণ অনুমানগুলো যৌক্তিকভাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে কিনা?
- বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশকসমূহ, সংক্ষিপ্ত বর্ণনার অর্জনগুলো যথাযথভাবে ব্যাখ্যা হয়েছে কিনা?
- যাচাই এর মাধ্যমসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা এবং এগুলো বাস্তবসম্মত কিনা?
- গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা এবং এগুলো বাস্তবসম্মত কিনা?

(খ) প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার উত্তর

উপরের ‘ক’ তে বর্ণিত প্রশ্নের/মন্তব্যের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রদান করবেন:

- সংক্ষিপ্ত বর্ণনা;
- প্রকল্পের লক্ষ্য: প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট **প্রভাব এবং মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি অর্জন** যা প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের ২-৩ বছর পর অর্জিত হবে বলে আশা করা যায়;
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য: প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট **প্রত্যক্ষ অর্জন** যা প্রকল্পের সমাপ্তির সময় (সাথে সাথে) বা সমাপ্তির অব্যবহিত পরে অর্জিত হবে বলে আশা করা যায়;
- আউটপুট: প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গুরূত্বপূর্ণ বিভাজিত অর্জনসমূহ;
- ইনপুট: প্রকল্পের আউটপুট অর্জন/বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ;
- বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক এবং যাচাই এর মাধ্যমসমূহ প্রতি স্তরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করবে;
- বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশকসমূহ SMART/QQTL হতে হবে; যেমন- সুনির্দিষ্ট (Specific), পরিমাপযোগ্য (Measurable), অর্জনযোগ্য (Achievable), প্রাসঙ্গিক (Relevant) এবং সময়াবদ্ধ (Time-bound)/Quality, Quantity, Time and Location;
- গুরূত্বপূর্ণ অনুমান ও পূর্বশর্তসমূহ;
- প্রকল্প কর্তৃপক্ষের অনিয়ন্ত্রণযোগ্য সংকটপূর্ণ বিষয়, যা প্রকল্পের ঈপ্সিত ফলাফল অর্জনে প্রভাব ফেলতে পারে।

(গ) সূত্র

পরামর্শ: এই আইটেম পূরণ করার সময় প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন:

- সংক্ষেপে লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক হচ্ছে প্রকল্পের সারাংশ, যা ডিপিপি’র আইটেম ১৪.- ও ১৫. তে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক প্রকল্পটির কাঠামোগত ধারণা দেয় এবং আইটেম ১৪. ও ১৫. তে এই কাঠামোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করতে হয়।

[নোট ২] "বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্য লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক (পৃথক ভলিউম)" লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের মূল উপাদানগুলির সংজ্ঞা এবং পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং একইসাথে লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন, যাচাই এবং মূল্যায়ন করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টসমূহ প্রদান করা হয়েছে।

তথ্যের উৎস: প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা প্রকল্প মূল্যায়নের বিষয়বস্তু উপলব্ধি করবেন ও এই আইটেমে যথাযথ তথ্য অন্তর্ভুক্তির জন্য নিম্নে উল্লিখিত দলিলপত্র দেখবেন:

- সেক্টর কৌশলপত্রের (SSP) পরিবর্তনের তত্ত্ব (Theory of Change) ও সেক্টর ফলাফল কাঠামো (Sector Results Framework);
- যদি সেক্টর কৌশলপত্র না থাকে, সেক্ষেত্রে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো (DRF), বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ও মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (MTBF) যাচাই নির্দেশকসমূহ।

সেক্টর কৌশলপত্র (SSP) একটি শক্তিশালী সূত্র হিসাবে দেখা যেতে পারে।

- প্রকল্পের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ও প্রকল্পের উদ্দেশ্যের যৌক্তিক ক্রম সেক্টর আউটকাম ও অন্তর্বর্তী আউটকামসমূহের (sector outcomes and intermediate outcomes) যৌক্তিক ক্রম অনুরূপ হবে।
- অন্তর্বর্তী আউটকাম নির্দেশকসমূহ (Intermediate outcome indicators) প্রকল্পের উদ্দেশ্যের (Project Purpose) বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVIs) এর জন্য শক্তিশালী সূত্র হতে পারে।
- সেক্টর কৌশলপত্রের আঙ্গিকে প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের সময়সীমা ও পরিধি নির্ধারণ করা যথাযথ হবে।

সহায়ক নির্দেশিকা:

ডিপিপি’র সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ
- ১০- লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক (এই অধ্যায়ে বর্ণনাকৃত আইটেমসমূহ) - ১৪- প্রকল্পের পটভূমি সংক্রান্ত তথ্যাদি - ১৫- প্রকল্পের বিবরণ
সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]
- অনুচ্ছেদ ১- মৌলিক তথ্য, ৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ (সমীক্ষার ভিত্তিতে গৃহীতব্য প্রকল্প) - অনুচ্ছেদ ৩- বাজার/চাহিদা বিশ্লেষণ (গ) প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় গৃহীতব্য কার্যাবলী
গ্রিনবুকে বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ
- ১.১.৪- প্রকল্পের উদ্দেশ্য: প্রকল্পের উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট (Specific), পরিমাপযোগ্য (Measurable), অর্জনযোগ্য (Achievable), প্রাসঙ্গিক (Relevant) ও সময়াবদ্ধ (Time-bound) হতে হবে। প্রকল্পের শিরোনাম ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এরূপ কোন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।
- ৩.১.১ (২)- প্রকল্প প্রস্তাবকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় চলমান/প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রকল্প, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের এমটিবিএফ সিলিং ইত্যাদি সামগ্রিক অবস্থা; জাতীয় ও সেক্টোরাল অগ্রাধিকারের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্পৃক্ততা; প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা; প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন বাজেটের ওপর চাপ; প্রকল্প মেয়াদের যথার্থতা ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনাপূর্বক পরীক্ষা করতে হবে। অর্থায়নের নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ পরিহার করতে হবে।
মন্ত্রণালয় যাচাই/মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেটের (MAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ
- অংশ ২, লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের স্পষ্টতা
সেক্টর মূল্যায়ন/সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেটের (SAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ
- অংশ ১- প্রকল্পের মৌলিক/গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি, ক. লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক পুনঃনিরীক্ষণ - অংশ ২- সেক্টর পরিকল্পনা ও বাজেটের সাথে সম্পৃক্ততা, ১. সেক্টর কৌশল (পরিকল্পনা) এর সাথে প্রকল্পটির সম্পৃক্ততা - অংশ ৫- মন্ত্রণালয়/বিভাগে সম্পন্ন যাচাই এর ফলাফলের পুনঃনিরীক্ষণ (মূল্যায়নের মানদণ্ড)
সূত্র/প্রাসঙ্গিক দলিল/দলিলসমূহ
- এই হ্যান্ডবুকের বিশেষ বিষয় (সংযোজনী ১): লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক; - বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্য লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক; - সেক্টর কৌশলপত্রের পরিবর্তনের তত্ত্ব (Theory of Change) এবং সেক্টর ফলাফল কাঠামো (SRF); - পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন রেজাল্ট ফ্রেমওয়ার্ক (DRF); - KPI in Annual Performance Agreement (APA), Medium-Term Budgetary Framework (MTBF)।

আইটেম ১১. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

[নোট] গ্রিনবুক ২০২২ এর ডিপিপি আইটেম ১৩. এ "পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণকালীন জনবল"সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা প্রয়োজন। পাশাপাশি, ডিপিপি আইটেম ৩২.১/৩৩.১ এ (বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে) প্রকল্প সমাপ্তির পর "প্রকল্পের ফলাফল টেকসইকরণের উপায় (এক্সিট প্ল্যানসহ)" সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা প্রয়োজন।

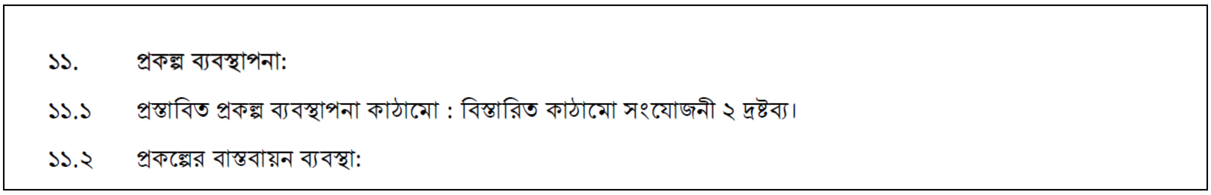

১১. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা:

১১.১ প্রস্তাবিত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কাঠামো : বিস্তারিত কাঠামো সংযোজনী ২ দ্রষ্টব্য।

১১.২ প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যবস্থা:

আইটেম ১১.১ প্রস্তাবিত প্রকল্পের জনবল ব্যবস্থাপনা কাঠামোঃ বিস্তারিত কাঠামো সংযোজনী-২ দ্রষ্টব্য

এই আইটেম পূরণ করার সময় প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন।

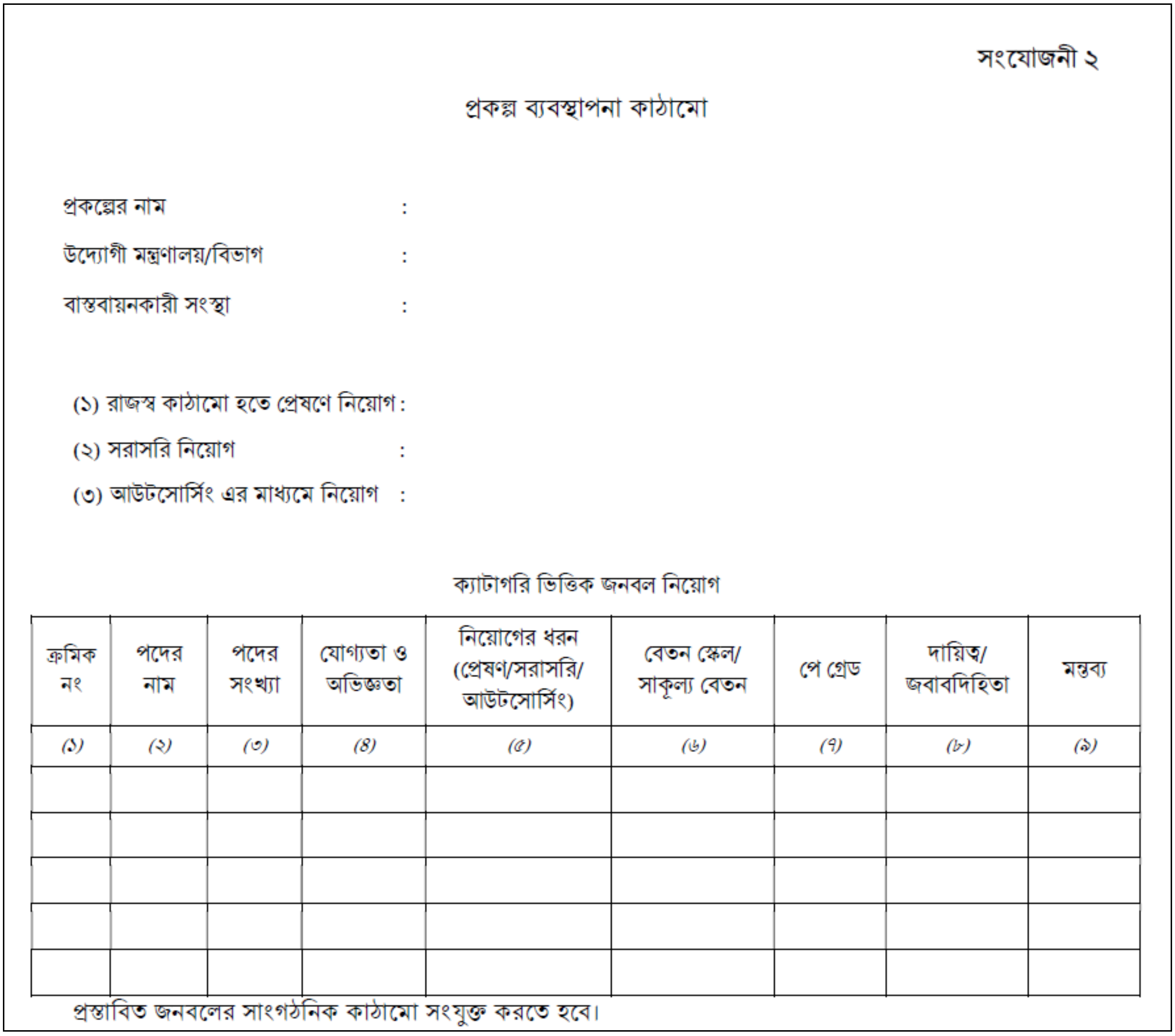

সংযোজনী ২

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কাঠামো

প্রকল্পের নাম :

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ :

বাস্তবায়নকারী সংস্থা :

(১) রাজস্ব কাঠামো হতে প্রেষণে নিয়োগ :

(২) সরাসরি নিয়োগ :

(৩) আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ :

ক্যাটাগরি ভিত্তিক জনবল নিয়োগ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা	নিয়োগের ধরন (প্রেষণ/সরাসরি/ আউটসোর্সিং)	বেতন স্কেল/ সাকূল্য বেতন	পে গ্রেড	দায়িত্ব/ জবাবদিহিতা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)

প্রস্তাবিত জনবলের সাংগঠনিক কাঠামো সংযুক্ত করতে হবে।

(ক) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন

প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আঙ্গিকে এই আইটেমের তথ্যগুলো পরীক্ষা করবেন:

- অন্যান্য সমজাতীয় সমাপ্ত/চলতি প্রকল্পের তুলনায় এই প্রকল্পের জনবল প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও আউটপুট অর্জনের জন্য যথেষ্ট কিনা?
- প্রকল্পের অর্গানোগ্রাম প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি'র সাথে সংযুক্ত আছে কিনা?

- অর্থ বিভাগের “জনবল নির্ধারণ কমিটি সভার” সুপারিশ অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রকল্পের জনবল কাঠামোর নিরূপণ করা হয়েছে কিনা?
- ‘খ’-অংশে উল্লিখিত দলিলাদি ডিপিপি’র সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা?

* প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে সরাসরি/আউটসোর্সিং/প্রেষণে জনবল নিয়োগের সংশ্লেষ থাকলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত জনবল নির্ধারণ কমিটির (অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিবের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটির) সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে- গ্রিনবুক ২০২২ এর অনুচ্ছেদ ১.১.১৪।

(খ) প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার উত্তর

উপরের “ক” তে বর্ণিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা সংযোজনী -২ ছক অনুযায়ী তথ্য প্রদান করবেন:

- প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিচের ক্যাটাগরিভিত্তিক (১) প্রেষণ, (২) সরাসরি নিয়োগ, এবং (৩) আউটর্সোসিং এর সারণি প্রস্তুত করবেন;
- প্রকল্প প্রণয়নকারী প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্গানোগ্রামও প্রদান করবেন;
- জনবল নির্ধারণ কমিটির সভা হয়ে থাকলে নিম্নে উল্লিখিত পত্রসমূহ ডিপিপি’র সাথে সংযুক্ত করবেন;
- জনবল নির্ধারণ কমিটি সভার কার্যবিবরণী এবং জনবল নির্ধারণ কমিটি সভার সুপারিশসমূহ প্রতিপালনের চেকলিস্ট প্রদান করবেন;
- কার্যপত্র/অবস্থানগত বিশ্লেষণ দলিল/সমজাতীয় প্রকল্পের জনবল কাঠামোর তুলনামূলক সারণি প্রদান করবেন।

(গ) সূত্র

পরামর্শ: এই আইটেম পূরণ করার সময় প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন:

- সমজাতীয় প্রকল্পের/চলমান প্রকল্পের জনবল কাঠামোর তুলনামূলক সারণি প্রস্তাবিত প্রকল্পের জনবল যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে সহায়ক হবে;
- উল্লিখিত সমজাতীয় প্রকল্পের/চলমান প্রকল্পের জনবল কাঠামোর তুলনামূলক সারণি জনবল নির্ধারণ কমিটি সভার কার্যবিবরণী বা অবস্থানগত বিশ্লেষণ দলিল তৈরিতে সহায়ক হবে।

তথ্যের উৎস: প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা প্রকল্প মূল্যায়নের বিষয়বস্তু অনুধাবন করবেন ও এই আইটেম লিখার জন্য নিম্নোক্ত দলিলপত্র দেখবেন:

- সরাসরি নিয়োগ, আউটসোর্সিং ও প্রেষণে নিয়োগের প্রজ্ঞাপনসমূহ;
- বেতন স্কেল;
- আউটসোর্সিং নীতিমালা;
- জনবল নির্ধারণ কমিটির সভার কার্যপত্র বা অবস্থানগত বিশ্লেষণ দলিল;
- জনবল নির্ধারণ কমিটির সভার কার্যবিবরণী;
- IMED কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সমজাতীয় প্রকল্পের “সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন”।

আইটেম ১১.২ প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যবস্থা

আইটেম ১১.২ তে প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা আইটেম ১১.১ তে প্রস্তাবিত প্রকল্পের জনবল ব্যবস্থাপনা কাঠামোর পটভূমি ও যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করবেন:

(ক) ও (খ) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন, ও প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার উত্তর

নিচের সারণিতে অন্যান্য সমজাতীয় সমাপ্ত/চলমান প্রকল্প ব্যয়ের সাথে তুলনা করে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রশ্ন ও উত্তর দেখানো হলো:

	বিষয়	(ক) প্রশ্ন	(খ) উত্তর
১	প্রকল্পের সাংগঠনিক কাঠামো	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে এর আকার, এলাকা, ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি চাহিদার সাথে	প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা অন্যান্য প্রকল্পের তুলনায় এই প্রকল্পের আকার,

	বিষয়	(ক) প্রশ্ন	(খ) উত্তর
		প্রকল্পের সাংগঠনিক দায়িত্ব সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা?	ইত্যাদি বিষয়ে প্রকল্পের সাংগঠনিক দায়িত্ব বাস্তবসম্মত কিনা তা ব্যাখ্যা করবেন।
২	পদসমূহ (প্রেষণ, সরাসরি নিয়োগ, আউটসোর্সিং)	১. প্রেষণ, ২. সরাসরি ও ৩. আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে প্রকল্পের জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে জনবলের পদমর্যাদা ও ভারসাম্য যথাযথভাবে বজায় আছে কিনা?	প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা অন্যান্য সমজাতীয় প্রকল্পের তুলনায় এই প্রকল্পের পদের ভারসাম্য ব্যাখ্যা করবেন।
৩	জনবল সংক্রান্ত ব্যয়	প্রকল্পের জনবল এর জন্য প্রস্তাবিত মোট ব্যয় যৌক্তিক কিনা?	প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা অন্যান্য সমজাতীয় প্রকল্পের তুলনায় এই প্রকল্পের জনবল সংক্রান্ত ব্যয়ের ব্যাখ্যা করবেন।
৪	জনবল কাঠামো প্রণয়নের প্রস্তাবিত তারিখ/নিয়োগদানের তারিখ	প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী জনবল নিয়োগের সময়সীমা স্পষ্ট/যথাযথ কিনা?	প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করবেন।
৫	কেন্দ্র/স্থানীয়ভাবে জনবলের বিভাজন	প্রকল্পের কেন্দ্র পর্যায়ে (মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থায়) এবং মাঠ পর্যায়ে (প্রকল্প এলাকায়) জনবল পদায়নে বাস্তবসম্মত ভারসাম্য আছে কিনা?	প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা এলাকাভিত্তিক জনবল বিন্যাসের তথ্য দিবেন এবং এই জনবল বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা প্রদান করবেন।
৬	কাজের/দায়িত্বের পরিমাণের ভারসাম্য	প্রকল্প বাস্তবায়নের দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য জনবলের দায়িত্ব/কার্যাবলী এর মধ্যে ভারসাম্য আছে কিনা?	প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা প্রত্যেক অফিসার/স্টাফদের মধ্যে দায়িত্ব/কার্যাবলী বন্টন ব্যাখ্যা করবেন।
৭	কারিগরি চাহিদাদি	প্রকল্পের মানসম্পন্ন বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য জনবলের মধ্যে কারিগরি জনবলের প্রয়োজনীয়তা বাস্তবসম্মত কিনা?	প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা কারিগরি জনবলের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করবেন এবং কারিগরি জনবল চিহ্নিত/প্রস্তাব করবেন।

(গ) সূত্র

পরামর্শ: এই আইটেম পূরণ করার সময় প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন:

- সমজাতীয় প্রকল্পের/চলমান প্রকল্পের জনবল কাঠামোর তুলনামূলক সারণি প্রস্তাবিত প্রকল্পের জনবল যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে সহায়ক হবে;
- উল্লিখিত সমজাতীয় প্রকল্পের/চলমান প্রকল্পের জনবল কাঠামোর তুলনামূলক সারণি জনবল নির্ধারণ কমিটি সভার কার্যবিবরণী বা অবস্থানগত বিশ্লেষণ দলিল তৈরিতে সহায়ক হবে।

তথ্যের উৎস: প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা প্রকল্প মূল্যায়নের বিষয়বস্তু অনুধাবন করা ও এই আইটেম লিখার জন্য নিম্নোক্ত দলিলপত্র দেখবেন:

- সরাসরি নিয়োগ, আউটসোর্সিং ও প্রেষণে নিয়োগের প্রজ্ঞাপনসমূহ;
- বেতন স্কেল;
- আউটসোর্সিং নীতিমালা;
- জনবল নির্ধারণ কমিটি সভার কার্যবিবরণী বা অবস্থানগত বিশ্লেষণ দলিল;
- জনবল নির্ধারণ কমিটি সভার কার্যবিবরণী;
- IMED কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সমজাতীয় প্রকল্পের "সমাপ্ত প্রকল্প মুল্যায়ন প্রতিবেদন"।

সহায়ক নির্দেশিকা:

ডিপিপি'র সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ
- ১১- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা (এই অধ্যায়ে বর্ণনাকৃত আইটেমসমূহ)
- ১২.১- প্রকল্প ক্রয় পরিকল্পনা (সেবা) (সংযোজনী ৩ (গ))
- ১৩- প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের আউটপুট রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা?
- ৩২.১/৩৩.১- Exit Plan সহ প্রকল্পের সুফলসমূহের স্থায়িত্বশীলতা

- সংযুক্তি: জনবল নির্ধারণ কমিটি কমিটির সভার কার্যবিবরণী এবং চেকলিষ্ট
- সংযুক্তি: কার্যপত্র/অবস্থানগত বিশ্লেষণ রিপোর্ট/অনুরূপ প্রকল্পের জনবল কাঠামোর তুলনা সারণি

সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]

- অনুচ্ছেদ ৭- মানবসম্পদ ও প্রশাসনিক সক্ষমতা বিশ্লেষণ
- অনুচ্ছেদ ৮- প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত বিষয় বিশ্লেষণ

গ্রিনবুকে বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

- ১.১.৮.২ প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন এবং ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও যথার্থতা:
- (খ) প্রকল্পের আওতায় পরামর্শ সেবা ও যানবাহন ক্রয়ের যৌক্তিকতা (চ) সম্ভাব্য ক্ষেত্রে Service Outsourcing এর মাধ্যমে ভৌত সেবা ক্রয়ের বিষয় বিবেচনা
- ১.১.১৪- প্রকল্পের জনবল: প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে এবং বাস্তবায়ন-উত্তর পর্যায়ে (Operational Phase) বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (কারিগরি ও আর্থিক) সম্পর্কে তথ্য প্রদান করতে হবে। বিশেষ করে প্রকল্পের আউটপুট হিসেবে নির্মিত/স্থাপিত অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনবলের রূপরেখা সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। উক্ত পদ/জনবলের ধরন ও সংখ্যা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত জনবল নির্ধারণ কমিটির (অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিবের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটি) সুপারিশ গ্রহণপূর্বক প্রকল্প প্রস্তাবে (ডিপিপি) যথাযথভাবে প্রতিফলন করতে হবে। তবে কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে সরাসরি/আউটসোর্সিং/প্রেষণে জনবল নিয়োগের সংশ্লেষ না থাকলে অর্থাৎ জনবলের বেতন-ভাতাদি খাতে প্রকল্প হতে কোন ব্যয় নির্বাহের সংশ্লেষ না থাকলে অর্থ বিভাগে গঠিত জনবল নির্ধারণ কমিটির সুপারিশ প্রয়োজন হবে না।
- ২১.৯- বিনিয়োগ/কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক নিয়োগের জন্য অনুমোদিত Terms of Reference (TOR) একান্ত প্রয়োজন ছাড়া পরিবর্তন করা যাবে না। প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত TOR পরিবর্তনের একান্ত প্রয়োজন হলে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী এর অনুমোদনক্রমে তা করা যাবে। উল্লেখ্য, জিওবি অর্থায়নের প্রকল্পে একান্ত প্রয়োজন হলে পরামর্শকের সংস্থান যথাসম্ভব কম রাখতে হবে। পরামর্শকের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিবেচনায় বেতন/সম্মানী প্রদানের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করতে হবে।

- ৩.১.১(২)- প্রকল্প প্রস্তাবকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় চলমান/প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রকল্প, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের এমটিবিএফ সিলিং ইত্যাদি সামগ্রিক অবস্থা; জাতীয় ও সেক্টোরাল অগ্রাধিকারের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্পৃক্ততা; প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা; প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন বাজেটের ওপর চাপ; প্রকল্প মেয়াদের যথার্থতা ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনাপূর্বক পরীক্ষা করতে হবে। অর্থায়নের নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ পরিহার করতে হবে।
- ৩.১.১(৩)- যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের প্রস্তাব থাকলে সেক্ষেত্রে প্রকৃত প্রয়োজন, পরিচালন বাজেটের আওতায় এবং উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন ও যন্ত্রপাতির বর্তমান অবস্থার সামগ্রিক চিত্র, জনবলের সাথে সামঞ্জস্য ও ব্যবহার, জনবল নির্ধারণ কমিটির সুপারিশ ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে। এছাড়া, প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে যানবাহন/যন্ত্রপাতির ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত সংক্রান্ত বিষয়ও বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।
- ৩.১.১(৫)- প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদ/জনবলের ধরন ও সংখ্যা জনবল নির্ধারণ কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত হতে হবে এবং বিষয়টি প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভায় নিশ্চিত করতে হবে (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ ১.১.১৪)

মন্ত্রণালয় যাচাই/মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেটের (MAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অংশ ২- লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের স্পষ্টতা, ৪. ইনপুট, ৩) জনবল
- অংশ ৭- মূল্যায়ন মানদণ্ড, ৩. দক্ষতা, ৪) জনবল

সেক্টর মূল্যায়ন/সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেটের (SAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- প্রস্তুতি যাচাই, ক. সেক্টর ডিভিশন, ৫. জনবল নির্ধারণ কমিটি
- অংশ ৩- জনবলের প্রাসঙ্গিকতা, ২ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন জনবল
- অংশ ৫- মন্ত্রণালয়/বিভাগে সম্পন্ন যাচাই এর ফলাফলের পুনঃনিরীক্ষণ (মূল্যায়নের মানদণ্ড), ৩. দক্ষতা

সূত্র/প্রাসঙ্গিক দলিল/দলিলসমূহ

- সরাসরি নিয়োগ, আউটসোর্সিং ও প্রেষণে নিয়োগের প্রজ্ঞাপনসমূহ;
- বেতন স্কেল;
- জনবল নির্ধারণ কমিটি সভার কার্যবিবরণী বা অবস্থানগত বিশ্লেষণ দলিল;
- আউটসোর্সিং নীতিমালা;
- অবস্থানগত বিশ্লেষণ দলিল (Situation Analysis Paper)/জনবল নির্ধারণ কমিটি সভার কার্যপত্র;
- জনবল নির্ধারণ কমিটির সভার কার্যবিবরণী এবং চেকলিষ্ট;
- IMED কর্তৃক প্রস্তুততকৃত একই সমজাতীয় প্রকল্পের সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন।

আইটেম ১২. প্রকল্পের আর্থিক ও ক্রয় পরিকল্পনা

১২.	প্রকল্পের আর্থিক ও ক্রয় পরিকল্পনা:
১২.১	প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা: বিস্তারিত ক্রয় পরিকল্পনা সংযোজনী ৩(ক), ৩(খ) ও ৩(গ) দ্রষ্টব্য।
১২.২	প্রকল্পের বছরভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা: সংযোজনী ৪ দ্রষ্টব্য।

আইটেম ১২.১ ক্রয় পরিকল্পনাঃ বিস্তারিত ক্রয় পরিকল্পনা সংযোজনী- ৩(ক), ৩(খ) ও ৩(গ) দ্রষ্টব্য

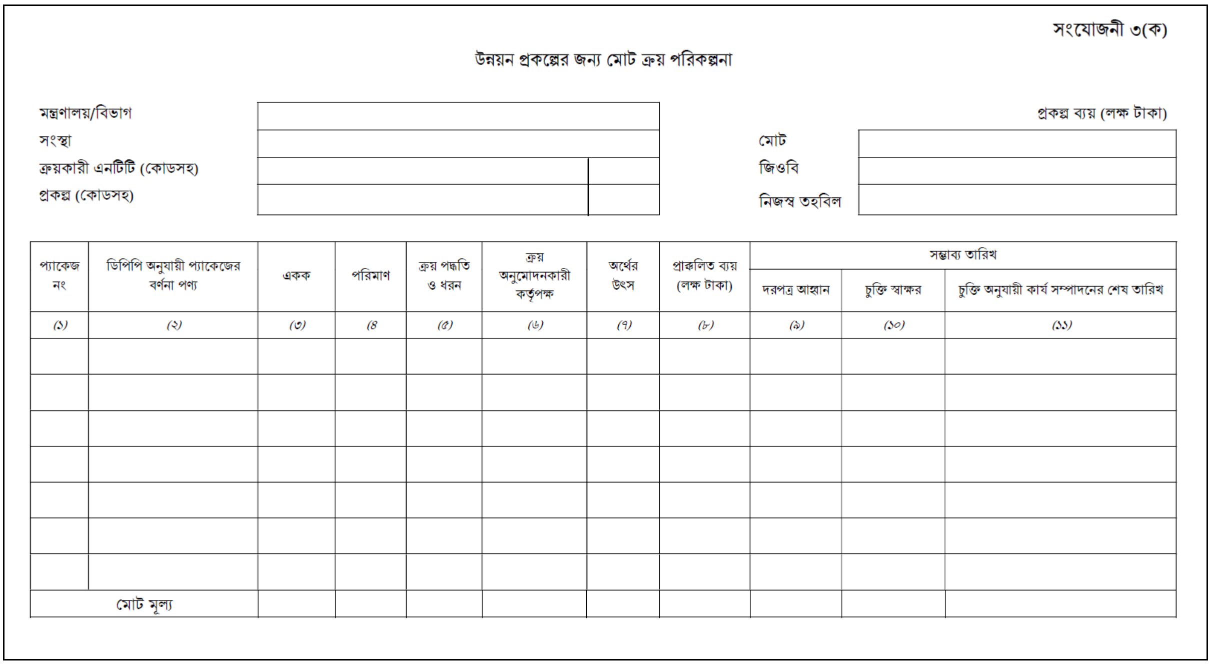

সংযোজনী ৩(ক)

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ
সংস্থা
ক্রয়কারী এনটিটি (কোডসহ)
প্রকল্প (কোডসহ)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)
মোট
জিওবি
নিজস্ব তহবিল

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
মোট মূল্য										

নোট: পৃষ্ঠা নাম্বার কমাতে সংযোজনী ৩(খ) ও ৩(গ) মুছে ফেলা হয়েছে।

(ক) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন

প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আঙ্গিকে এই আইটেমের তথ্যগুলো পরীক্ষা করবেন:

- মৌসুম পরিবর্তনজনিত কার্যসম্পাদন অস্থিরতার বিবেচনায় ক্রয় পরিকল্পনায় প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন কাল এবং আউটপুট ওয়ারী সময়সীমা সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা?
- ক্রয় পরিকল্পনায় পণ্য, পূর্তকাজ ও সেবা সংক্রান্ত প্রকল্পের সকল চাহিদা পর্যাপ্ত ও যথার্থভাবে বিবেচনা করা হয়েছে কিনা? (ক্রয়ের ধরন, ক্রয়ের পদ্ধতি, দরপত্র অনুমোদন কর্তৃপক্ষ, ইত্যাদি) এবং
- ক্রয় পরিকল্পনা দক্ষতার সাথে নির্বাহ করার জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা যথার্থ কিনা?

(খ) প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার উত্তর

উপরের “ক” তে বর্ণিত সম্ভাব্য প্রশ্নগুলোর/মন্তব্যের উত্তরের জন্য প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত ছয়টি ধাপ বিবেচনা করবেন

- ধাপ ১: প্রকল্পের পূর্ণ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ক্রয় চাহিদাসমূহ চিহ্নিত করা এবং ১) পণ্য, ২) পূর্ত কাজ এবং ৩) সেবা এই তিন ক্যাটাগরিতে ভাগ করা;
- ধাপ ২: প্রত্যেক প্যাকেজ/লট এর আকার ও সংখ্যা নির্ধারণ করা;
- ধাপ ৩: প্রত্যেক প্যাকেজ/লট এর সম্ভাব্য সাধারণ স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত করা;
- ধাপ ৪: প্রত্যেক প্যাকেজ/লট এর ব্যয় প্রাক্কলন করা;
- ধাপ ৫: প্রত্যেক প্যাকেজ/লট এর জন্য ক্রয় পদ্ধতি নির্বাচন করা;

- ধাপ ৬: প্রকল্পের কার্য সিডিউল বিবেচনা করে ১) পণ্য, ২) পূর্ত কাজ ৩) সেবার জন্য পৃথকভাবে মোট ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

* আইটেম ২০. (আইটেমভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও তারিখ) ও আইটেম ২৩. প্রধান প্রধান অঙ্গের স্পেসিফিকেশন এর জন্য ধাপ-২ এর তথ্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

(গ) সূত্র

পরামর্শ: এই আইটেম পূরণ করার সময় প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত সারণির বিষয়গুলো বিবেচনা করতে পারেন:

	ধাপ	পরামর্শ
১.	প্রকল্পের সকল প্রয়োজনীয় ক্রয় চাহিদাকে চিহ্নিত করা এবং তিনটি গ্রুপে ভাগ করা: ১) পণ্য, ২) কাজ ও ৩) সেবা	● প্রকল্পের পূর্ণ মেয়াদের সকল গুরুত্বপূর্ণ ক্রয় চাহিদা তালিকাভুক্ত করা।
২.	প্রকল্পের প্রত্যেক প্যাকেজ ও/লট এর আকার ও সংখ্যা নির্ধারণ করা।	● প্যাকেজ ও/লট তৈরিতে একই ধরনের আইটেমের গ্রুপ করা; ● “Economies of Scale” এর নীতি অনুসরণ করা; ● প্রকল্পের ভৌগলিক এলাকা এবং প্যাকেজের সংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য বিবেচনা করা; ● সহজলভ্য ঠিকাদার/সরবরাহকারীদের সক্ষমতা এবং প্যাকেজ/লট এর আকারের মধ্যে ভারসাম্য বিবেচনা করা।
৩.	প্রত্যেক প্যাকেজ/লট এর খসড়া সম্ভাব্য বিশদ বিবরণ তৈরি করা।	● মানদন্ড অনুসরণ করা; ● কাঙ্ক্ষিত ন্যূনতম কর্ম সম্পাদন তথ্য প্রদান করা; ● প্যাকেজ ও/লটের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহ চিহ্নিত করা।
৪.	প্রত্যেক প্যাকেজ/লট এর ব্যয় প্রাক্কলন করা	● সকল ধরনের সংশ্লিষ্ট ব্যয়, যেমন পরিবহন, স্থাপন, ইত্যাদি ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা; ● CD/VAT সহ বর্তমান বাজার দর পরীক্ষা করা এবং প্রাক্কলিত ব্যয় বর্তমান বাজার দরের অনুরূপ হতে হবে (বাজার দরের চেয়ে অতি উচ্চ বা অতি নিম্ন নয়)।
৫.	প্রত্যেক প্যাকেজ/লট এর ক্রয় পদ্ধতি নির্বাচন করা	● নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে ক্রয় পদ্ধতি নির্বাচন করা: - ব্যয়; - পরিমাণ/আকার; - জটিলতা; - সহজলভ্য ঠিকাদার/সরবরাহকারী/পরামর্শক সংখ্যাসহ তাদের উৎস; - ক্রয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সহজলভ্য তথ্য; - প্রয়োজনীয়তা/চাহিদার মাত্রা; এবং - জরুরি অবস্থা।
৬.	প্রকল্প কর্মকান্ডের সিডিউল বিবেচনায় নিয়ে আলাদাভাবে ১) পণ্য, ২) কাজ ও ৩) সেবাসহ মোট ক্রয় পরিকল্পনা তৈরি করা	● অর্থ বিভাগ প্রণীত উন্নয়ন বাজেটের অধীন সর্বশেষ ‘আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ’ অনুযায়ী অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করা; ● প্রথমে চুক্তি সমাপ্তির তারিখ নির্ধারণ, তারপর পর্যায়ক্রমে পিছনের দিকে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় দিন গণনা করে বিজ্ঞাপনের তারিখ, চুক্তি স্বাক্ষর ও চুক্তি সমাপ্তির তারিখ নির্ধারণ করা।

Source: Guidelines for procurement, prepared by Mr. Mesbahuddin

তথ্যের উৎস: প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা প্রকল্প মূল্যায়ন এর বিষয়বস্তু উপলব্ধি করবেন ও এই আইটেম লিখার জন্য নিম্নোক্ত দলিলপত্র দেখবেন:

- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬;
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮;
- আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ, ২০১৫ (Delegation of Financial Power)।

বক্স ৩ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা (PPR) ২০০৮-এর কর্তিত অংশ, যা ক্রয়ের ধরন এবং পদ্ধতির শর্তসমূহ ব্যাখ্যা করে।

সহায়ক নির্দেশিকা:

ডিপিপি’র সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

- ১২.১- প্রকল্প ক্রয় পরিকল্পনা (সংযোজনী-৩ (ক), (খ) এবং (গ) [এই অধ্যায়ে বর্ণনাকৃত আইটেমসমূহ]
- ৯- প্রাক্কলিত ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ
- ২০- আইটেমভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও তারিখ
- ২২- প্রকল্পের বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ [সংযোজনী-৫ (ক) এবং ৫ (খ)]
- ২৩- প্রধান প্রধান আইটেমের স্পেসিফিকেশন/ডিজাইন এর বর্ণনা

সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]

- অনুচ্ছেদ ৪- কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও কৌশলগত বিষয়াদি বিশ্লেষণ, (ঙ) প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় নির্ধারণ

(ক্রয় সম্পর্কিত কোন সুস্পষ্ট তথ্য নেই)

গ্রিনবুকে বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

- ১.১৫- প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনায় পিপিআর অনুযায়ী কোন প্যাকেজের ক্ষেত্রে যে কোন একটি ক্রয় পদ্ধতি উল্লেখ করতে হবে। কোন প্যাকেজ/লটে একাধিক ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণের ব্যবস্থা রাখা যাবে না।
- ১.১.৮.২- প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন এবং ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও যথার্থতা:
  (খ) প্রকল্পের আওতায় পরামর্শ সেবা ও যানবাহন ক্রয়ের যৌক্তিকতা (চ) সম্ভাব্য ক্ষেত্রে Service Outsourcing এর মাধ্যমে ভৌত সেবা ক্রয়ের বিষয় বিবেচনা।
- ৩.১.১(৩)- যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের প্রস্তাব থাকলে সেক্ষেত্রে প্রকৃত প্রয়োজন, পরিচালন বাজেটের আওতায় এবং উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন ও যন্ত্রপাতির বর্তমান অবস্থার সামগ্রিক চিত্র, জনবলের সাথে সামঞ্জস্য ও ব্যবহার, জনবল নির্ধারণ কমিটির সুপারিশ ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে। এছাড়া, প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে যানবাহন/যন্ত্রপাতির ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত সংক্রান্ত বিষয়ও বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।

মন্ত্রণালয় যাচাই/মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেটের (MAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অংশ ২- লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের স্পষ্টতা, ৪. ইনপুট, ১) প্রকল্পের ইনপুটগুলো, এবং ৪) ক্রয় পরিকল্পনা
- অংশ ৭- মূল্যায়ন মানদন্ড, ৩. দক্ষতা, (১.১) প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন, ২) প্রকল্পের মেয়াদ, ৪) জনবল

সেক্টর মূল্যায়ন/সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেটের (SAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অংশ ৩- জনবলের প্রাসঙ্গিকতা, ২ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন জনবল
- অংশ ৪- ব্যয়ের প্রাসঙ্গিকতা, ১. প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যয় প্রাক্কলন, ২. যানবাহন ও যন্ত্রপাতি
- অংশ ৫- মন্ত্রণালয়/বিভাগে সম্পন্ন যাচাই এর ফলাফলের পুনঃনিরীক্ষণ (মূল্যায়নের মানদন্ড), ৩. দক্ষতা

সূত্র/প্রাসঙ্গিক দলিল/দলিলসমূহ

- পাবলিক প্রকিউরমেণ্ট আইন ২০০৬;
- পাবলিক প্রকিউরমেণ্ট বিধিমালা ২০০৮;
- আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ, ২০১৫ (DOFP)।

বক্স ৩- ক্রয়ের ধরন এবং পদ্ধতির শর্তসমূহ

১৫। ক্রয় পরিকল্পনা (procurement plan) এবং ক্রয় পদ্ধতি নির্বাচন।

(১) কোন একক কাজকে একাধিক প্যাকেজে বিভক্তকরণের ক্ষেত্রে, ক্রয়কারী, কোন ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে, প্রস্তাবিত ক্রয়কার্য এবং ক্রয়ের বিষয় সতর্কতার সহিত পর্যালোচনা করিয়া এবং ক্রয়ের বৈশিষ্ট্য ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া প্যাকেজে বিভক্তকরণ এবং প্রয়োগযোগ্য ক্রয় পদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(২) ক্রয়কারী ক্রয় পদ্ধতি নির্ধারণ এবং পণ্যের প্যাকেজ একত্রীকরণের ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবে –

(ক) ক্রয়তব্য পণ্যের ধরন;
(খ) ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়;
(গ) স্থানীয় বাজারে সংশ্লিষ্ট পণ্যের প্রাপ্যতা;
(ঘ) স্থানীয় বাজারে প্রাপ্য সংশ্লিষ্ট পণ্যের মান, উৎস এবং ব্র্যান্ড;
(ঙ) মনোনীত পণ্যের মূল্য;
(চ) প্রয়োজনীয় পরিমাণ পণ্য সরবরাহে স্থানীয় সরবরাহকারীদের সামর্থ্য;
(ছ) সংশ্লিষ্ট জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য এবং উৎপাদিত পণ্যের মান;
(জ) বাজার পরিস্থিতি এবং প্রত্যাশিত প্রতিযোগিতা;
(ঝ) ক্রয়ের জরুরি প্রয়োজনীয়তা;

(ঞ) প্রাপকের ভান্ডারের ধারণ ক্ষমতা এবং প্রস্তাবিত সরবরাহের শর্তাদি ও সময়-তালিকা;
(ট) স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে সরবরাহ সংক্রান্ত ঝুঁকি।

(৩) ক্রয়কারী, পুনঃপুন- আবশ্যক এইরূপ পণ্য সরবরাহের জন্য, বিধি ৮৯ অনুযায়ী ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে এবং সুবিধাজনক হইলে লটভিত্তিক বা আইটেমভিত্তিক দরপত্র আহবান করিতে পারে।

(৪) ক্রয়কারী প্যাকেজ প্রণয়নে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিবে এবং সম্ভাব্য সরবরাহকারীদের সংখ্যা যেন হ্রাস না পায় উহা নিশ্চিত করিবার জন্য একটি প্যাকেজে বেশি সংখ্যক আইটেম অন্তর্ভুক্ত করিবে না।

(৫) সাধারণত- একই ধরনের সরবরাহকারীগণ কর্তৃক সরবরাহ করা হইয়া থাকে, শুধু এইরূপ আইটেম সমূহের সমন্বয়ে ক্রয়কারী প্রতিটি লট সুবিন্যস্ত করিবে।

(৬) দরপত্র প্রক্রিয়ায় উৎপাদনকারীর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করিবার অভিপ্রায় থাকিলে, বিশেষ ধরনের সরবরাহের (যেমন- স্বাস্থ্য সেক্টরের পণ্য) জন্য আইটেমভিত্তিক দরপত্র আহবান করা যাইবে।

(৭) ক্রয়কারী, কার্যের ক্ষেত্রে, ক্রয় পদ্ধতি নির্ধারণে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবে:
(ক) ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান কর্তৃক অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়;
(খ) ঠিকাদারী সেক্টরের বিদ্যমান অবস্থা;
(গ) স্থানীয় ঠিকাদারদের সামর্থ্য;
(ঘ) প্রত্যাশিত প্রতিযোগিতা;
(ঙ) ভৌগলিক অবস্থান;
(চ) কার্য সমাপনের প্রত্যাশিত তারিখ;
(ছ) প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়।

১৭। একক কাজকে একাধিক প্যাকেজে বিভক্তকরণ।

(১) ক্রয়কারী উহার ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় কোন নির্দিষ্ট ক্রয় পদ্ধতি বা উর্দ্ধতন কর্মকর্তার অনুমোদনের বাধ্যবাধকতা পরিহারের উদ্দেশ্যে, সাধারণত- একটি প্রকল্প বা কর্মসূচীর কোন অংশ নিম্নতর মূল্যমানের একাধিক প্যাকেজে বিভক্ত করিবে না।

(২) ক্রয়কারী, মূল্যায়নের সময় আড়াআড়ি অবহার (cross-discounts) প্রদান সংক্রান্ত বিধানের প্রয়োগ সহজ করার উদ্দেশ্যে, সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনায় অনুমোদিত কোন প্যাকেজ সাধারণত ৫ (পাঁচ) টির অধিক লটে বিভক্ত করিবে না।

(২ক) প্যাকেজ বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, লটের ক্ষেত্রে দরপত্রদাতা শতকরা হারে মূল্যছাড় (discount) প্রদান করিতে পারিবে: তবে শর্ত থাকে যে, প্রদত্ত মূল্যছাড় (discount) প্যাকেজ বা লটের সকল আইটেমের উপর সমভাবে প্রযোজ্য হইবে: আরও শর্ত থাকে যে, প্রদত্ত মূল্যছাড় (discount) দরপত্রের গাণিতিক ত্রুটি সংশোধনের পর বিবেচিত হইবে।

(৩) ক্রয়কারী কোন একক কাজ ক্ষুদ্রতর একাধিক প্যাকেজে বা প্যাকেজকে একাধিক ক্ষুদ্রতর লটে বিভক্ত করিবার সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিবে –
(ক) সুপারিশকৃত আকারের প্যাকেজ বা লটের জন্য রেসপন্সিভ দরপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারের সামর্থ্য; এবং
(খ) সম্ভাব্য কার্য চুক্তির ক্ষেত্রে, উক্ত কার্যের জন্য নির্ধারিত স্থানের ভৌগোলিক অবস্থানের বিবেচনায় উহার বাস্তবায়নজনিত সুবিধা।

(৪) ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা, যথোপযুক্ত কারণ থাকা সাপেক্ষে, ক্ষুদ্রাকার প্যাকেজ বা লটে বিভক্তিকরণ অনুমোদন করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (১), (২) ও (৩) এর অধীন কোন একক ক্রয়কার্য একাধিক প্যাকেজে বা কোন প্যাকেজ একাধিক লটে বিভক্ত করা হইলে, উহার কোন একটি প্যাকেজ বা লটের জন্য চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ প্রদানের পূর্বে, প্যাকেজসমূহ বা লটসমূহের মোট মূল্যের সমষ্টি যে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের এখতিয়ারভুক্ত সেই কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিটি প্যাকেজ বা লটের দরপত্র অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হইবে।

উদাহরণ ১। যদি ৮০ (আশি) কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ ৫০ কি- মি- দীর্ঘ রাস্তা-কাম-বাধ নির্মাণের জন্য কোন ক্রয় প্যাকেজকে ৪(চার) টি লটে বিভক্ত করিয়া দরপত্র আহবান করা হয়, তাহা হইলে উহার কোন একটি লটের জন্য চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে ৪(চার) টি দরপত্রেরই হালনাগাদ অগ্রগতি সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির নিকট পেশ করিতে হইবে।

উদাহরণ ২। যদি ১০০ (একশত) কোটি টাকা মূল্যের ক্রয়ের দরপত্র আইটেমভিত্তিক আহবান করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিলম্ব এড়ানোর জন্য পর্যায়ক্রমে উহার বাস্তবায়ন যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইলে উহার যে কোন একটি আইটেমের জন্য চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে উক্ত টেন্ডারের ভিত্তিতে সম্পাদিতব্য সকল চুক্তি সংক্রান্ত হালনাগাদ অগ্রগতি সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির নিকট পেশ করিতে হইবে।

সূত্র: GoB CPTU পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮

আইটেম ১২.২ প্রকল্পের বছরভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনাঃ সংযোজনী ৪ দ্রষ্টব্য

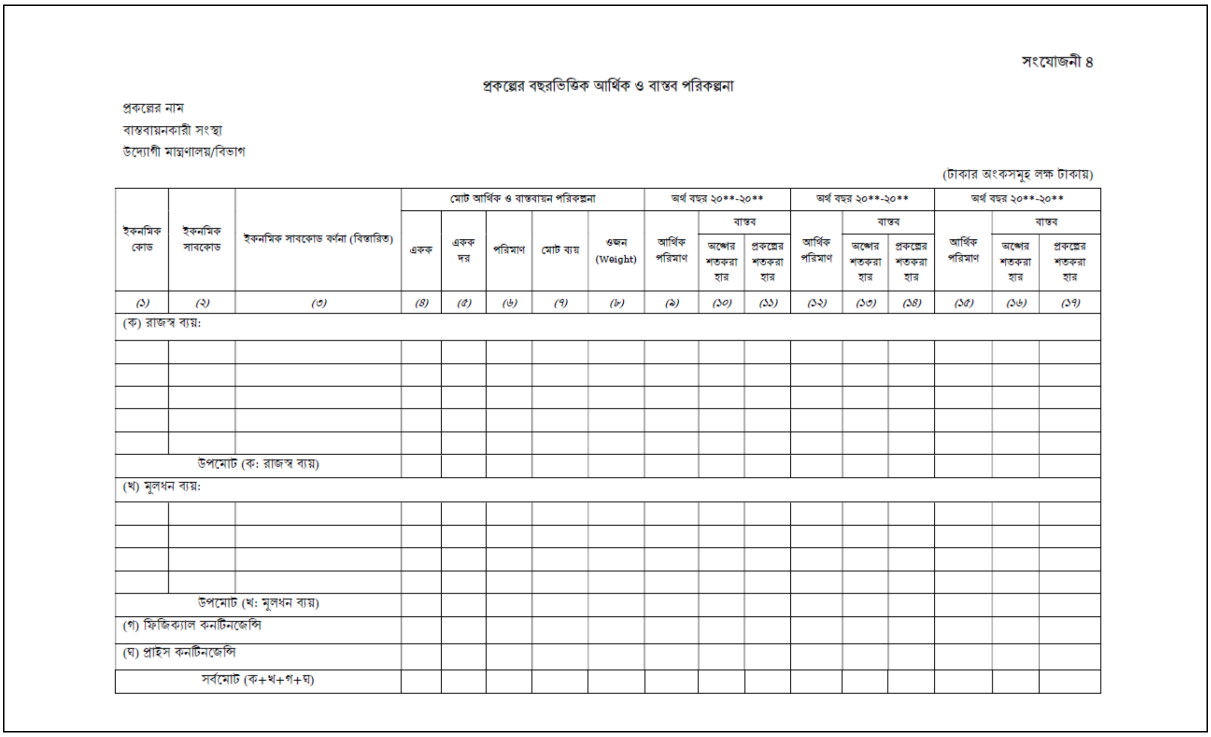

সংযোজনী ৪

প্রকল্পের বছরভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা

প্রকল্পের নাম
বাস্তবায়নকারী সংস্থা
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ

(টাকার অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ইকনমিক কোড	ইকনমিক সাবকোড	ইকনমিক সাবকোড বর্ণনা (বিস্তারিত)	মোট আর্থিক ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা					অর্থ বছর ২০**-২০**			অর্থ বছর ২০**-২০**			অর্থ বছর ২০**-২০**		
									বাস্তব			বাস্তব			বাস্তব	
			একক	একক দর	পরিমাণ	মোট ব্যয়	ওজন (Weight)	আর্থিক পরিমাণ	অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার	আর্থিক পরিমাণ	অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার	আর্থিক পরিমাণ	অঙ্গের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)
(ক) রাজস্ব ব্যয়:																
উপমোট (ক: রাজস্ব ব্যয়)																
(খ) মূলধন ব্যয়:																
উপমোট (খ: মূলধন ব্যয়)																
(গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি																
(ঘ) প্রাইস কনটিনজেন্সি																
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)																

(ক) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মুল্যায়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন

প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আঙ্গিকে এই আইটেমের তথ্যগুলো পরীক্ষা করবেন:

- মৌসুমি ও কার্যসম্পাদনের ওঠানামা (Fluctuation) বিবেচনায়, প্রকল্পের কর্মকান্ড ও সময়কাল যৌক্তিক কিনা?
- প্রকল্পের কর্মকান্ডের ও ইনপুট (ব্যয়) এর ক্রম ক্রয় পরিকল্পনার (আইটেম ১২.১/সংযোজনী ৩ (ক), ((খ), ও (গ)) সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা?
- প্রাক্কলিত ব্যয়ের বছরভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণী MYPIP এর সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা?

(খ) প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার উত্তর

উপরের ‘ক’ তে বর্ণিত প্রশ্নের উত্তরে প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিচের তথ্যগুলো প্রদান করবেন:

- আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা: এখানে প্রদেয় উপাত্ত আইটেম ২২. বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ এবং সংযোজনী ৫(খ) এর মত হুবহু একই হবে;
- ভৌত লক্ষ্যমাত্রা দুইভাবে দেখাতে হবে: ১) প্রত্যেক আইটেমের বাস্তব শতকরা (%) হার, এবং ২) মোট প্রকল্প ব্যয়ের মধ্যে প্রত্যেক আইটেমের ভৌত শতকরা (%) হার;
- সরকারি খাতে প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, সংশোধন ও অনুমোদন নির্দেশিকা, ২০১৬* তে ব্যবহৃত সূত্রটি নিম্নে দেওয়া হলো:

[প্রত্যেক অঙ্গের ওজন] **[অঙ্গের বাস্তব শতকরা হার]** **[প্রকল্পের বাস্তব শতকরা হার]**

$$\frac{\text{সংশ্লিষ্ট অঙ্গের প্রাক্কলিত ব্যয়}}{\text{প্রকল্পের মোট ব্যয়}} \times \frac{\text{প্রতি বছর বাস্তব অঙ্গের পরিমাণ/সংখ্যা}}{\text{প্রকল্প মেয়াদে সংশ্লিষ্ট বাস্তব অঙ্গের মোট পরিমাণ/সংখ্যা}} = \text{প্রত্যেক অঙ্গের ওজন} \times \text{অঙ্গের বাস্তব শতকরা হার}$$

উদাহরণ: ধরা যাক একটি প্রকল্পের পুরো ৩ বছর মেয়াদে ১০০ ইউনিট ‘goods x’ ক্রয় করা দরকার। ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী, ১ম বছর ২৫ ইউনিট, ২য় বছর ৫০ ইউনিট এবং ৩য় বছরে ২৫ ইউনিট ক্রয় করতে হবে। প্রকল্পের ‘অংশের বাস্তব শতকরা হার’

প্রতি বছর যথাক্রমে ২৫% , ৫০% ও ২৫% হবে। প্রকল্পের ‘goods x’ অঙ্গের প্রাক্কলিত ব্যয় ১০ লক্ষ টাকা এবং মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১০০ লক্ষ টাকা। তবে প্রত্যেক অঙ্গের ওজন হবে ০.১। প্রকল্পের অঙ্গের বাস্তব শতকরা হার হবে যথাক্রমে ২.৫%, ৫% ও ২.৫%।

*গ্রিনবুক, ২০২২ এ উল্লিখিত সূত্রটি ব্যবহার করা হয়নি।

(গ) সূত্র

তথ্যের উৎস: এই আইটেম লিখার/পূরণ করার সময় প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত সংশ্লিষ্ট আইটেমসমূহ দেখবেন:

- বছরভিত্তিক ব্যয় বিবরণী আইটেম ২২./সংযোজনী ৫ (খ) এবং ক্রয় পরিকল্পনা-আইটেম ১২.১/সংযোজনী ৩ (ক), (খ), (গ)।

সহায়ক নির্দেশিকা:

ডিপিপি’র সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ
- ১২.২- প্রকল্পের বছরভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা [এই অধ্যায়ে বর্ণনাকৃত আইটেমসমূহ] - ১২.১- প্রকল্প ক্রয় পরিকল্পনা (সংযোজনী-৩ (ক), (খ) এবং (গ) - ৯- প্রাক্কলিত ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ - ২২- প্রকল্পের বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ (সংযোজনী-৫ (ক) এবং ৫ (খ)
সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]
- অনুচ্ছেদ ৪- কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও প্রকৌশলগত বিষয়াদি বিশ্লেষণ, (ঙ) প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় নির্ধারণ
গ্রিনবুকে বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ
- ১.১.৬ সম্পদ প্রাপ্তি বিবেচনা: (ক) মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (এমটিবিএফ) আওতায় প্রাপ্য সম্পদসীমার মধ্যে সীমিত থেকে যৌক্তিক ব্যয়ভিত্তিক প্রকল্প প্রণয়ন এবং নির্ধারিত ছকে এমটিবিএফ সংক্রান্ত তথ্য ও প্রত্যয়নসহ যথার্থতা যাচাই করা (খ) অর্থায়নের নিশ্চয়তা ব্যতীত প্রকল্প গ্রহণ না করা এবং (গ) একই উদ্দেশ্য/প্রকৃতির একাধিক ক্ষুদ্র প্রকল্প পৃথকভাবে গ্রহণ না করে সমন্বিত আকারে একটি প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। - ১.১.১২ প্রকল্পের মেয়াদ: বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ সাধারণভাবে অনূর্ধ্ব ৩(তিন) বছর হবে।
- ৩.১.১(২) প্রকল্প প্রস্তাবকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় চলমান/প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রকল্প, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের এমটিবিএফ সিলিং ইত্যাদি সামগ্রিক অবস্থা; জাতীয় ও সেক্টোরাল অগ্রাধিকারের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্পৃক্ততা; প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা; প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন বাজেটের ওপর চাপ; প্রকল্প মেয়াদের যথার্থতা ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনাপূর্বক পরীক্ষা করতে হবে। অর্থায়নের নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ পরিহার করতে হবে।
মন্ত্রণালয় যাচাই/মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেটের (MAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ
- অংশ ২- লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের স্পষ্টতা, ৪. ইনপুট, ১) প্রকল্পের ইনপুটগুলো - অংশ ৭- মূল্যায়ন মানদণ্ড, ৩. দক্ষতা
সেক্টর মূল্যায়ন/সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেটের (SAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ
- অংশ ১- প্রয়োজনীয় তথ্যাদি, ক- লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক পুনঃনিরীক্ষণ - অংশ ৫- মন্ত্রণালয়/বিভাগে সম্পন্ন যাচাই এর ফলাফলের পুনঃনিরীক্ষণ (মূল্যায়নের মানদণ্ড), ৩. দক্ষতা

আইটেম ১৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের আউটপুট রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজন আছে কিনা?

[নোট] প্রকল্পের সুফল স্থায়ীকরণের জন্য ব্যয় ও জনবল সংক্রান্ত তথ্য ডিপিপি’তে প্রদান করতে হয়

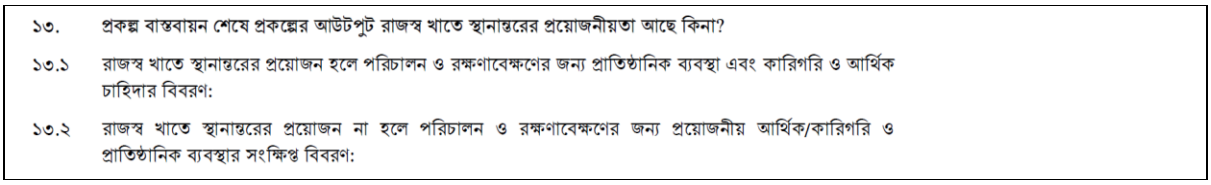

১৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের আউটপুট রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা?

১৩.১ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজন হলে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং কারিগরি ও আর্থিক চাহিদার বিবরণ:

১৩.২ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজন না হলে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক/কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

(ক) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন

প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আঙ্গিকে এই আইটেমের তথ্যগুলো পরীক্ষা করবেন:

- পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা?
- পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য কোন প্রতিষ্ঠান/গ্রুপ চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা?
- পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (organogram) চিহ্নিত/স্পষ্ট হয়েছে কিনা?
- পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের কারিগরি চাহিদাসমূহ (দিকসমূহ) চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা?
- পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আবর্তক বাজেটের প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত/নির্দিষ্ট হয়েছে কিনা? এবং
- পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের সক্ষমতা উন্নয়ন করা হয়েছে কিনা এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় বাজেটের প্রস্তাব ডিপিপি’তে সন্নিবেশিত করা হয়েছে কিনা?

(খ) প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার উত্তর

উপরের ‘ক’ তে বর্ণিত প্রশ্নের উত্তরে প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ প্রদান করবেন:

- পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা যার মধ্যে থাকবে;
- সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার কাঠামো (organogram);
- পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাজেট;
- পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে সরকারের সংশ্লেষ;
- পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব;
- প্রয়োজনীয় কারিগরি বিষয়াদি।

(গ) সূত্র

পরামর্শ: এই আইটেম পূরণ করার সময় প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন:

- প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা সংক্ষিপ্ত আকারে ডিপিপি আইটেম ১৩. তে এবং বিস্তারিতভাবে ডিপিপি আইটেম ৩২.১ (বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে ৩৩.১) তে ব্যাখ্যা করবেন;
- প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা ডিপিপি’র একটি সংযুক্তি হিসাবে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা/এক্সিট প্ল্যান প্রস্তুত করবেন;
- সম্ভাব্যতা সমীক্ষার (ডিপিপি আইটেম ১৭.) একটি অংশ হিসাবে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা যেতে পারে;
- যদি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরাসরি জনবল নিয়োগ করা হয়, তাহলে প্রকল্প প্রণয়নকারীকে এই মর্মে তথ্য দিতে হবে যে নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত হবেন বা তারা রাজস্ব বাজেটের আওতায় কাজ করতে থাকবেন কিনা;
- বর্তমানে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জনবলের চাহিদা নিরূপণের কোন নির্দিষ্ট নির্দেশনা বা সূত্র নাই। এমতাবস্থায় ডিপিপি’র সংযোজনী-২ তে প্রদত্ত সারণি পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জনবল নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

সহায়ক নির্দেশিকা:

ডিপিপি’র সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

- ১৩- প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের আউটপুট রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা? [এই অধ্যায়ে বর্ণনাকৃত আইটেমসমূহ]
- ১৮-আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ
- ৩৩.১- প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি ও প্রকল্পের ফলাফল টেকসইকরণের উপায়
- [সংযুক্তি] এক্সিট প্লান/Operation and Maintenance Plan

সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]

- অনুচ্ছেদ ৭: মানব সম্পদ ও প্রশাসনিক সক্ষমতা বিশ্লেষণ
- অনুচ্ছেদ ৮: প্রাতিষ্ঠানিক আইনগত বিষয় বিশ্লেষণ

গ্রিনবুকে বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

- ১.১.১০- প্রকল্পের ফলাফল টেকসইকরণ:
  (ক) উন্নয়ন কর্মসূচি/প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান/অবকাঠামো কর্মসূচি/প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা সন্নিবেশসহ এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও টেকসই করার বিষয় (Exit Plan) (খ) উন্নয়ন কর্মসূচি/প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতি/আসবাবপত্র/যানবাহন কর্মসূচি/প্রকল্প সমাপ্তির পর কিভাবে ব্যবহার করা হবে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত রূপরেখা সুস্পষ্টভাবে প্রকল্প প্রস্তাবে উল্লেখকরণ।
- ৩.১.১(২)- প্রকল্প প্রস্তাবকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় চলমান/প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রকল্প, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের এমটিবিএফ সিলিং ইত্যাদি সামগ্রিক অবস্থা; জাতীয় ও সেক্টোরাল অগ্রাধিকারের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্পৃক্ততা; প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা; প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন বাজেটের ওপর চাপ; প্রকল্প মেয়াদের যথার্থতা ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনাপূর্বক পরীক্ষা করতে হবে। অর্থায়নের নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ পরিহার করতে হবে।
- ৩.১.১(৩)- যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের প্রস্তাব থাকলে সেক্ষেত্রে প্রকৃত প্রয়োজন, পরিচালন বাজেটের আওতায় এবং উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন ও যন্ত্রপাতির বর্তমান অবস্থার সামগ্রিক চিত্র, জনবলের সাথে সামঞ্জস্য ও ব্যবহার, জনবল নির্ধারণ কমিটির সুপারিশ ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে। এছাড়া, প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে যানবাহন/যন্ত্রপাতির ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত সংক্রান্ত বিষয়ও বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।
- ৩.১.১(৯)- প্রাইস কনটিনজেন্সি খাতে প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের সর্বোচ্চ ৮% এবং ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি খাতে কেবল ভৌত কাজের (Physical Items) জন্য প্রাক্কলিত ব্যয়ের সর্বোচ্চ ২% হারে সংস্থান রাখা যেতে পারে (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ ১.১.৮.৩)। তবে এ দু’টি খাতে সংস্থান রাখার বিষয়ে প্রকল্পের প্রকৃতি ও কলেবর বিবেচনায় বিস্তারিত পর্যালোচনা করে পিইসি সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।
- ৩.১.৪- প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়, অঙ্গভিত্তিক ব্যয় ইত্যাদি পরীক্ষার পাশাপাশি স্পেসিফিকেশন, ডিজাইন, মূল্য নির্ধারণের ভিত্তি, ‘পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬’ এবং ‘পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮’ প্রকল্প প্রস্তাবে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করতে হবে।

মন্ত্রণালয় যাচাই/মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেটের (MAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অংশ ৬- ব্যয়-আয় বিশ্লেষণ
- অংশ ৭- মূল্যায়ন মানদণ্ড, ৫. টেকসই/স্থায়িত্বশীলতা

সেক্টর মূল্যায়ন/সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেটের (SAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অংশ ৩- জনবলের প্রাসঙ্গিকতা, ৩. প্রকল্প পরিচালনার সময় জনবল (O&M)
- অংশ ৪- ব্যয়ের প্রাসঙ্গিকতা, ৪. পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এর ব্যয় প্রাক্কলন
- অংশ ৫- মন্ত্রণালয়/বিভাগে সম্পন্ন যাচাই এর ফলাফলের পুনঃনিরীক্ষণ (মূল্যায়নের মানদণ্ড), ৩. স্থায়িত্বশীলতা, ৬. ঝুঁকি

সূত্র/প্রাসঙ্গিক দলিল/দলিলসমূহ

- সংশ্লিষ্ট সেক্টরের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা।

অংশ খ: প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা

আইটেম ১৪. প্রকল্পের পটভূমি সংক্রান্ত তথ্য

১৪. প্রকল্পের পটভূমি সংক্রান্ত তথ্য:

১৪.১ সমস্যাসহ পটভূমি বর্ণনা:
১৪.২ অন্য প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ততা:
১৪.৩ দারিদ্র্য পরিস্থিতি:

নোট ১: ডিপিপি’র আইটেম ২৭. তে প্রকল্প প্রণয়নকারী অন্যান্য বৈশ্বিক, জাতীয় ও সেক্টর উন্নয়ন নির্দেশকসমূহের সাথে সম্পৃক্ততা ব্যাখ্যা করবেন

(ক) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন

প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আঙ্গিকে এই আইটেমের তথ্যগুলো পরীক্ষা করবেন:

- সমস্যা, সমস্যার কারণ, সমস্যার সম্ভাব্য ক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা?
- এই প্রকল্পের সুফলভোগীদের যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা?
- সুফলভোগীদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়েছে কিনা?
- যে এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে তার বিবেচনায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন করা যাবে কিনা?
- যে সমস্ত সমস্যা প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে সেগুলো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা/প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও সেক্টর কৌশলপত্রের (SSP)/সেক্টর কর্ম পরিকল্পনার (SAP) সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা?
- অন্যান্য প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রদর্শিত সংযোগসমূহ যথার্থ ও প্রাসঙ্গিক কিনা?
- প্রকল্পের সুফলভোগীগণকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা?
- প্রস্তাবিত প্রকল্পের সাথে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাইরে অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প/প্রোগ্রাম, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (CCTF) বা অন্যান্য তহবিলের অধীনে চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি এবং রাজস্ব বাজেটের অধীনে চলমান কার্যক্রমের মধ্যে কোনো ওভারল্যাপ আছে কিনা?

(খ) প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার উত্তর

উপরের ‘ক’ তে বর্ণিত অংশের প্রশ্নের উত্তরে প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা ছোট ছোট বাক্যে নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রদান করবেন:

	শিরোনাম	বর্ণনা	সংশ্লিষ্ট ডিপিপি আইটেমসমূহ
১৪.১	সমস্যাসহ পটভূমি বর্ণনা	প্রস্তাবিত প্রকল্প সুবিধাভোগীদের চাহিদা কিভাবে মেটাতে বা সুবিধাভোগীদের অবস্থার উন্নতিতে অবদান রাখবে তার ভিত্তিতে একটি প্রকল্পের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। চাহিদা বিশ্লেষণে (Demand Analysis) সুবিধাভোগীদের ‘প্রয়োজন (Need)'কে 'চাহিদা (Demand) '-এর সাথে যুক্ত করতে হবে। ● **সুফলভোগী:** প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সুফলভোগীদের যথাযথ শনাক্তকরণ; ● **সমস্যা বিবৃতি:** সুফলভোগীদের কি ধরনের সমস্যা আছে এবং তা তারা সমাধান করতে চান। সেক্টরের যে সকল	● সুফলভোগী/জনসংখ্যার তথ্যাদি ডিপিপি আইটেম ১৬. এর সাথে প্রাসঙ্গিক হওয়া বাঞ্ছনীয়; ● চাহিদা সংক্রান্ত তথ্যাদি ডিপিপি আইটেম ১৮. এ প্রদত্ত আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের সাথে প্রাসঙ্গিক হওয়া বাঞ্ছনীয়; ● প্রকল্পের এলাকা নির্বাচনের যৌক্তকতা ডিপিপি আইটেম ৭.২ এ বিস্তারিত ব্যাখ্যা থাকা বাঞ্ছনীয়।

	শিরোনাম	বর্ণনা	সংশ্লিষ্ট ডিপিপি আইটেমসমূহ
		নির্দিষ্ট সমস্যা প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হবে; ● প্রকল্পের এলাকা বিশ্লেষণ: যে সমস্ত এলাকা প্রকল্প ভুক্ত করা হবে তার যৌক্তিকতা; ● **অংশীজন:** প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সুফলভোগীদের যথাযথভাবে চিহ্নিতকরণ; ● **চাহিদা বিশ্লেষণ:** সুফলভোগীদের চাহিদার গুরুত্ব বিবেচনা। (নিচের বক্স ৪-এ বিস্তারিত দেখুন); ● **অবস্থান:** প্রকল্পের স্থানীয় কভারেজের ন্যায্যতা।	
১৪.২	অন্যান্য প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ততা	● **প্রকল্প ধারণার প্রাসঙ্গিকতা:** প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সেক্টর/লক্ষ্য অর্জনে কি পরিমাণ অবদান রাখবে এবং অন্যান্য প্রকল্প ও বিরাজমান সুবিধা/প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সম্পৃক্ততা কতখানি।	● এই সম্পৃক্ততার প্রভাব ডিপিপি আইটেম ২৫.১ এ ব্যাখ্যা করা উচিত; ● সম্পৃক্ততা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ডিপিপি আইটেম ২৭. এ উল্লেখ থাকা উচিত।
১৪.৩	দারিদ্র্য পরিস্থিতি	● প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার সার্বিক দারিদ্র্য পরিস্থিতি; ● প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রত্যক্ষ সুফলভোগীদের সুনির্দিষ্ট দারিদ্র্য পরিস্থিতি: তাদের পরিচয়, সংখ্যা ও ঠিকানা; ● প্রকল্পের সুফল: দীর্ঘমেয়াদি; প্রকল্প সমাপ্তির পর কোন স্থায়ী ও চলমান আয় থাকবে কিনা; ● প্রকল্পের সুফল স্বল্পমেয়াদি: প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়ে কোন আয়বর্ধন হবে কিনা।	● সুফলভোগী/জনসংখ্যার তথ্যাদি ডিপিপি আইটেম ১৬. এর সাথে প্রাসঙ্গিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(গ) সূত্র

তথ্যের উৎস: প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা প্রকল্প মূল্যায়নের বিষয়বস্তু উপলব্ধি করবেন এবং এই আইটেম পূরণ/লিখার জন্য নিম্নোক্ত দলিলপত্র দেখবেন:

	সাব-আইটেম	বিবরণ
১৪.১	সমস্যাসহ পটভূমি বর্ণনা	● প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (সংশ্লিষ্ট অধ্যায়/উপ-অধ্যায়); ● পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (সংশ্লিষ্ট অধ্যায়/উপ-অধ্যায়); ● সেক্টর কৌশলপত্রসহ সেক্টর কর্ম পরিকল্পনা ও কর্মসূচি।
১৪.২	অন্যান্য প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ততা	● সেক্টরের ফলাফল ম্যাট্রিক্সসহ সেক্টর কৌশলপত্র (SSP); ● সেক্টরের Multi-Year Public Investment Programme (MYPIP); ● প্রকল্প এলাকার মানচিত্র (সংযুক্তি, ডিপিপি'র আইটেম ৭.০)।
১৪.৩	দারিদ্র্য পরিস্থিতি	● শ্রম-শক্তির সমীক্ষা; ● গৃহস্থালী আয় ও ব্যয়ের সমীক্ষা (Household Income and Expenditure Survey); ● জনশুমারি।

সহায়ক নির্দেশিকা:

ডিপিপি'র সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

- ১৪- প্রকল্পের পটভূমি সংক্রান্ত তথ্য [এই অধ্যায়ে বর্ণনাকৃত আইটেমসমূহ]
- ১০- লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক
- ১৫- প্রকল্পের বিবরণ
- ১৬- জনবল সংক্রান্ত পরিসংখ্যান
- ১৮-আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ
- ২৭- বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের সেক্টোরাল প্রাধিকারের সাথে প্রকল্পের সামঞ্জস্যতা (linking)

সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]

- অনুচ্ছেদ ৩: বাজার/চাহিদা বিশ্লেষণ, ক) সমস্যা চিহ্নিতকরণ, গ) প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় গৃহিতব্য কার্যাবলী, ঘ) অংশীজন (Stakeholder) ঙ) চাহিদা বিশ্লেষণ

গ্রিনবুকে বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

- ১.১.৫- দীর্ঘমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতি ও কৌশলের সাথে সঙ্গতি:
  ক) বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, কৌশল ও লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনা (খ) জাতীয় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট কৌশল, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসহ (এসডিজি) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ইত্যাদি বিবেচনা (গ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের নীতি ও কৌশল বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার এবং (ঘ) সরকারের অগ্রাধিকার ও দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা থাকতে হবে।
- ১.১.৭- সমজাতীয় প্রকল্পের ফলাফল বিবেচনা ও দ্বৈততা পরিহার:
  (গ) এডিপি বহির্ভূত উন্নয়ন কর্মসূচি, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (সিসিটিএফ) কিংবা অন্য কোন তহবিলের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচি এবং পরিচালন বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের কার্যক্রমের দ্বৈততা পরিহার নিশ্চিতকরণ।
- ১.১.৯- দারিদ্র্য নিরসন ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ:
  ক) দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে তুলনামূলক অনগ্রসর/অনুন্নত এলাকার জন্য প্রকল্প গ্রহণে অগ্রাধিকার প্রদান এবং প্রকল্প হতে উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট তথ্য;
  খ) দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত প্রকল্পের সিংহভাগ বরাদ্দ সরাসরি উপকারভোগীদের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা (গ) দেশের সকল অংশের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে সকল বিভাগ ও জেলায় সুবিধা পৌঁছে দেয়ার নীতির ভিত্তিতে প্রকল্প এলাকা নির্বাচন এবং (ঘ) উপকারভোগীদের ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরি ও সংরক্ষণ।
- ৩.১.১(২)- প্রকল্প প্রস্তাবকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় চলমান/প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রকল্প, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের এমটিবিএফ সিলিং ইত্যাদি সামগ্রিক অবস্থা; জাতীয় ও সেক্টোরাল অগ্রাধিকারের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্পৃক্ততা; প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা; প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন বাজেটের ওপর চাপ; প্রকল্প মেয়াদের যথার্থতা ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনাপূর্বক পরীক্ষা করতে হবে। অর্থায়নের নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ পরিহার করতে হবে।

মন্ত্রণালয় যাচাই/মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেটের (MAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অংশ ৭- মূল্যায়ন মানদণ্ড, ১. প্রাসঙ্গিকতা , (১) কৌশল, কর্মসূচি ও পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যতা, (৩) সুবিধাভোগী/সুফলভোগী, (৪) প্রকল্পের অবস্থান/এলাকা

সেক্টর মূল্যায়ন/সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেটের (SAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অংশ ২- সেক্টর পরিকল্পনা ও বাজেটের সাথে সম্পৃক্ততা, ১. সেক্টর কৌশল (পরিকল্পনা) এর সাথে প্রকল্পটির সম্পৃক্ততা
- অংশ ৫- মন্ত্রণালয়/বিভাগে সম্পন্ন যাচাই এর ফলাফলের পুনঃনিরীক্ষণ (মূল্যায়নের মানদণ্ড), ১. প্রাসঙ্গিকতা, ২. কার্যকারিতা

সূত্র/প্রাসঙ্গিক দলিল/দলিলসমূহ

- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ/উপ-অনুচ্ছেদ);
- সেক্টর কৌশপত্র (SSP);
- সেক্টর অ্যাকশন প্ল্যান (SAP);
- শ্রম-শক্তির সমীক্ষা;
- গৃহস্থালি আয় ও ব্যয়ের সমীক্ষা (Household Income and Expenditure Survey);
- জনশুমারি।

বক্স ৪- চাহিদা বিশ্লেষণ কি?

চাহিদা বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ যাচাইপূর্বক কোন বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা/চাহিদা চিহ্নিত করাকে বুঝায়:

- বর্তমান চাহিদা (সেবা প্রদানকারী/নিয়ন্ত্রণকারী/মন্ত্রণালয়/জাতীয় ও আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস প্রদত্ত বিভিন্ন ব্যবহারকারীর পরিসংখ্যান এর ভিত্তিতে);
- ভবিষ্যৎ চাহিদা (গ্রহণযোগ্য সামগ্রিক ও আর্থ-সামাজিক চাহিদার পূর্বাভাস সংক্রান্ত মডেল (Model); সরবরাহের বিকল্প উৎস, প্রাসঙ্গিক দর/দামের সাথে প্রাসঙ্গিক চাহিদা ও আয়ের স্থিতিস্থাপকতা বিবেচনায় নিয়ে) প্রকল্পসহ ও প্রকল্প বাদে- উভয় দৃশ্যপট বিবেচনা করতে হবে।

যথাযথ উৎপাদন সক্ষমতা বিবেচনাপূর্বক একটি প্রকল্প ডিজাইন করতে হলে, উক্ত দুটি বৈশিষ্ট্যই চাহিদা-প্রক্ষেপণ প্রণয়নের জন্য প্রয়োজন। একইসাথে উৎপাদিত/প্রবর্তিত (Induced) চাহিদা (প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে*) বিবেচনা করা জরুরি। উদাহরণস্বরূপ- এটি অনুসন্ধান করা দরকার যে, জনসেবা, রেল পরিবহন বা বর্জ্য অপসারণের কোন অংশ প্রকল্প দ্বারা অর্জন করা যায়।

চাহিদা প্রস্তাব (hypothesis) বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সরবরাহের শর্তসমূহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরীক্ষা করা উচিৎ, যা এ প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন কার্যক্রম দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।

সূত্র: EU 2014 Guide to Cost Benefit Analysis of Investment Projects for Cohesion Policy 2014-2020.

* ভবিষ্যৎ চাহিদার উৎস: প্রধানত, বিদ্যমান ব্যবহারকারী, অন্যান্য সেবা প্রদানকারী দ্বারা সৃষ্ট ব্যবহারকারী, প্রকল্পের নতুন কার্যাবলী দ্বারা সৃষ্ট/প্রভাবিত ব্যবহারকারী। একটি প্রকল্পের নতুন প্রভাবিত চাহিদা সৃষ্টির সক্ষমতা নির্ভর করে বিদ্যমান চাহিদার বিপরীতে প্রকল্পের আকার, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ও বিদ্যমান বাজারদর কমানোর সক্ষমতার উপর।

আইটেম ১৫. প্রকল্পের বিবরণ

১৫. প্রকল্পের বিবরণ:
১৫.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:
১৫.২ প্রকল্পের ফলাফল:
১৫.৩ প্রকল্পের আউটপুট:
১৫.৪ প্রকল্পের কার্যাবলী:

নোট (১) আইটেম ১৫.১ ও ১৫.২ তে বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আইটেম ১০.০ এ উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এর সমার্থক বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

(ক) ও (খ) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন, ও প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার উত্তর

প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা সুফলভোগীদের চাহিদা মেটাতে প্রস্তাবিত প্রকল্পের লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের (আইটেম ১০.) লক্ষ্য/উদ্দেশ্য, ফলাফল, আউটপুট ও কার্যাবলীর মধ্যে যৌক্তিক যোগসূত্র খুঁজে বের করতে এ আইটেমে প্রদত্ত তথ্যাদি পরীক্ষা করবেন। ‘ক’ তে বর্ণিত প্রশ্নের উত্তরে প্রকল্প প্রণয়নকারী নিম্নোক্ত সারণি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদান করবেন:

	উপ-অঙ্গ	**(ক) প্রশ্ন**	**(খ) উত্তর**
১৫.১	উদ্দেশ্য	প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্প উদ্দেশ্যের প্রকৃত ফলাফল পর্যাপ্তভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিনা? এটি কেবল প্রকল্পের আউটপুট এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা বোঝায় না।	প্রকল্প সমাপ্তির সময় বা সমাপ্তির সাথে সাথে প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত প্রত্যক্ষ ফলাফল অর্জন করা।
১৫.২	আউটকাম/ফলাফল	প্রকল্পের স্বল্পমেয়াদি এবং মধ্যমেয়াদি প্রভাব (স্বল্পমেয়াদি এবং মধ্যমেয়াদি প্রভাব ফলাফল), এবং দীর্ঘতর উন্নয়ন ফলাফল (দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল) ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিনা?	স্বল্পমেয়াদি এবং মধ্যমেয়াদি প্রভাব (যা সুফলভোগীগণ আউটপুট ব্যবহার করে অর্জন করবে) এবং দীর্ঘতর উন্নয়ন ফলাফল যা স্বল্পমেয়াদি এবং মধ্যমেয়াদি প্রভাব এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
১৫.৩	আউটপুট	আউটপুটগুলো স্পষ্টভাবে বিভাজন করা হয়েছে কিনা? যাতে প্রতিটি আউটপুট স্ব-নিষ্পত্তি হতে পারে (কার্যাবলীগুলো ও ইনপুটগুলো স্ব-নিষ্পত্তি হয়েছে মর্মে ধারণা করা যাবে না)।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে বিভাজিত অঙ্গগুলির ভূমিকা প্রতিফলিত করা এবং কার্যাবলী পরিচালনার মাধ্যমে ইনপুট ব্যবহার করে উৎপাদিত পণ্য বা পরিষেবা সুফলভোগীগণের নিকট পৌঁছে দেওয়া।
১৫.৪	কার্যাবলী	প্রতিটি আউটপুট অর্জনের জন্য কার্যাবলীগুলো একই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পর্যাপ্ত কিনা? প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি’র সাথে কার্যাবলীগুলো উল্লেখপূর্বক গ্যান্ট চার্ট সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা? কাজের ব্রেকডাউন এবং Critical Path বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত হয়েছে কিনা?	আউটপুট অর্জন করতে ইনপুটসমূহ ব্যবহার করে কার্যাবলীগুলো সমষ্টিগত আকারে সম্পাদন করতে হবে।

(গ) সূত্র

পরামর্শ: এই আইটেম পূরণ করার সময় প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত সারণির বিষয়গুলো বিবেচনা করতে পারেন:

- যৌক্তিক সংযোগগুলো ডিপিপি আইটেম ১০. এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত।

তথ্যের উৎস: প্রকল্পের উদ্দেশ্য, আউটপুট এবং কার্যাবলীর মধ্যস্থিত সম্পর্কের যথার্থ যুক্তি অনুধাবনের জন্য প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা সংযোজনী-১ (বিশেষ বিষয় ১: লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক) দেখবেন।

সহায়ক নির্দেশিকা:

ডিপিপি’র সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

- ১৪- প্রকল্পের পটভূমি সংক্রান্ত তথ্য [এই অধ্যায়ে বর্ণনাকৃত আইটেমসমূহ]
- ১০- লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক
- ১৫- প্রকল্পের বিবরণ
- সংযুক্তি: প্রকল্পের গ্যান্ট চার্ট

সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]

- অনুচ্ছেদ ৩: বাজার/চাহিদা বিশ্লেষণ, (গ) প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় গৃহীতব্য কার্যাবলী

গ্রিনবুকে বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

- ১.১.৪- প্রকল্পের উদ্দেশ্য: প্রকল্পের উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট (Specific), পরিমাপযোগ্য (Measurable), অর্জনযোগ্য (Achievable), প্রাসঙ্গিক (Relevant) ও সময়াবদ্ধ (Time-bound) হতে হবে। প্রকল্পের শিরোনাম ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এরূপ কোন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।
- ১.১.৫- দীর্ঘমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতি ও কৌশলের সাথে সঙ্গতি:
  ক) বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, কৌশল ও লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনা (খ) জাতীয় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট কৌশল, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসহ (এসডিজি) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ইত্যাদি বিবেচনা (গ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের নীতি ও কৌশল বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার এবং (ঘ) সরকারের অগ্রাধিকার ও দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা থাকতে হবে।
- ১.১.৯- **দারিদ্র্য নিরসন ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ:**
  ক) দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে তুলনামূলক অনগ্রসর/অনুন্নত এলাকার জন্য প্রকল্প গ্রহণে অগ্রাধিকার প্রদান এবং প্রকল্প হতে উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট তথ্য (খ) দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত প্রকল্পের সিংহভাগ বরাদ্দ সরাসরি উপকারভোগীদের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা (গ) দেশের সকল অংশের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে সকল বিভাগ ও জেলায় সুবিধা পৌঁছে দেয়ার নীতির ভিত্তিতে প্রকল্প এলাকা নির্বাচন এবং (ঘ) উপকারভোগীদের ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরি ও সংরক্ষণ।
- ৩.১.১(২)- প্রকল্প প্রস্তাবকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় চলমান/প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রকল্প, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের এমটিবিএফ সিলিং ইত্যাদি সামগ্রিক অবস্থা; জাতীয় ও সেক্টোরাল অগ্রাধিকারের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্পৃক্ততা; প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা; প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন বাজেটের ওপর চাপ; প্রকল্প মেয়াদের যথার্থতা ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনাপূর্বক পরীক্ষা করতে হবে। অর্থায়নের নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ পরিহার করতে হবে।

মন্ত্রণালয় যাচাই/মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেটের (MAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অংশ ২- লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের স্পষ্টতা

সেক্টর মূল্যায়ন/সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেটের (SAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অংশ ২- সেক্টর পরিকল্পনা ও বাজেটের সাথে সম্পৃক্ততা, ১. সেক্টর কৌশল (পরিকল্পনা) এর সাথে প্রকল্পটির সম্পৃক্ততা
- অংশ ৫- মন্ত্রণালয়/বিভাগে সম্পন্ন যাচাই এর ফলাফলের পুনঃনিরীক্ষণ (মূল্যায়নের মানদণ্ড), ১. প্রাসঙ্গিকতা, ২. কার্যকারিতা, ৩. দক্ষতা

সূত্র/প্রাসঙ্গিক দলিল/দলিলসমূহ

- এই হ্যান্ডবুকের সংযোজনী- ১;
- GoB-SPIMS 2023 বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্য লগফ্রেম;
- পারফরম্যান্স মনিটরিং ইন্ডিকেটর হ্যান্ডবুক, বিশ্বব্যাংক ১৯৯৬;
- ডিজাইন এবং মনিটরিং ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুত এবং ব্যবহার করার জন্য ADB ২০২০ এর নির্দেশিকা।

আইটেম ১৬. জনসংখ্যা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

১৬. জনসংখ্যা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান:

১৬.১ প্রকল্পের সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী:

১৬.২ উপকারভোগীদের জনসংখ্যা ভিত্তিক উপাত্ত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) [(জেন্ডার ইস্যুজ, শিশু, সিনিয়র সিটিজেন, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন জনগোষ্ঠী ইত্যাদি]

(ক) ও (খ) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন, ও প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার উত্তর

প্রকল্প যাচাইকারী/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা সাধারণভাবে সামগ্রিক জনসংখ্যার কভারেজ পরীক্ষা করবেন এবং নির্দিষ্ট অংশে, যেমন- নারী, প্রবীণ নাগরিক, শিশু, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী এর মাঝে বিভাজিত করবেন। বর্ণিত প্রশ্নের উত্তরে প্রকল্প প্রণয়নকারী নিম্নোক্ত সারণি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদান করবেন:

	উপ-অঙ্গ	(ক) প্রশ্ন	(খ) উত্তর
১৬.১	প্রকল্পের সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী	প্রস্তাবিত প্রকল্পের সামগ্রিক এবং অবস্থানভিত্তিক সুফলভোগীদের চিহ্নিত করা এবং সঠিকভাবে অনুমান করা হয়েছে কিনা?	প্রকল্পের সুফলভোগীদের সামগ্রিক এবং অবস্থান অনুযায়ী সংখ্যা।
১৬.২	জনসংখ্যাভিত্তিক উপাত্ত	প্রকল্পটি নারী, প্রবীণ নাগরিক, শিশু, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ইত্যাদির জন্য সম্ভাব্য সুযোগ তৈরি করে কিনা। যদি হ্যাঁ হয়, সেগুলো কি?	বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর তথ্য: তারা কারা, কতজন, তারা কোথায় থাকে, তাদের কর্মসংস্থান, আয় ইত্যাদি।

(গ) সূত্র

তথ্যের উৎস: এই আইটেম পূরণ করার সময় প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত সারণির বিষয়গুলো বিবেচনা করতে পারেন:

- শ্রম-শক্তির সমীক্ষা;
- গৃহস্থালী আয় ও ব্যয়ের সমীক্ষা (Household Income and Expenditure Survey);
- জনশুমারি।

সহায়ক নির্দেশিকা:

ডিপিপি’র সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

- ১৪- প্রকল্পের পটভূমি সংক্রান্ত তথ্য
- ১৫- প্রকল্পের বিবরণ
- ১৬- জনবল সংক্রান্ত পরিসংখ্যান [এই অধ্যায়ে বর্ণনাকৃত আইটেমসমূহ]

সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]

- অনুচ্ছেদ ৩: বাজার/চাহিদা বিশ্লেষণ, ঘ) অংশীজন (স্টেক হোল্ডার)

গ্রিনবুকে বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

- ১.১.৯- দারিদ্র্য নিরসন ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ:
- ক) দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে তুলনামূলক অনগ্রসর/অনুন্নত এলাকার জন্য প্রকল্প গ্রহণে অগ্রাধিকার প্রদান এবং প্রকল্প হতে উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট তথ্য (খ) দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত প্রকল্পের সিংহভাগ বরাদ্দ সরাসরি উপকারভোগীদের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা (গ) দেশের সকল অংশের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে সকল বিভাগ ও জেলায় সুবিধা পৌঁছে দেয়ার নীতির ভিত্তিতে প্রকল্প এলাকা নির্বাচন; এবং (ঘ) উপকারভোগীদের ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরি ও সংরক্ষণ।

মন্ত্রণালয় যাচাই/মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেটের (MAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অংশ ৭- মূল্যায়ন মানদণ্ড, ১. প্রাসঙ্গিকতা , (৩) সুবিধাভোগী/সুফলভোগী

সেক্টর মূল্যায়ন/সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেটের (SAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অংশ ৫- মন্ত্রণালয়/বিভাগে সম্পন্ন যাচাই এর ফলাফলের পুনঃনিরীক্ষণ (মূল্যায়নের মানদণ্ড), ১. প্রাসঙ্গিকতা,

সূত্র/প্রাসঙ্গিক দলিল/দলিলসমূহ

- শ্রম-শক্তির সমীক্ষা;
- গৃহস্থালি আয় ও ব্যয়ের সমীক্ষা (Household Income and Expenditure Survey);
- জনশুমারি।

আইটেম ১৭. প্রি-এপ্রেইজাল/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা/প্রাক-বিনিয়োগ সমীক্ষা হয়েছে কিনা? (হয়ে থাকলে পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ সংযুক্ত করতে হবে, না হয়ে থাকলে তার কারণ উল্লেখ করতে হবে)

[নোট] গ্রিনবুক ২০২২, অনুচ্ছেদ ১.১.২ এ উল্লেখ করা আছে যে "৫০ কোটি টাকার বেশি ব্যয় প্রাক্কলিত যে কোন বিনিয়োগ প্রকল্প নেওয়ার পূর্বে আবশ্যিক ভাবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করতে হবে"।

১৭.	প্রি-এপ্রেইজাল/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা/প্রাক-বিনিয়োগ সমীক্ষা হয়েছে কিনা? (হয়ে থাকলে পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ সংযুক্ত করতে হবে, না হয়ে থাকলে তার কারণ উল্লেখ করতে হবে)

(ক) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন

প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আঙ্গিকে এই আইটেমের তথ্যগুলো পরীক্ষা করবেন:

- প্রস্তাবিত প্রকল্পটি প্রণয়নের পূর্বে কোন প্রাক-সম্ভাব্যতা/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে কিনা?
  - যদি হয়ে থাকে, তাহলে তার ফলাফল ও সুপারিশসমূহ ডিপিপি'র সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা?
  - যদি না হয়ে থাকে, তাহলে প্রাক-সম্ভাব্যতা/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন না করার কারণসমূহ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কিনা?
- সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সুপারিশসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা?
- যদি না হয়ে থাকে, তাহলে তার কারণসমূহ সঠিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কিনা?

(খ) প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার উত্তর

উপরের প্রশ্নের উত্তরে প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রদান করবেন:

- যদি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়ে থাকে, তাহলে এর ফলাফল ও সুপারিশসমূহ ডিপিপি'র সাথে সংযুক্ত করুন;
- যদি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করা না হয়ে থাকে, তাহলে তা না করার কারণসমূহ উল্লেখ করুন;
- সম্ভাব্যতা সমীক্ষার ফলাফল ও সুপারিশসমূহ প্রতিপালনে গৃহীত কার্যাবলী ব্যাখ্যা করুন।

(গ) সূত্র

পরামর্শ: এই আইটেম পূরণের সময় প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন;

- সম্ভাব্যতা সমীক্ষার বিষয়বস্তু কারিগরি কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয় এবং উক্ত কমিটির মন্তব্যের ভিত্তিতে পুনর্গঠন করা হয় (গ্রিনবুক ২০২২ এর অনুচ্ছেদ ২১.৪);
- সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদনটি বিচক্ষণতার সাথে পরীক্ষা করুন এবং কিছু "ফলাফল এবং সুপারিশ" প্রস্তুত করুন যাতে মূল পর্যবেক্ষণ, ফলাফল এবং সুপারিশগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে। এগুলো ডিপিপি'তে সংযুক্ত করা প্রয়োজন;
- প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিজাইন/নকশা যুক্তিসঙ্গত কিনা তা ব্যাখ্যা করতে সারাংশ এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লিখিত বিকল্প ডিজাইন/নকশাসমূহের একটি তুলনা সারণি কার্যকর হতে পারে;
- তুলনার দিকসমূহ প্রকল্পের আকার এবং প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। তবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত:
  - প্রধান নির্দেশকসমূহ, সুফলভোগীগণের সংখ্যা ও প্রকল্পের এলাকা প্রস্তাবিত উপায়গুলোর আওতাভুক্ত থাকবে;
  - প্রস্তাবিত উপায়গুলোর প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ;
  - প্রস্তাবিত উপায়গুলোর ব্যয়;
  - প্রস্তাবিত উপায়গুলোর প্রকল্প সময়কাল; এবং
  - প্রস্তাবিত উপায়গুলোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়।
- সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় নিচের সারণি অনুযায়ী বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

	নাম	বর্ণনা
১	সমস্যা, ঝুঁকি যাচাই ও দুর্বলতা বিশ্লেষণ (Vulnerability)	● সুফলভোগী গ্রুপসমূহ কারা? ● প্রকল্প গ্রহণের ভিত্তি কি?
২	প্রকল্পের লক্ষ্য ও বিকল্প বিশ্লেষণ	● বিকল্প সমাধানগুলো কি?
৩	কারিগরি সম্ভাব্যতা	● পরিকল্পিত সমাধানের জন্য কোন প্রযুক্তিগত বিকল্পগুলি প্রাসঙ্গিক এবং পরামর্শ যোগ্য?
৪	প্রাতিষ্ঠানিক সম্ভাব্যতা	● প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সংহত/দৃঢ় কিনা?
৫	পরিবেশ গত ও সামাজিক প্রভাব যাচাই (ESIA)	● ESIA শ্রেণি ও ফলাফল কি? ● ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন কিনা? ● প্রকল্পের কারিগরি measures এর বিষয়ে এলাকাবাসীর প্রতিক্রিয়ার সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলো কি এবং এ জন্য প্রতিকারের কি উপায় নির্দিষ্ট করা হয়েছে কি?
৬	আর্থিক সম্ভাব্যতা	● প্রকল্পটি বিনিয়োগকারী বা পরিচালনাকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে আর্থিকভাবে লাভজনক কিনা ● পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট অর্থের সংস্থান আছে কিনা
৭	অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা	● প্রকল্পটি সমাজের জন্য মঙ্গলজনক কিনা (আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ)
৮	ঝুঁকি বিশ্লেষণ	● প্রকল্পের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয় ও ফলাফল/সুবিধাদি কিভাবে সুফলভোগী গ্রুপের মধ্যে বন্টন হবে তা কি স্পষ্ট? ● কিভাবে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা হবে?
৯	সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ	● অনুমান পরিবর্তনের ফলে প্রকল্পের ফলাফল পরির্বতনের সম্ভব্যতা?
১০	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	● প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়ন।

সূত্র: SPIMS (2017) Guidance for CBA trainers

গ্রিনবুকে ২০২২ এ প্রদত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদনের ফরমেট বক্স ৫ এ প্রদান করা হয়েছে:

সহায়ক নির্দেশিকা

ডিপিপি'র সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

- ১৭- প্রি-এপ্রেইজাল/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা/প্রাক-বিনিয়োগ সমীক্ষা হয়েছে কিনা [এই অধ্যায়ে বর্ণনাকৃত আইটেমসমূহ]
- প্রতিটি আইটেম (সম্ভাব্যতা সমীক্ষার বিষয়বস্তু ডিপিপি'র প্রতিটি আইটেমের সাথে সম্পর্কিত)

সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]

- প্রতিটি অনুচ্ছেদ

গ্রিনবুকে বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

- ১.১.২- ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার উর্ধ্বে প্রাক্কলিত ব্যয়ের সকল বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ, নিরপেক্ষ ও পেশাদারি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি পরামর্শক কর্তৃক আবশ্যিকভাবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে এবং নির্ধারিত ছকে (সংযোজনী-ক/খ) সম্ভাব্যতা সমীক্ষার প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে। প্রতিবেদনের সুপারিশ ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ (নির্বাহী সার-সংক্ষেপ, ব্যয় প্রাক্কলন, ডিজাইন/কনসেপচুয়াল ডিজাইন ইত্যাদি) প্রকল্প প্রস্তাবের (ডিপিপি) সাথে সংযুক্ত করতে হবে। এছাড়া, প্রকল্পের গুরুত্ব/প্রকৃতি বিবেচনায় ৫০(পঞ্চাশ) কোটি টাকা পর্যন্ত প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে।
- ২১.৪- উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিটি সংস্থা পর্যায়ে নিজস্ব কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কারিগরি কমিটি থাকবে। উক্ত কমিটিতে যথাপ্রয়োজন সংস্থার বাইরের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ/দক্ষ কোন কর্মকর্তা/ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। উক্ত কারিগরি কমিটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন বুঝে নেবে এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরবর্তী প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ বিষয়ে দিক-নির্দেশনাসহ সুপারিশ করবে।

মন্ত্রণালয় যাচাই/মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেটের (MAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অনুসরণ ক-২: সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
- প্রতিটি অংশ

সেক্টর মূল্যায়ন/সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেটের (SAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- প্রস্তুতি যাচাই, খ: প্রস্তুতি যাচাই নিশ্চিতকরণ, খ-১. মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ, ২. সম্ভাব্যতা সমীক্ষা

সূত্র/প্রাসঙ্গিক দলিল/দলিলসমূহ

- গ্রিনবুক ২০২২ এর সংযোজনী ক: সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন (বাংলা);
- গ্রিনবুক ২০২২ এর সংযোজনী খ: সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন (ইংরেজি)।

বক্স ৫ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন

অনুচ্ছেদ ১: মৌলিক তথ্য

১.	প্রকল্পের নাম (সমীক্ষার ভিত্তিতে গৃহীতব্য প্রকল্প)	:	
২.	(ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ (খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা	: :	
৩.	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ (সমীক্ষার ভিত্তিতে গৃহীতব্য প্রকল্প)	:	
৪.	প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় (কোটি টাকায়)	:	
৫.	সেক্টর এবং সাব-সেক্টর	:	
৬.	প্রকল্পের ধরন (পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ ভিত্তিতে)	:	
৭.	প্রকল্পের ভৌগলিক অবস্থান (ক) দেশব্যাপী (খ) বিভাগ (গ) জেলা (ঘ) উপজেলা (ঙ) অন্যান্য (সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা)		
৮.	প্রকল্পের মেয়াদ (সমীক্ষার ভিত্তিতে গৃহীতব্য প্রকল্প)	:	(ক) আরম্ভ: (খ) সমাপ্ত:

অনুচ্ছেদ ২: ভূমিকা

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বর্ণনা করতে হবে:

(ক) প্রকল্পের পটভূমি: যৌক্তিকতা এবং সূচনা (সংশ্লিষ্ট তথ্যসূত্র উল্লেখ করতে হবে);

(খ) সম্ভাব্যতা সমীক্ষার উদ্দেশ্য;

(গ) সম্ভাব্যতা সমীক্ষার পদ্ধতি এবং প্রণালী; এবং

(ঘ) সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংগঠন/কাঠামো।

অনুচ্ছেদ ৩: বাজার/চাহিদা বিশ্লেষণ

প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারি খাতে বিনিয়োগের যৌক্তিকতা/প্রয়োজনীয়তাসহ নিম্নবর্ণিত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে উপস্থাপন করতে হবে:

(ক) **সমস্যা চিহ্নিতকরণ:** সমস্যা ও সমস্যার কারণ (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) চিহ্নিত করতে হবে এবং তা সমাধানের জন্য একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা বর্ণনা করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারি খাতে বিনিয়োগ করা না হলে অর্থাৎ প্রকল্প গ্রহণ করা না হলে সম্ভাব্য ফলাফল (Consequences) সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করতে হবে।

(খ) **প্রকল্প ধারণার প্রাসঙ্গিকতা:** বৈশ্বিক ও জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা/নীতি এবং সংশ্লিষ্ট সেক্টরের কৌশলগত উদ্দেশ্য/লক্ষ্যের সাথে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের (Goals, Outcomes & Outputs) সম্পৃক্ততা (Linkage) উল্লেখ করতে হবে এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা/যৌক্তিকতা তুলে ধরতে হবে।

(গ) **প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় গৃহিতব্য কার্যাবলী:** সমস্যা সমাধানের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন (এই প্রকল্পের ইনপুটস এবং আউটপুটস) তা বর্ণনা করতে হবে। উল্লিখিত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নকারি সংস্থা কিংবা অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক ইতঃপূর্বে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে বর্ণনা করতে হবে (যদি থাকে)।

(ঘ) **অংশীজন (স্টেকহোল্ডার):** প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে এবং বাস্তবায়ন-উত্তর পর্যায়ে পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে এ ধরনের অংশীজন চিহ্নিত করতে হবে।

(ঙ) **চাহিদা বিশ্লেষণ:** নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিস্তারিত পর্যালোচনাপূর্বক সরকারি খাতে বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উল্লেখ করতে হবে:

(i) বর্তমান চাহিদা (বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারকারীর জন্য পরিষেবা সরবরাহকারী/নিয়ন্ত্রক সংস্থা/মন্ত্রণালয়/জাতীয় ও আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস হতে সরবাহকৃত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে);

(ii) প্রস্তাবিত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হলে এবং গ্রহণ করা না হলে উভয় পরিস্থিতিতে (নির্ভরযোগ্য মডেলের উপর ভিত্তি করে) ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরূপণ; এবং

(iii) বিদ্যমান বিধি-বিধান, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ইত্যাদি বিবেচনায় প্রকল্প বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধতা এবং উত্তরণের উপায়।

(চ) **SWOT বিশ্লেষণ:** প্রকল্প বাস্তবায়নে সকল ইতিবাচক দিক (Strengths), সীমাবদ্ধতা/দুর্বলতা (Weakness), সুযোগ (Opportunities) ও হুমকি (Threats) চিহ্নিত করে তা বিশ্লেষণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৪: কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও প্রকৌশলগত বিষয়াদি বিশ্লেষণ

নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সংশ্লিষ্টতা বিশ্লেষণ করে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করতে হবে:

(ক) **অবস্থান:** প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের যৌক্তিকতাসহ ভৌগলিক চিত্রে (মানচিত্রে চিহ্নিত করে এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ভূ-স্থানাঙ্ক চিহ্নিত করে) প্রকল্প এলাকার বর্ণনা। প্রকল্পের জন্য জমি প্রাপ্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য চিহ্নিত জমির মালিকানা কিংবা প্রকল্পের জন্য ব্যবহার সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ করতে হবে। চিহ্নিত জমি বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন কিনা কিংবা ব্যক্তি/অন্য কোন সংস্থার মালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণ/অধিযাচন (Acquisition/Requisition) প্রয়োজন হবে কিনা এবং কোন ইউটিলিটি স্থানান্তরের প্রয়োজন হবে কিনা এ সংক্রান্ত বিষয়াদি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণপূর্বক উপযুক্ত প্রমাণকসহ উপস্থাপন করতে হবে। এছাড়া, মানচিত্রে প্রকল্পের সাইটসহ প্রস্তাবিত স্থানে দুর্যোগ ঝুঁকির সমস্যা (বিদ্যমান ও ভবিষ্যত) চিহ্নিত করতে হবে।

(খ) **কারিগরি নকশা:** প্রকল্পের মূল কর্মকাণ্ড/কার্যক্রমের বর্ণনা, প্রযুক্তি, কারিগরি নকশা এবং বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ থাকতে হবে। মূল আউটপুটের সূচক, কাজের ভৌত পরিমাণের একক (মিটার, বর্গমিটার, কিলোমিটার, সংখ্যা, জনমাস ইত্যাদি) ও অন্যান্য বিষয় উল্লেখ করতে হবে। দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলের জন্য গৃহীত প্রকল্পের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ কিংবা অন্য কোন বিরূপ প্রভাব আছে কিনা তা চিহ্নিত করতে হবে এবং তা মোকাবিলার বিষয় বিবেচনা করে কারিগরি নকশায় সংযুক্ত/প্রতিফলন করতে হবে।

(গ) **আউটপুট পরিকল্পনা:** আউটপুট এবং প্রত্যাশিত ব্যবহার সংক্রান্ত বিবরণ থাকতে হবে। এক্ষেত্রে প্রকল্পের আউটপুট হিসেবে প্রক্ষেপিত সেবা/পরিষেবার বর্ণনা থাকতে হবে।

(ঘ) **ব্যয় প্রাক্কলন:** প্রকল্পের জন্য নকশা প্রণয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন-উত্তর পরিচালনা ইত্যাদি পর্যায়ে আর্থিক সংশ্লিষ্টতা বিবেচনায় নিয়ে প্রমাণকের (ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি) আলোকে স্তরভিত্তিক (বাস্তবায়নপূর্ব, বাস্তবায়নকালীন ও বাস্তবায়ন-উত্তর) ব্যয় প্রাক্কলন করতে হবে।

(ঙ) **প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় নির্ধারণ:** ভৌত কাজের পরিমাণ, প্রকল্প বাস্তবায়নে সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, বরাদ্দ প্রবাহ (এমটিবিএফ সিলিং/প্রক্ষেপণ ও অন্যান্য), প্রকল্পের অগ্রাধিকার ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবসম্মতভাবে একটি সময়সীমা নিরূপণ করতে হবে। প্রস্তাবিত ভৌত কাজের সম্ভাব্য কর্মপরিকল্পনা (যেমন: গ্যান্ট চার্ট) সংযুক্ত করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ৫: পরিবেশগত স্থায়িত্ব, জলবায়ু সহনশীলতা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি বিশ্লেষণ

৫.১ পরিবেশগত, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি বিশ্লেষণ

পরিবেশ, দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সম্ভাব্য ক্ষতি এবং সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণে অর্থনৈতিক প্রভাব সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণিত মূল বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন:

(ক) পরিবেশ, দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আলোচ্য প্রকল্পের কোন প্রভাব বা ঝুঁকি আছে কি না এবং থাকলে তা কী (বিদ্যমান বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত ঝুঁকি বাড়ার ক্ষেত্রে প্রকল্পের কোন প্রভাব এবং/অথবা নতুন কোন ঝুঁকির উদ্ভব হবে কি না)?

(খ) এই ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় কি না?

(গ) নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস/প্রশমিত করতে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হতে পারে?

(ঘ) সরাসরি এ ধরনের ব্যয় না করে প্রয়োজনীয় পরিষেবা বা পণ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য কোন বিকল্প উপায় আছে কি না এবং থাকলে বিকল্প উপায়ের জন্য কত ব্যয় প্রয়োজন হতে পারে?

(ঙ) প্রকল্পের জন্য কী ধরনের মূল্যায়ন প্রয়োজন (যেমন: ইআইএ/ডিআইএ)?

(চ) প্রকল্প বাস্তবায়নে পুনর্বাসন সংক্রান্ত কোন বিষয় জড়িত আছে কি না? থাকলে পুনর্বাসন পরিকল্পনা (মোডালিটি) সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৫.২ প্রকল্পের দুর্যোগ সহনশীলতা মূল্যায়ন

প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত হতে পারে এরূপ অনির্ধারিত কতিপয় বিষয়:

(ক) জরুরি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য আকস্মিক পরিকল্পনা: জরুরি প্রয়োজনে উদ্ধার পরিকল্পনা, ইউটিলিটি পরিষেবা বন্ধ করার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং বিপর্যয়কালে (আগুন, ভূমিকম্প, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি) গুরুত্বপূর্ণ জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে বর্ণনা থাকতে হবে।

(খ) ধারাবাহিক কর্মপরিকল্পনা: পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা এবং জরুরি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিস্তারিত রূপরেখা থাকতে হবে। জরুরি অবস্থায় বিভিন্ন ইউটিলিটি পরিষেবা কিভাবে সরবরাহ করা হবে তা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(গ) পুনরুদ্ধারের সময়: দুর্যোগের পর পুনরুদ্ধার এবং পুনর্বাসনের জন্য কত সময়ের প্রয়োজন হতে পারে তা উল্লেখ করতে হবে।

(ঙ) অবশিষ্ট ঝুঁকি: ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ এবং আরও কোন ঝুঁকি আছে কিনা সে প্রতিবেদনসহ ঝুঁকি হ্রাসের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৬: আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

৬.১ আর্থিক বিশ্লেষণ

নিম্নবর্ণিত বিকল্প বিশ্লেষণসহ ব্যয় ও উপকারের (Costs & Benefits) উপাদানগুলো বাজার মূল্যে বিবেচনা করতে হবে:

(ক) আয় ও ব্যয়ের (Costs & Benefits) উপাদান চিহ্নিতকরণ;
(খ) আয় ও ব্যয়ের (Costs & Benefits) উপাদান আর্থিক মূল্যে রূপান্তর;
(গ) নগদ প্রবাহ (Cash Flow) নিরূপণ;
(ঘ) প্রকল্পের আয়-ব্যয় বিশ্লেষণে বিবেচ্য গুরূত্বপূর্ণ অনুমিতি চিহ্নিতকরণ; এবং
(ঙ) প্রকল্পের নিম্নলিখিত সূচকসমূহ নিরূপণ এবং ফলাফল ব্যাখ্যা:
    (i) ফিনান্সিয়াল নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু (FNPV)
    (ii) ফিনান্সিয়াল বেনিফিট কস্ট রেশিও (FBCR)
    (iii) ফিনান্সিয়াল ইন্টারনাল রেট অব রিটার্ন (FIRR)

৬.২ অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

স্ট্যান্ডার্ড কনভার্শন ফ্যাক্টর (SCF) ব্যবহার করে আর্থিক উপাত্তগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে সমন্বয়পূর্বক সামষ্টিক অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকল্পের আয়-ব্যয় মূল্যায়ন।

(ক) প্রকল্পের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আয়-ব্যয়ের উপাদান চিহ্নিতকরণ;
(খ) প্রয়োজনে সামঞ্জস্যকরণ;
(গ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ড কনভার্শন ফ্যাক্টর (এসসিএফ) ব্যবহার করে কিংবা অন্য কোন প্রমিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক আয়-ব্যয়ের (Costs & Benefits) উপাদানগুলোকে অর্থনৈতিক মূল্যে রূপান্তর;
(ঘ) নগদ প্রবাহ (Cash Flow) নিরূপণ;
(ঙ) গুরূত্বপূর্ণ অনুমিতিসমূহ চিহ্নিতকরণ;
(চ) প্রকল্পের নিম্নলিখিত সূচকসমূহ নিরূপণ এবং ফলাফল ব্যাখ্যা:
    (i) ইকনমিক নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু (ENPV)
    (ii) ইকনমিক বেনিফিট কস্ট রেশিও (EBCR)
    (iii) ইকনমিক ইন্টারনাল রেট অব রিটার্ন (EIRR)

অনুচ্ছেদ ৭: মানব সম্পদ ও প্রশাসনিক সক্ষমতা বিশ্লেষণ (প্রকল্প বাস্তবায়নকালে এবং বাস্তবায়ন-উত্তরকালে)

প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে এবং বাস্তবায়ন-উত্তর পর্যায়ে (Operational Phase) বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (কারিগরি ও আর্থিক) পর্যালোচনা করতে হবে। বিশেষ করে প্রকল্পের আউটপুট হিসেবে নির্মিত/স্থাপিত অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনবল রয়েছে কিনা এবং এর জন্য সংস্থার পরিচালন বাজেটে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের সংস্থান আছে কিনা এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে:

(ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে এবং প্রকল্পের আওতায় নির্মিত/স্থাপিত অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনার জন্য কোন্ ধরনের অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনবল প্রয়োজন?
(খ) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রয়োজনীয় জনবলের যোগান দেওয়ার সক্ষমতা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের আছে কি না? না থাকলে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ/সুপারিশ প্রদান;
(গ) প্রকল্প বাস্তবায়ন-উত্তর পর্যায়ে (Operational Phase) কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (কারিগরি ও আর্থিক) আছে কি না? না থাকলে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ/সুপারিশ প্রদান;
(ঘ) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত/স্থাপিত অবকাঠামো, স্থাপনা ইত্যাদি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনবল রয়েছে কি না? না থাকলে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ/সুপারিশ প্রদান;
(ঙ) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত/স্থাপিত অবকাঠামো, স্থাপনা ইত্যাদি পরিচালনার জন্য সংস্থার পরিচালন বাজেটে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের সংস্থান আছে কি না? না থাকলে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ/সুপারিশ প্রদান;

(চ) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য মেয়াদ (সময়) বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না? এক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন অন্যান্য প্রকল্প এবং ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত প্রকল্পের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে তুলানামূলক বিবরণী প্রদান।

অনুচ্ছেদ ৮: প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত বিষয় বিশ্লেষণ

প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে এবং বাস্তবায়ন-উত্তর পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনগত কোন প্রতিবন্ধকতা আছে কি না? থাকলে তা চিহ্নিত করতে হবে, যেমন:

(ক) রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়টি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের কর্মপরিধির মধ্যে পড়ে কিনা তার বিস্তারিত বিবরণ;
(খ) বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের বিদ্যমান সক্ষমতা এবং অবকাঠামোগত সুবিধা সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কি না?
(গ) বিদ্যমান নীতিমালা এবং/অথবা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর কোন সমন্বয়ের (সংস্কার) প্রয়োজন হবে কি না?
(ঘ) প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে কী ধরনের সমন্বয়ের প্রয়োজন হবে?
(ঙ) সংশ্লিষ্ট সংস্থার দক্ষতা ও সক্ষমতা প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না?
(চ) বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের বাজেটের মধ্যে সীমিত থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হলে কোন প্রণোদনা কিংবা কিংবা ব্যর্থ হলে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ থাকছে কি না?
(ছ) পদ্ধতিগত প্রশাসনিক কোন বিষয় আছে কি না, যা প্রকল্প বাস্তবায়নকে প্রভাবিত করতে পারে? থাকলে তা চিহ্নিত করে গৃহীতব্য ব্যবস্থা সম্পর্কে উল্লেখ করতে হবে;
(জ) কোন ক্রস কাটিং চ্যালেঞ্জ আছে কি না? থাকলে তা চিহ্নিত করে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে উল্লেখ করতে হবে;
(ঝ) অন্যান্য (যদি থাকে)।

অনুচ্ছেদ ৯: ঝুঁকি ও সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ

প্রকল্পের সময়কালে আয়-ব্যয় (Costs & Benefits) প্রবাহের অনিশ্চয়তা থাকলে তা বিবেচনা করতে হবে। বিভিন্ন অবস্থার (Scenario) ভিত্তিতে সিমুলেট করা এবং সংশ্লিষ্ট চুক্তির আলোকে কিভাবে ঝুঁকি হ্রাস করা যায় সে সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে:

(ক) প্রকল্প বাস্তবায়নকে প্রভাবিত করতে পারে এমন প্রধান ঝুঁকিগুলো কী?
(খ) ঝুঁকি দ্বারা প্রকল্প বাস্তবায়ন কিভাবে প্রভাবিত হতে পারে?
(গ) ঝুঁকি উত্তরণের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হবে?
(ঘ) উল্লেখযোগ্যভাবে পৃথক পরিবেশে আর্থিক ও অর্থনৈতিক মডেলগুলোতে ব্যবহৃত অনুমিতিসমূহ কতটা সংবেদনশীল?
(ঙ) ঝুঁকি, আইনগত ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কোন বাধ্যবাধকতা আছে কি না? থাকলে তা দ্বারা প্রকল্প বাস্তবায়ন কতটা বাঁধাগ্রস্ত হতে পারে এবং প্রকল্পের সুবিধা কতটুকু হ্রাস পেতে পারে?

অনুচ্ছেদ ১০: বিকল্প প্রস্তাবনা বিশ্লেষণ

সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা/সুপারিশ এবং যৌক্তিকতাসহ বিকল্প প্রস্তাবনা বিশ্লেষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রস্তাবিত প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রযুক্তি ও কৌশল বিবেচনাপূর্বক এগুলোর সুবিধা-অসুবিধা বর্ণনাসহ যে প্রযুক্তি কিংবা কৌশল সুপারিশ করা হচ্ছে তার যৌক্তিকতাসহ বর্ণনা করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১১: সুপারিশ ও উপসংহার

প্রকল্প বাস্তবায়নকে বাঁধাগ্রস্ত করতে পারে এ ধরনের জটিল বিষয় চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করতে হবে যা সমীক্ষার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ দ্বারা সমর্থিত।

অনুচ্ছেদ ১২: সংযুক্তি

কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও প্রকৌশলগত বিস্তারিত ডিজাইন, স্থাপনার প্রোটোটাইপ ডিজাইন, আর্থিক ও অর্থনৈতিক মডেল এবং সংশ্লিষ্ট সহায়ক দলিলপত্র সংযুক্ত করতে হবে।

সূত্র: সংযোজনী ক, গ্রিনবুক ২০২২

আইটেম ১৮. আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

[নোট] ১২% ডিসকাউন্ট রেট অনুযায়ী হিসাব বিবরণী সংযুক্ত করতে হবে।

১৮.১ নিট প্রেজেন্ট ভ্যালু (NPV)
  (i) আর্থিক
  (ii) অর্থনৈতিক
১৮.২ বেনিফিট কস্ট রেশিও (BCR)
  (i) আর্থিক
  (ii) অর্থনৈতিক
১৮.৩ ইন্টারনাল রেট অব রিটার্ন (IRR)
  (i) আর্থিক
  (ii) অর্থনৈতিক

প্রকল্পের NPV, BCR, ও IRR এর প্রেক্ষিতে/বিবেচনায় প্রকল্প প্রণয়নকারী প্রকল্পের আর্থিক ও অর্থনৈতিক মূল্য বিশ্লেষণ করবেন। সকল উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য প্রকল্পের অর্থনৈতিক মূল্য প্রাক্কলন করা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে, উন্নয়ন প্রকল্প আয়-উৎপাদক হলে, প্রকল্পের আর্থিক মূল্য প্রাক্কলন করা প্রয়োজনীয়, যা এই হ্যান্ডবুকে পরবর্তীতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

	নীট বর্তমান মূল্য (NPV)	**ব্যয়-আয় অনুপাত (BCR)**	**অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের হার (IRR)**
আর্থিক	FNPV	FBCR	FIRR
অর্থনৈতিক	ENPV	EBCR	EIRR

আর্থিক এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের রূপরেখা বক্স ৬- এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য, CBA হ্যান্ডবুক দেখুন।

(ক) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন

প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আঙ্গিকে এই আইটেমের তথ্যগুলো পরীক্ষা করবেন:

- প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি আয় উৎপাদনকারী নাকি অ-আয় উৎপাদনকারী? (বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিচের বক্স ৭-এ প্রদান করা হয়েছে)
- Incremental Analysis সঠিকভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা?
- তথ্যের উৎস ও ব্যয় প্রাক্কলন কি নির্ভরযোগ্য কিনা?
- ইনপুট/ব্যয় এবং সুফল/ফলাফল/প্রভাব কি যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা?
- BCR/IRR/NPV গণনার জন্য স্থিরমূল্য (constant price) ব্যবহার করা হয়েছে কিনা?
- প্রকল্প পরিষেবাগুলোর চাহিদা সম্পর্কে অনুমানগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিনা?
- অন্যান্য প্রধান অনুমানসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে কিনা?
- ডিস্কাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো (DCF) সঠিকভাবে গণনা করা হয়েছে কিনা?
- অর্থনৈতিক মূল্য এবং রূপান্তর ফ্যাক্টর (Conversion Factor) অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে কিনা?
- অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে সব উল্লেখযোগ্য প্রভাব (ভূমি, পুনর্বাসন, পরিবেশ এবং বিশ্বব্যাপী গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন) অন্তর্ভুক্ত আছে কিনা?
- মিশ্র উৎসের অর্থায়নের জন্য অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা এবং যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিনা?
- সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ (Sensitivity Analysis) করা হয়েছে কি? সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণের ফলাফল পর্যাপ্ত কিনা?

তথ্যসূত্র: মূল ধারণা

আয় সৃষ্টিকারী/অ-আয়-সৃষ্টিকারী প্রকল্পসমূহের পার্থক্য নির্ণয় করা যায়:

- আয় সৃষ্টি করে না এমন প্রকল্প হলো রাস্তা, সেতু, এবং অন্যান্য সরকারি দ্রব্য যেখানে সরাসরি কোন ব্যবহার ফি প্রয়োজন হয় না। এই ধরনের প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সবসময় সরকারের পরিচালন বাজেট অথবা অনুদান বা প্রকল্প সাহায্যের উপর নির্ভরশীল।
- আয় সৃষ্টিকারী প্রকল্প হলো জ্বালানি নেটওয়ার্ক অবকাঠামো, আইসিটি নেটওয়ার্ক, বন্দর, রেল, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি। এই ধরনের প্রকল্পে সম্পূর্ণ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বহনের জন্য পর্যাপ্ত রাজস্ব আহরণ করা যাবে এবং কিছু প্রকল্প সম্পূর্ণ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যবহার ফি, অন্যান্য ফি/রাজস্ব আহরণ পর্যাপ্ত নয়। আর্থিক স্থায়িত্বশীলতা অর্জন নিশ্চিত হবে তখনই, যদি সরকার বা অন্য কোন উৎস থেকে আর্থিক শুন্যতা পূরণ করা হয়।

সূত্র: অংশ ৬, MAF, ২০১৮

(খ) প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার উত্তর

উপরের ‘ক’ তে বর্ণিত প্রশ্নের উত্তরে প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রদান করবেন:

যখন প্রস্তাবিত প্রকল্পে আর্থিক এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয়, তখন প্রকল্প প্রণয়নকারী শুধু আর্থিক এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এবং গণনা সিটের ফলাফলই নয় বরং নিচের সারণি এ তালিকাভুক্ত তথ্যসমূহও প্রদান করবেন।

আর্থিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে:

আইটেমসমূহ	**(ক) ডিপিপি’তে প্রস্তাবিত বর্ণনা ও সংযুক্তি**		**(খ) মন্তব্য ও পরামর্শ**
ইকোনমিক লাইফ (বছর)			
আর্থিক ব্যয় এর (খরচের) সংক্ষিপ্ত বর্ণনা			
মোট আর্থিক ব্যয় (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়সহ) (টাকা)			
আর্থিক সুবিধা (Benefit) এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা			
মোট আর্থিক সুবিধা (টাকা)			
কর, মূল্য সংযোজন কর	☐ অন্তর্ভুক্ত আছে	☐ অন্তর্ভুক্ত নাই	
প্রাইস কন্টিনজেন্সি (Price contingency)	☐ অন্তর্ভুক্ত আছে	☐ অন্তর্ভুক্ত নাই	
ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি (Physical contingency)	☐ অন্তর্ভুক্ত আছে	☐ অন্তর্ভুক্ত নাই	
মূল অনুমানসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা/প্যারামিটারসমূহ			
সংবেদনশীলতা প্রতিবেদনের ফলাফল: কোন অনুমান/প্যারামিটারসমূহ খরচ এবং সুবিধার জন্য বেশি সংবেদনশীল?			
বাট্টার হার (Discount Rate)			
আর্থিক NPV (FNPV)	☐ FNPV≤0	☐ FNPV>0	
আর্থিক BCR (FBCR)	☐ FBCR≤1	☐ FBCR>1	
আর্থিক IRR (FIRR)	☐ FIRR≤ Discount Rate	☐ FIRR> Discount Rate	

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে:

আইটেমসমূহ	**(ক) ডিপিপি’তে প্রস্তাবিত বর্ণনা ও সংযুক্তি**		**(খ) মন্তব্য ও পরামর্শ**
ইকোনমিক লাইফ (বছর)			
অর্থনৈতিক ব্যয় এর (খরচের) সংক্ষিপ্ত বর্ণনা			
মোট অর্থনৈতিক ব্যয় (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়সহ) (টাকা)			
অর্থনৈতিক সুবিধা (Benefit) এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা			
মোট অর্থনৈতিক সুবিধা (টাকা)			
বাহ্যিক প্রভাব (Externalities) (যদি থাকে)			
কর, মূল্য সংযোজন কর	☐ অন্তর্ভুক্ত আছে	☐ অন্তর্ভুক্ত নাই	
প্রাইস কন্টিনজেন্সি (Price contingency)	☐ অন্তর্ভুক্ত আছে	☐ অন্তর্ভুক্ত নাই	
ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি (Physical contingency)	☐ অন্তর্ভুক্ত আছে	☐ অন্তর্ভুক্ত নাই	
Conversion Factor (রূপান্তর ফ্যাক্টর)			
মূল অনুমানসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা/প্যারামিটারসমূহ			
সংবেদনশীলতা প্রতিবেদনের ফলাফল: কোন অনুমান/প্যারামিটারসমূহ খরচ এবং সুবিধার জন্য বেশি সংবেদনশীল?			
বাট্টার হার (Discount Rate)			
অর্থনৈতিক NPV (ENPV)	☐ENPV≤0	☐ ENPV>0	
অর্থনৈতিক BCR (EBCR)	☐EBCR≤1	☐ EBCR>1	
অর্থনৈতিক IRR (EIRR)	☐EIRR≤ Discount Rate	☐ EIRR> Discount Rate	

(গ) সূত্র

তথ্যের উৎস: প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা Guidance for CBA trainers এবং “Handbook on the Cost-Benefit Analysis of Public Investment Projects: Applications with Excel Examples” দেখে নেবেন।

নমুনা: নিম্নলিখিত বুলেট পয়েন্টগুলো বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

- ২০১৪ সালে সম্ভাব্য খুচরা গ্রাহকের সংখ্যা ২২৪,০০০ এবং বাল্কের জন্য ৭৫০। এই সংখ্যাগুলি ৬ষ্ঠ বছর পর্যন্ত খুচরা গ্রাহকের জন্য বার্ষিক ৫.৫% এবং বাল্কের জন্য ৪.০% বৃদ্ধি পাবে। পরবর্তিতে, ১৪ তম বছর পর্যন্ত খুচরার গ্রাহকের জন্য ৬.০% এবং তারপরে বাল্কের জন্য ৫.০% হারে বৃদ্ধি পাবে। ১৫ তম বছর থেকে গ্রাহক সংখ্যায় আর কোন বৃদ্ধি হবে না;
- ২০১৪ সালে খুচরা গ্রাহক প্রতি মাথাপিছু বিদ্যুতের ব্যবহার ৩৫০ kWh এবং বাল্ক গ্রাহক প্রতি ১৮০,০০০ kWh। এটি ৭ম বছর পর্যন্ত খুচরা গ্রাহকের জন্য জন্য বার্ষিক ৮.০% এবং বাল্কের জন্য ৭.৫% হারে বৃদ্ধি পাবে। মাথাপিছু খরচ বৃদ্ধির হার ৮ম বছরে খুচরা গ্রাহকের জন্য ৮.৮% এবং বাল্কের জন্য ৮.৮% পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। পর্যায়ক্রমে, ১২ তম বছরে খুচরা গ্রাহকের জন্য ৯.০% এবং বাল্কের জন্য ৮.৮% এবং ১৭ তম বছর থেকে ২৪ তম বছর পর্যন্ত খুচরা গ্রাহকের জন্য ১০.০% এবং বাল্কের জন্য ৯.০%-এ বৃদ্ধি

পাবে। তারপরে আর কোন বৃদ্ধি পাবেনা;

- ২০১৪ সালে বিতরণ নেটওয়ার্ক কভারেজ ৩০% থেকে বার্ষিক ১০% বৃদ্ধি পেয়ে ৮ম বছরে ১০০% পৌঁছাবে;
- খুচরা এবং বাল্ক উভয় গ্রাহকদের জন্য গড় বিক্রয় মূল্য ৫.৮৩ টাকা প্রতি kWh ধরা হয়েছে এবং বাস্তব মেয়াদে এটি বৃদ্ধি পাবে না;
- বিতরণ নেটওয়ার্কের সিস্টেম লস ১০% ধরে নেওয়া হবে;
- ক্রয়কৃত বিদ্যুতের দাম প্রতি কিলোওয়াট ৪.৫৮ টাকা ধরে নেয়া হয়েছে এবং বাস্তব বাস্তব মেয়াদে এটি বৃদ্ধি পাবে না;
- প্রকল্পের মোট সম্পদের জন্য নগদ অপারেটিং খরচ ধরা হয়েছে ৯.১%;
- প্রকল্প মূলধন ব্যয় (প্রাইস কন্টিনজেন্সি প্রাক্কলনের পূর্বে) আনুমানিক ৪৮,৬৭৭ লাখ টাকা;
- এটি ২০%, ৫৯% এবং ২১% হারে বিতরণ অনুপাতসহ তিন বছরের মধ্যে বিতরণ করা হবে;
- আর্থিক বিশ্লেষণ একটি নিত্য মূল্যের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়;
- প্রকল্পের কার্যক্রম ৩০ বছর পর্যন্ত পরিচালিত হবে।

সহায়ক নির্দেশিকা

ডিপিপি'র সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ
- ১৮- আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ (হিসাব বিবরণী সংযুক্ত করেতে হবে) [এই অধ্যায়ে বর্ণনাকৃত আইটেমসমূহ] - সকল আইটেমসমূহ
সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]
- অনুচ্ছেদ ৬- আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ - অনুচ্ছেদ ৯- ঝুঁকি ও সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ - অনুচ্ছেদ ১০- বিকল্প প্রস্তাবনা বিশ্লেষণ
গ্রিনবুকে বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ
- ১.১.৮.২ প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন এবং ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও যথার্থতা: - (ছ) বস্তুনিষ্ঠ আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ। - ১.১২- বেসরকারি উদ্যোগে বাস্তবায়নের সম্ভাবনা রয়েছে এ ধরনের প্রকল্প এডিপিতে অন্তর্ভুক্তি পরিহার করতে হবে।
মন্ত্রণালয় যাচাই/মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেটের (MAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ
- অংশ ৫- সেক্টর নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ/সেক্টর নির্দিষ্ট বিশেষ চাহিদাসমূহ
সেক্টর মূল্যায়ন/সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেটের (SAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ
- অংশ ১- প্রকল্পের মৌলিক/গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি, খ. ব্যয়-আয় বিশ্লেষণ পুণঃনিরীক্ষণ
সূত্র/প্রাসঙ্গিক দলিল/দলিলসমূহ
- GOB-SPIMS Handbook of CBA for Public Investment Projects: Excel উদাহরণ সহ অ্যাপ্লিকেশন।

বক্স ৬ আয়-ব্যয় বিশ্লেষণের মৌলিক ধারণা

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ (EA): দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে কোন প্রকল্প গ্রহণ/নির্ধারণের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে [গ্রিনবুক ২০২২- অনুচ্ছেদ ১.১.৫ (ঘ)]। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত "বাট্টার হার" (Discount rate) কে সামাজিক বাট্টার হার (SDR) বলা হয়। যদি কোন প্রকল্পের EIRR>Social Discunt Rate হয় তাহলে তা দেশের কল্যাণে যথেষ্ট পরিমাণে অবদান রাখবে বলে ধারণা করা হয় এবং প্রকল্পটি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। এটি অর্থনৈতিক দক্ষতার আর্থিক নীতি তত্ত্বের (Fiscal policy principle) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ (EA) সমাজের কল্যাণের বিবেচনায় প্রকল্পের সকল গুরূত্বপূর্ণ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক দিক ও প্রভাবসমূহের আর্থিক মূল্য নির্ণয় করে। এই হিসাব/নির্ণয় প্রক্রিয়ায় ১) Input & Output সমূহ Traded and non traded goods, production factor ও externalities এ শ্রেণিভুক্ত করা হয় এবং ২) Conversion factor, ও "দাম দিতে ইচ্ছুক"(Willingness to Pay Values) মূল্যের উপাত্ত ব্যবহার করে ৩) প্রস্তাবিত প্রকল্পের EIRR, ENPV, ও EBCR নির্ণয় /হিসাব করা হয়।

আর্থিক বিশ্লেষণ (FA): প্রকল্পের অর্থায়নের প্রয়োজন, লাভজনকতা (Profitability) ও আর্থিক স্থায়িত্বশীলতা সম্বন্ধে তথ্য প্রদান করে। প্রকল্প কর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্যাদি ও সেবাসমূহের দাম কোন পর্যায়ে নির্ধারণ করলে সম্পূর্ণ ব্যয়/খরচ "উঠানো" (recover) সম্ভব হবে, আর্থিক বিশ্লেষণ তার হিসাব নির্ণয় করতে পারে। লাভজনকতার প্রধান নির্দেশক হচ্ছে সম্পূর্ণ বিনিয়োগের আর্থিক অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের হার (FIRRi) ও equity capital (FIRRc); আর্থিক নীট বর্তমান মূল্য (FNPV) ও আর্থিক আয়-ব্যয় অনুপাত (FBCR) এই বিষয়ে এক নজরে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে।

EIRR, ENPV ও EBCR ইত্যাদি নির্দেশকসমূহ স্থির মূল্যে দেখানো হয়। Non-Financial Operation এর নীট Cash প্রবাহের উপর Discounted Cash Flow (DCF) কৌশল ব্যবহার/প্রয়োগের মাধ্যমে এই হিসাব নির্ণয় করা হয়। সরকার সকল সেক্টরের আর্থিক বিশ্লেষণের জন্য একটি (সকল সেক্টরের জন্য) ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের জন্য একটি পৃথক বাট্টার হার (discount rate) নির্ধারণ করে দেয়। উল্লেখ্য যে, স্থির মূল্যের জন্য ব্যবহৃত বাট্টার হার চলতি মূল্যের (nominal price) জন্য ব্যবহৃত বাট্টার হার থেকে ভিন্ন, যার পরিমাণ হবে মূল্যস্ফিতি হারের কাছাকাছি।

অর্থনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা এবং আর্থিক স্থায়িত্ব এই দুটি বিষয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে প্রকল্পের মূল্য (Value) বিচার করা হয়। দুটি বিষয় তিনটি নির্দেশকের মাধ্যমে দেখানো হয়ে থাকে, যথা, ১) NPV, ২) BCR, এবং ৩ IRR।

- Net Present Value (NPV) (প্রকল্প প্রণয়নের সময়) একটি প্রকল্পের অর্থনৈতিক পূর্ণ সময়ের ব্যয় ও লাভের বর্তমান মূল্যের প্রবাহ দেখায়। Discounting Technique ও একটি নির্দিষ্ট discount factor (DF) ব্যবহার করে NPV হিসাব করা হয়। EA এর ক্ষেত্রে SDR এবং FA এর ক্ষেত্রে market interest rate of discount (MRD) ব্যবহার করা হয়। কোন নির্দিষ্ট SDR প্রয়োগের ফলে, NPV>0 হলে net benefit (the difference between the NPV of all revenues/benefits and the NPV of all costs) ধনাত্বক হবে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত Discount Rate-ই হল SDR।
- বেনিফিট কস্ট রেশিও (BCR) প্রকল্পের কর্মক্ষমতার একটি আপেক্ষিক সূচক প্রকাশ করে। BCR> 1.1এর মানে হল, প্রকল্পের সুবিধার NPV, প্রকল্পের খরচের NPV থেকে 10% বেশি। BCR= 1 এর অর্থ হল, প্রদত্ত ডিসকাউন্ট হারে সুবিধার NPV এবং খরচের NPV সমান।
- ইন্টারনাল রেট অব রিটার্ন (IRR) বিনিয়োগের উপর রিটার্ন প্রকাশ করে IRR সেই ডিসকাউন্ট রেট দেখায়, যা অ-আর্থিক ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রকল্পগুলির নেট নগদ প্রবাহের NPV শূন্য হয়। যদি EA তে প্রতীয়মান হয় যে, EIRR> SDR, তাহলে প্রকল্পের কর্মক্ষমতা SDR-এর সাথে GOB দ্বারা সংজ্ঞায়িত welfare benchmark এর চেয়ে ভালো হবে; যদি FA তে প্রতীয়মান হয় যে, FIRR> MDR, তাহলে এর মানে হল প্রকল্পটি সমস্ত stakeholder দের জন্য লাভজনক হবে।

সূত্র: SPIMS (2017) Guidance for CBA trainers

ব্যয়-আয় বিশ্লেষণ এর জন্য ব্যবহৃত সিদ্ধান্ত ম্যাট্রিক্স

নিম্নে উল্লিখিত ম্যাট্রিক্স ব্যবহার করে আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত IRR এর তথ্য সরকারি বিনিয়োগের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের অর্থ বরাদ্দের ন্যায্যতা সম্পর্কে অবহিত করা যায়।

- **No Go**: আর্থিক ও অর্থনৈতিক, উভয় সূচকসমূহ অসন্তোষজনক।
- **GO and Finance the Gap:** এখানে, অর্থনৈতিক সূচকসমূহ সন্তোষজনক তবে আর্থিক সূচকসমূহ নয়। এক্ষেত্রে, দেশের উন্নয়নে পণ্য/সেবা/অবকাঠামো নির্মাণ সম্পর্কিত প্রকল্প আর্থিকভাবে লাভজনক না হলেও প্রয়োজনীয় পরিমাণে সরকারি বিনিয়োগ করা যেতে পারে।
- **Go but no Subsidies:** আর্থিক ও অর্থনৈতিক উভয় সূচকসমূহ সন্তোষজনক। সেক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগের পরিবর্তে বেসরকারি সেক্টরের বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা এবং সরকার কর্তৃক রেগুলেট করা প্রয়োজন।
- **Go & Tax or Internalized Welfare Cost:** এখানে, আর্থিক সূচকসমূহ সন্তোষজনক তবে অর্থনৈতিক সূচকসমূহ নয়। এ ধরনের প্রকল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট জনকল্যাণে নেতিবাচক বিষয়সমূহ প্রশমনের জন্য ব্যয় আর্থিক বিশ্লেষণে হিসাব করতে হবে (যেমন, দূষণ প্রতিরোধে অতিরিক্ত বিনিয়োগ কর)।

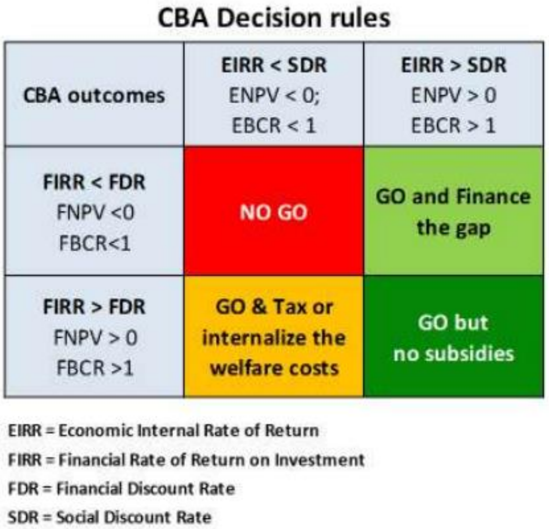

CBA Decision rules

CBA outcomes	EIRR < SDR ENPV < 0; EBCR < 1	EIRR > SDR ENPV > 0 EBCR > 1
FIRR < FDR FNPV <0 FBCR<1	NO GO	GO and Finance the gap
FIRR > FDR FNPV > 0 FBCR >1	GO & Tax or internalize the welfare costs	GO but no subsidies

EIRR = Economic Internal Rate of Return
FIRR = Financial Rate of Return on Investment
FDR = Financial Discount Rate
SDR = Social Discount Rate

সূত্র: SPIMS (2017) Guidance for CBA trainers

আইটেম ১৯. সমজাতীয় প্রকল্প থেকে অর্জিত জ্ঞান/অভিজ্ঞতা

১৯. সমজাতীয় প্রকল্প থেকে অর্জিত জ্ঞান/অভিজ্ঞতা:

১৯.১ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে যে সকল বিষয় অবদান রেখেছে তার বিবরণ:

১৯.২ যে সকল বিষয় ভাল ফলাফল দেয়নি তার বিবরণ:

ডিপিপি'র ১৯. নং আইটেমে প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিজাইন ও বাস্তবায়নে শুধু অর্জিত জ্ঞান/অভিজ্ঞতা নয়, এর সাথে যে সমস্ত উত্তম পদ্ধতি ও রীতি ব্যবহৃত হবে তাও উল্লেখ করতে হবে।

(ক) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন

প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আঙ্গিকে এই আইটেমের তথ্যগুলো পরীক্ষা করবেন:

- সমজাতীয় প্রকল্প থেকে অর্জিত জ্ঞান/অভিজ্ঞতা ও উত্তম রীতি ও পদ্ধতিসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা?
- যদি হয়ে থাকে, তাহলে কোন কোন জ্ঞান/অভিজ্ঞতা ও উত্তম রীতি/পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং এগুলো প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য কতটুকু প্রাসঙ্গিক?
- যদি না হয়ে থাকে, তাহলে অর্জিত জ্ঞান/অভিজ্ঞতা, ও রীতি/পদ্ধতিসমূহ প্রস্তাবিত প্রকল্পে কেন গ্রহণ করা হলো না?

(খ) প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার উত্তর

উপরের 'ক' তে বর্ণিত অংশের প্রশ্নের উত্তরে প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রদান করবেন:

- যদি অর্জিত জ্ঞান/অভিজ্ঞতা ও রীতি/পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তাহলে প্রধান প্রধান গুলোর বর্ণনা দিন;
- যদি গ্রহণ করা না হয়ে থাকে, তাহলে তার কারণ বর্ণনা করুন।

(গ) সূত্র

পরামর্শ: এই আইটেম পূরণের সময় প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন:

- প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত সারণি অনুযায়ী যাচাই/মূল্যায়নের বিভিন্ন দিক (Evaluation Criteria) যেমন ১) প্রাসঙ্গিকতা ২) কার্যকারিতা, ৩) দক্ষতা, ৪) প্রভাব, ৫) স্থায়ীত্বশীলতা এবং ৬) ঝুঁকি সর্ম্পকে অর্জিত জ্ঞান/অভিজ্ঞতার একটি সার-সংক্ষেপ সারণি-৭ প্রস্তুত করতে পারেন এবং এতে সকল আইটেমের অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন নাও হতে পারে।

	বিষয়/দিক	**১) উত্তম রীতি/পদ্ধতি এবং ২) অর্জিত জ্ঞান/অভিজ্ঞতা**	**প্রস্তাবিত প্রকল্পে কিভাবে এ সমস্ত রীতি/পদ্ধতি ও জ্ঞান গ্রহণ করা হবে**
১	প্রাসঙ্গিকতা		
২	কার্যকারিতা		
৩	দক্ষতা		
৪	প্রভাব		
৫	স্থায়ীত্বশীলতা		
৬	ঝুঁকি		

তথ্যের উৎস: প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা প্রকল্প মূল্যায়নের বিষয়বস্তু উপলব্ধি করা ও এই আইটেম পূরণের

জন্য সমজাতীয় সদ্য সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পের নিচের দলিলপত্র দেখবেন:

- প্রকল্প অগ্রগতি প্রতিবেদন;
- সমজাতীয় প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন;
- সমাজাতীয় প্রকল্পের জন্য আইএমইডি প্রণীত প্রকল্প প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন;
- সমাপ্ত প্রকল্পের উপর আইএমইডি প্রণীত টার্মিনাল মূল্যায়ন প্রতিবেদন।

সহায়ক নির্দেশিকা

ডিপিপি’র সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ
- ১৪- প্রকল্পের পটভূমি সংক্রান্ত তথ্য [এই অধ্যায়ে বর্ণনাকৃত আইটেমসমূহ] - ১৫- প্রকল্পের বিবরণ - ১৯- সমজাতীয় প্রকল্প থেকে অর্জিত জ্ঞান/অভিজ্ঞতা - ৩১/৩২ (বৈদেশিক অর্থায়নে জড়িত থাকলে)- ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও প্রশমনের উপায়
সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]
- অনুচ্ছেদ ৯: ঝুঁকি ও সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ
গ্রিনবুকে বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ
- ১.১.৭- সমজাতীয় প্রকল্পের ফলাফল বিবেচনা ও দ্বৈততা পরিহার: - ক) প্রস্তাবিত প্রকল্পের সমজাতীয় কোন প্রকল্প ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত হয়ে থাকলে তার ফলাফল ও অভিজ্ঞতা এবং বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্য ঝুঁকি উত্তরণের পরিকল্পনা/কৌশল নির্ধারণ।
মন্ত্রণালয় যাচাই/মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেটের (MAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ
- সকল অংশ
সেক্টর মূল্যায়ন/সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেটের (SAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ
- সকল অংশ
সূত্র/প্রাসঙ্গিক দলিল/দলিলসমূহ
- প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন; - প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন; - আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত টার্মিনাল মূল্যায়ন প্রতিবেদন; - আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন।

আইটেম ২০. আইটেমভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও তারিখ

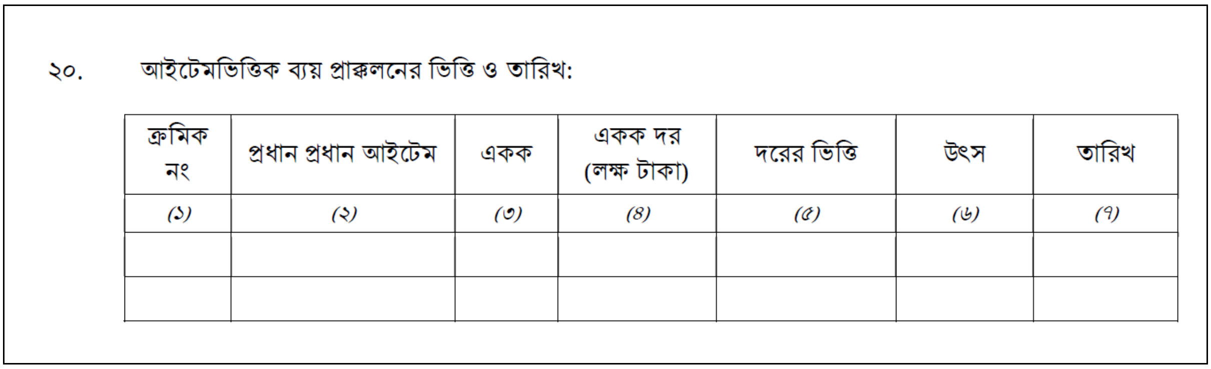

২০. আইটেমভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও তারিখ:

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান আইটেম	একক	একক দর (লক্ষ টাকা)	দরের ভিত্তি	উৎস	তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)

(ক) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন

প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আঙ্গিকে এই আইটেমের তথ্যগুলো পরীক্ষা করবেন:

- ব্যয় প্রাক্কলন প্রমিত মান/সর্বশেষ রেট/সাম্প্রতিক সিডিউল/বেতন স্কেল এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা?
- নন-সিডিউল আইটেমগুলোর (যেমন- মেডিকেল, আইসিটি এবং অন্যান্য বিশেষায়িত যন্ত্রপাতি/উপকরণ/পণ্য) ডিজাইনের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বাজারমূল্য বিবেচনা করে আইটেমভিত্তিক ইউনিট মূল্যের তালিকা অনুসরণ করা হয়েছে কিনা?
- প্রকল্পের আইটেম ওয়ারী ব্যয় প্রাক্কলন প্রমিত মান ও প্রচলিত বাজার দর অনুযায়ী যর্থার্থ ও বিশ্বাসযোগ্য কিনা?

(খ) প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার উত্তর

উপরের ‘ক’ তে বর্ণিত অংশের প্রশ্নের উত্তরে প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত তথ্য প্রদান করবেন:

- ব্যয় প্রাক্কলনের প্রমাণস্বরূপ প্রধান আইটেম ওয়ারী একক দর ও তার উৎস (ভিত্তি*) সংক্রান্ত তথ্য।
  *ভিত্তি হলো সর্বশেষ প্রমিত মান/রেট সিডিউল/বেতন স্কেল, বা নন-সিডিউল আইটেম এর ক্ষেত্রে বাজার মূল্য।

(গ) সূত্র

পরামর্শ: প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা এই আইটেম পূরণের সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন:

- প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা ভিত্তি ও উৎস উল্লেখপূর্বক সর্বশেষ তথ্য ব্যবহার করবেন;
- প্রকল্পের প্রধান ব্যয়ের অঙ্গগুলির তথ্য মোট ক্রয় পরিকল্পনায় (ডিপিপি’র ১২.১ নং আইটেম) প্রদান করা হয়ে থাকে।

তথ্যের উৎস: প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা প্রকল্প মূল্যায়নের বিষয়বস্তু উপলব্ধি করবেন ও এই আইটেম পূরণের জন্য নিম্নোক্ত দলিলপত্র দেখবেন:

- রেট সিডিউল/অবকাঠামো সংক্রান্ত ব্যয় প্রাক্কলনের প্রমিত মানসমূহ;
- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত ও অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত “সিডিউল রেট”;
- সর্বশেষ বেতন স্কেল;
- বর্তমান বাজার দর;
- মূল্যস্ফীতির হার।

সহায়ক নির্দেশিকা

ডিপিপি’র সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

- ৯- প্রাক্কলিত ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ
- ১১.১- প্রস্তাবিত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কাঠামো (সংযোজনী-২)
- ১২.১- প্রকল্প ক্রয় পরিকল্পনা (সংযোজনী-৩(ক), ৩(খ), ৩ (গ))
- ২০- আইটেমভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও তারিখ [এই অধ্যায়ে বর্ণনাকৃত আইটেমসমূহ]
- ২১- সমজাতীয় অন্যান্য চলমান প্রকল্পের প্রধান প্রধান আইটেমের সাথে তুলনামূলক বিবরণ
- ২২- প্রকল্পের বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ (সংযোজনী-৫ (ক) এবং ৫(খ))

সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]

- অনুচ্ছেদ ৪: কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও প্রকৌশলগত বিষয়াদি বিশ্লেষণ, ঘ) ব্যয় প্রাক্কলন

গ্রিনবুকে বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

- ১.১.৮- প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন এবং ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও যথার্থতা:
- ১.১.৮.১- জনসংখ্যা, জেলা/উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান, দুর্গম অঞ্চল ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে জোনভিত্তিক ভৌত নির্মাণের ইউনিট ব্যয় (রেট সিডিউল) নির্ধারণ করবে। উক্ত রেট সিডিউল অনুসরণ করে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন করতে হবে। এছাড়া নন-সিডিউল আইটেমের (মেডিকেল, আইসিটি ও অন্যান্য বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি/সামগ্রী/সরঞ্জামাদি ইত্যাদি) ক্ষেত্রে বাজার দর বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ আইটেমভিত্তিক একক দর সংবলিত তালিকা প্রস্তুত করবে এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক উক্ত তালিকার ভিত্তিতে প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন করতে হবে।
- ১.১.৮.২ প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন এবং ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও যথার্থতা:
  ক) প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি/যথার্থতা উল্লেখসহ পরামর্শক, জনবল, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি খাতে ব্যয় বাস্তবভিত্তিককরণ (ঙ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে জমির বর্তমান বাজার দর সংক্রান্ত তথ্য, জমির উপর বিদ্যমান সম্পদ (অবকাঠামো, গাছপালা ইত্যাদি) এবং প্রকল্প অনুমোদনের পর জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরুর সম্ভাব্য সময় ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে জমি অধিগ্রহণ খাতে ব্যয় প্রাক্কলন।
- ৩.১.৪- প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়, অঙ্গভিত্তিক ব্যয় ইত্যাদি পরীক্ষার পাশাপাশি স্পেসিফিকেশন, ডিজাইন, মূল্য নির্ধারণের ভিত্তি, ‘পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬’ এবং ‘পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮’ প্রকল্প প্রস্তাবে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করতে হবে।

মন্ত্রণালয় যাচাই/মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেটের (MAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অংশ ৭- মূল্যায়ন মানদণ্ড, ৩. দক্ষতা, (১.১) প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন

সেক্টর মূল্যায়ন/সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেটের (SAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অংশ ৪- ব্যয়ের প্রাসঙ্গিকতা, ১. প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যয় প্রাক্কলন

সূত্র/প্রাসঙ্গিক দলিল/দলিলসমূহ

- রেট সিডিউল: সড়ক ও জনপথ বিভাগ (আরএইচডি);
- রেট সিডিউল: স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি);
- রেট সিডিউল: গণপূর্ত বিভাগ (PWD);
- প্রাসঙ্গিক সেক্টর/প্রাসঙ্গিক অবকাঠামো প্রকল্পের রেট সিডিউল/ব্যয় প্রাক্কলন স্ট্যান্ডার্ড;
- সর্বশেষ বেতন স্কেল।

আইটেম ২১. সমজাতীয় অন্যান্য চলমান প্রকল্পের প্রধান প্রধান আইটেমের সাথে তুলনামূলক বিবরণ

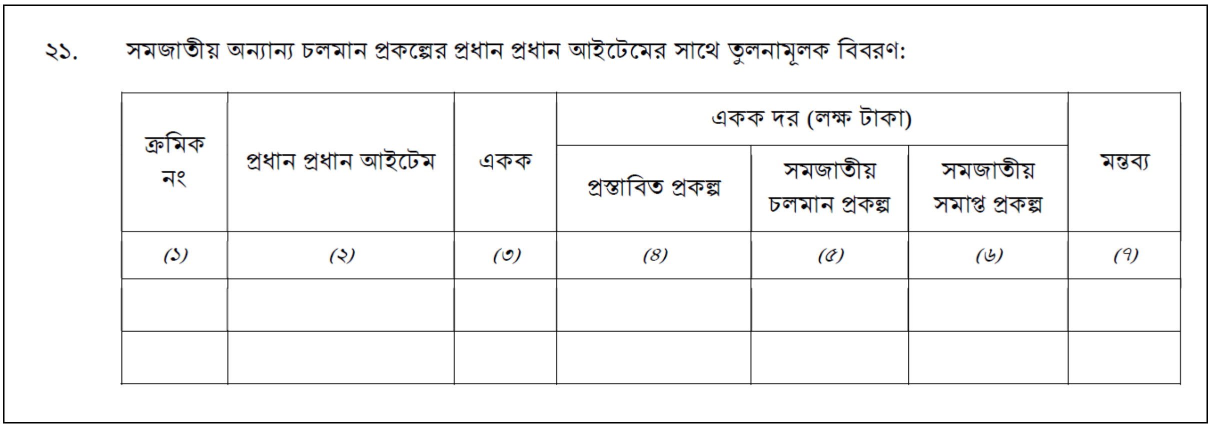

২১. সমজাতীয় অন্যান্য চলমান প্রকল্পের প্রধান প্রধান আইটেমের সাথে তুলনামূলক বিবরণ:

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান আইটেম	একক	একক দর (লক্ষ টাকা)			মন্তব্য
			প্রস্তাবিত প্রকল্প	সমজাতীয় চলমান প্রকল্প	সমজাতীয় সমাপ্ত প্রকল্প	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)

(ক) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন

প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আঙ্গিকে এই আইটেমের তথ্যগুলো পরীক্ষা করবেন:

- প্রধান আইটেমসমূহ ও এককসমূহ তুলনা যোগ্য কিনা?
- সমজাতীয় প্রধান অঙ্গসমূহের একক দরের প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত প্রকল্পের ব্যয় যৌক্তিক কিনা?
- দরের পার্থক্যের/ভিন্নতার কারণসমূহ যৌক্তিক কিনা?
- একক দর প্রচলিত বাজার দর প্রতিফলিত করে কিনা?

(খ) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/প্রণয়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন

উপরের ‘ক’ তে বর্ণিত প্রশ্নের উত্তরে প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রদান করবেন:

- দুই বা তার অধিক সমজাতীয় চলমান বা সমাপ্ত প্রকল্পের এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পের মধ্যস্থিত আইটেম ওয়ারী একক দরের তুলনা, যেমন, মূল্যস্ফীতি (যদি থাকে);
- তুলনার জন্য ব্যবহৃত প্রকল্পসমূহ চিহ্নিত করে নামসহ সারণিতে সূত্র হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।

(গ) সূত্র

পরামর্শ: এই আইটেম পূরণ করার সময় প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন:

- ডিপিপি’তে প্রদত্ত একক দর তুলনাযোগ্য হতে হবে;
- প্রস্তাবিত প্রকল্পের একক দর কেন অন্যান্য সমজাতীয় চলমান ও সমাপ্ত প্রকল্পের একক দরের তুলনায় বেশি বা কম হয়েছে তা “মন্তব্য” কলামে ডেস্ক অফিসার ব্যাখ্যা করবেন।

তথ্যের উৎস: প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা প্রকল্প মূল্যায়নের বিষয়বস্তু উপলব্ধি করবেন ও এই আইটেম লিখার জন্য নিচের দলিলপত্র দেখবেন:

- অন্যান্য সমজাতীয় চলমান প্রকল্পের ডিপিপি;
- অন্যান্য সমজাতীয় সমাপ্ত প্রকল্পের ডিপিপি অথবা প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন।

সহায়ক নির্দেশিকা

ডিপিপি’র সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

- ৯- প্রাক্কলিত ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ
- ১১.১- প্রস্তাবিত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কাঠামো (সংযোজনী-২)
- ১২.১- প্রকল্প ক্রয় পরিকল্পনা (সংযোজনী-৩(ক), ৩(খ), ৩ (গ))
- ২০- আইটেমভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও তারিখ [এই অধ্যায়ে বর্ণনাকৃত আইটেমসমূহ]
- ২১- সমজাতীয় অন্যান্য চলমান প্রকল্পের প্রধান প্রধান আইটেমের সাথে তুলনামূলক বিবরণ
- ২২- প্রকল্পের বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ (সংযোজনী-৫ (ক) এবং ৫(খ))

সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]

- অনুচ্ছেদ ৪: কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও প্রকৌশলগত বিষয়াদি বিশ্লেষণ, ঘ) ব্যয় প্রাক্কলন

গ্রিনবুকে বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

- ১.১.৮.২ প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন এবং ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও যথার্থতাঃ
- ক) প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি/যথার্থতা উল্লেখসহ পরামর্শক, জনবল, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি খাতে ব্যয় বাস্তবভিত্তিককরণ।
- ৩.১.৪- প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়, অঙ্গভিত্তিক ব্যয় ইত্যাদি পরীক্ষার পাশাপাশি স্পেসিফিকেশন, ডিজাইন, মূল্য নির্ধারণের ভিত্তি, ‘পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬’ এবং ‘পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮’ প্রকল্প প্রস্তাবে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করতে হবে।

মন্ত্রণালয় যাচাই/মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেটের (MAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অংশ ৭- মূল্যায়ন মানদণ্ড, ৩. দক্ষতা, (১.২) সমজাতীয় সমাপ্ত প্রকল্পের সাথে চলমান (অথবা অনুমোদিত) প্রকল্পের ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণ

সেক্টর মূল্যায়ন/সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেটের (SAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অংশ ৪- ব্যয়ের প্রাসঙ্গিকতা, ১. প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যয় প্রাক্কলন

সূত্র/প্রাসঙ্গিক দলিল/দলিলসমূহ

- সমজাতীয় ডিপিপি চলমান এবং সমাপ্ত প্রকল্প;
- সমজাতীয় সমাপ্ত প্রতিবেদন।

আইটেম ২২. প্রকল্পের বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ: সংযোজনী ৫ (ক) ও ৫ (খ) দ্রষ্টব্য

২২. প্রকল্পের বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ: সংযোজনী ৫(ক) ও ৫(খ) দ্রষ্টব্য।

নিচের বক্স এ ডিপিপি-র সংযোজনী-৫ এর সারণি দেখানো হলো:

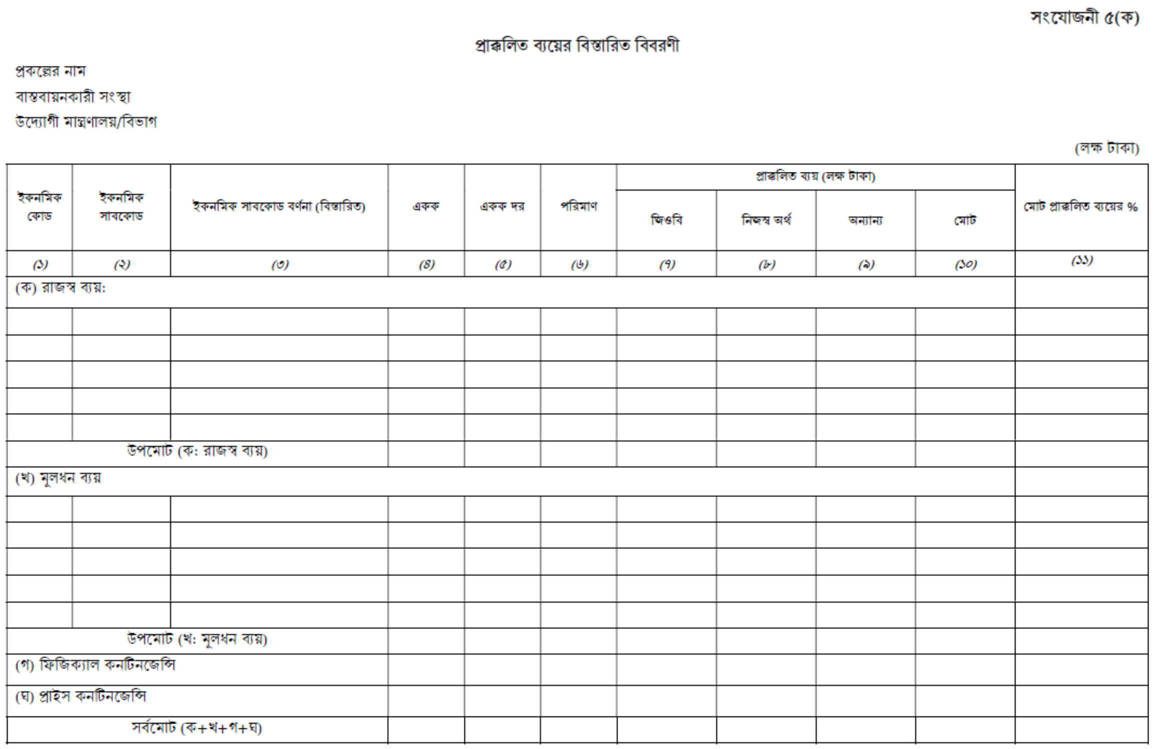

সংযোজনী ৫(ক)

প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী

প্রকল্পের নাম
বাস্তবায়নকারী সংস্থা
উদ্যোগী মান্ত্রণালয়/বিভাগ

(লক্ষ টাকা)

ইকনমিক কোড	ইকনমিক সাবকোড	ইকনমিক সাবকোড বর্ণনা (বিস্তারিত)	একক	একক দর	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)				মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের %
						জিওবি	নিজস্ব অর্থ	অন্যান্য	মোট	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
(ক) রাজস্ব ব্যয়:										
উপমোট (ক: রাজস্ব ব্যয়)										
(খ) মূলধন ব্যয়										
উপমোট (খ: মূলধন ব্যয়)										
(গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি										
(ঘ) প্রাইস কনটিনজেন্সি										
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)										

নোট; সংযোজনী- ৫ (খ) হচ্ছে সংযোজনী ৫ (ক) এর বছরভিত্তিক সংস্করণ। পৃষ্ঠার সংখ্যা কমাতে সংযোজনী ৫(খ) মুছে ফেলা হয়েছে।

(ক) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন

প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আঙ্গিকে এই আইটেমের তথ্যগুলো পরীক্ষা করবেন:

- ব্যয় প্রাক্কলন অনুমোদিত স্থাপত্য নকশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা?
- প্রকল্পের কার্যাবলী এবং প্রকল্পের বাস্তবায়নকালের বিবেচনায় বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় যুক্তিসঙ্গত কিনা?

(খ) প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন:

উপরের ‘ক’ তে বর্ণিত অংশের প্রশ্নের উত্তরে প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রদান করবেন:

- বিস্তারিত প্রাক্কলিত ব্যয় সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করে;
- বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় প্রকল্পের কার্যাবলী/গ্যান্ট চার্ট এবং ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

(গ) সূত্র

তথ্যের উৎস: প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা এই আইটেম লিখার জন্য ডিপিপি’র নিম্নোক্ত দলিলপত্র দেখবেন:

- Integrated Budget and Accounting System (iBAS++);
- “অর্থনৈতিক কোড” এর প্রাসঙ্গিক প্রজ্ঞাপনসমূহ।

সহায়ক নির্দেশিকা

ডিপিপি’র সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

- ৬.২- প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়
- ৬.৩- মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF) এবং এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বিবেচনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থায়ন পরিকল্পনা (সংযোজনী ৭)
- ৯- প্রাক্কলিত ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ
- ১২.১- প্রকল্প ক্রয় পরিকল্পনা (সংযোজনী-৩(ক), ৩(খ), ৩ (গ))
- ১২.২- প্রকল্পের বছরভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা (সংযোজনী ৪)
- ১৫.৪- প্রকল্পের কার্যাবলী
- ২২- প্রকল্পের বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ [এই অধ্যায়ে বর্ণনাকৃত আইটেমসমূহ]
- সংযুক্তি: গ্যান্ট চার্ট Gantt Chart of the project activities.

সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]

- অনুচ্ছেদ ৪- কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও প্রকৌশলগত বিষয়াদি বিশ্লেষণ, ঘ) ব্যয় প্রাক্কলন ঙ) প্রকল্পের বাস্তবায়নের সময় নির্ধারণ

গ্রিনবুকে বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

- ১.১.৬ - সম্পদ প্রাপ্তি বিবেচনা:

  (ক) মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (এমটিবিএফ) আওতায় প্রাপ্য সম্পদসীমার মধ্যে সীমিত থেকে যৌক্তিক ব্যয়ভিত্তিক প্রকল্প প্রণয়ন এবং নির্ধারিত ছকে এমটিবিএফ সংক্রান্ত তথ্য ও প্রত্যয়নসহ যথার্থতা যাচাই করা (খ) অর্থায়নের নিশ্চয়তা ব্যতীত প্রকল্প গ্রহণ না করা এবং (গ) একই উদ্দেশ্য/প্রকৃতির একাধিক ক্ষুদ্র প্রকল্প পৃথকভাবে গ্রহণ না করে সমন্বিত আকারে একটি প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।
- ২১.৬- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকল্পের অনুমোদিত স্থাপত্য নক্‌শা, প্রয়োজনীয় অন্যান্য ডিজাইন এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনাপূর্বক প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন চূড়ান্ত করে প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি/টিএপিপি/টিপিপি কিংবা আরডিপিপি/আরটিএপিপি/আরটিপিপি) প্রণয়ন করতে হবে। অসম্পূর্ণতা, অস্পষ্টতা, অসামঞ্জস্য, দ্বৈততা ইত্যাদি পরিহার করে পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের পরই অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে।

- ৩.১.১ (২)- প্রকল্প প্রস্তাবকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় চলমান/প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রকল্প, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের এমটিবিএফ সিলিং ইত্যাদি সামগ্রিক অবস্থা; জাতীয় ও সেক্টোরাল অগ্রাধিকারের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্পৃক্ততা; প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা; প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন বাজেটের ওপর চাপ; প্রকল্প মেয়াদের যথার্থতা ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনাপূর্বক পরীক্ষা করতে হবে। অর্থায়নের নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ পরিহার করতে হবে।
- ৩.১.৪- প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়, অঙ্গভিত্তিক ব্যয় ইত্যাদি পরীক্ষার পাশাপাশি স্পেসিফিকেশন, ডিজাইন, মূল্য নির্ধারণের ভিত্তি, ‘পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬’ এবং ‘পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮’ প্রকল্প প্রস্তাবে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করতে হবে।

মন্ত্রণালয় যাচাই/মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেটের (MAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অংশ ৭- মূল্যায়ন মানদন্ড, ১. প্রাসঙ্গিকতা, (২) অর্থায়নের উৎস

সেক্টর মূল্যায়ন/সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেটের (SAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অংশ ২- সেক্টর পরিকল্পনা ও বাজেটের সাথে সম্পৃক্ততা, ২. বাজেট ও সম্পদের সাথে প্রকল্পটির প্রাসঙ্গিকতা
- অংশ ৪- ব্যয়ের প্রাসঙ্গিকতা, ১. প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যয় প্রাক্কলন

সূত্র/প্রাসঙ্গিক দলিল/দলিলসমূহ

- Integrated Budget and Accounting System (iBAS++);
- “অর্থনৈতিক কোড” এর প্রাসঙ্গিক প্রজ্ঞাপনসমূহ।

আইটেম ২৩. প্রকল্পের প্রধান প্রধান আইটেমের কারিগরি স্পেসিফিকেশন/ডিজাইন- এর বর্ণনা (পরিশিষ্ট আকারে প্রদান করা যেতে পারে)

২৩.	প্রকল্পের প্রধান প্রধান আইটেমের কারিগরি স্পেসিফিকেশন/ডিজাইন-এর বর্ণনা: (পরিশিষ্ট আকারে প্রদান করা যেতে পারে)

* বর্তমান ডিপিপি'তে এই সংযুক্তির কোন নমুনা দেওয়া নাই।

(ক) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন

প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আঙ্গিকে এই আইটেমের তথ্যগুলো পরীক্ষা করবেন:

- স্পেসিফিকেশন/ডিজাইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি/নীতি, কারিগরি মান প্রয়োগ করা হয়েছে কিনা?
- প্রতিটি আইটেম/উপাদানের চাহিদা অনুযায়ী কারিগরি স্পেসিফিকেশন/ডিজাইন পর্যাপ্ত কিনা?
- প্রস্তাবিত সুফলসমূহ নেতিবাচক সামাজিক এবং পরিবেশগত প্রভাব এবং প্রশমন ব্যবস্থা বিবেচনা করে ডিজাইন করা হয়েছে কিনা?
- প্রস্তাবিত সুফলসমূহ প্রতিষ্ঠানিক, কারিগরি, ও আর্থিক ভাবে স্থায়িত্বশীল কিনা?
- প্রস্তাবিত সুফলসমূহ জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীল কিনা?

(খ) প্রকল্প প্রনয়নকারী কর্মকর্তার উত্তর

উপরের 'ক' তে বর্ণিত অংশের প্রশ্নের উত্তরে প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রদান করবেন:

- প্রচলিত রীতি-নীতি ও কারগরি মান অনুসরণ করে প্রধান অঙ্গ/আইটেম এর স্পেসিফিকেশন/ডিজাইন প্রস্তুত করবেন;
- সামাজিক এবং পরিবেশগত প্রভাব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন, এবং স্থায়িত্বশীলতা বিবেচনা করে প্রধান আইটেমের স্পেসিফিকেশন/ডিজাইন প্রস্তুত করবেন;
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিকল্প নকশার সুবিধা ও অসুবিধার দিকগুলো ব্যাখ্যা করবেন;
- এমন সব তথ্যাদি প্রদান করবেন যা দ্বারা প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা প্রস্তাবিত প্রকল্পের উদ্দেশ্যের নিরিখে প্রধান অঙ্গসমূহের কার্যকারিতা বুঝতে পারেন।

(গ) সূত্র

তথ্যের উৎস: প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা এই আইটেম পূরণ করার/লিখার সময় ডিপিপি'র নিম্নোক্ত আইটেমগুলো দেখবেন:

- প্রকল্পের ধরন অনুযায়ী ডিজাইনের স্ট্যান্ডার্ড (মান);
- যেমন- সড়ক নির্মাণের স্ট্যান্ডার্ড;
- গ্রিনবুক ২০২২ এ উল্লিখিত নির্দিষ্ট চাহিদাসমূহ বক্স ৭ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

সহায়ক নির্দেশিকা

ডিপিপি'র সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

- ১২.১- প্রকল্প ক্রয় পরিকল্পনা (সংযোজনী-৩(ক), ৩(খ), ৩ (গ))
- ২০- আইটেমভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও তারিখ
- ২৩- প্রকল্পের প্রধান প্রধান আইটেমের কারিগরি স্পেসিফিকেশন/ডিজাইন-এর বর্ণনা (সংযুক্তি) [এই অধ্যায়ে বর্ণনাকৃত আইটেমসমূহ]
- ২৫-প্রকল্পের উপর কোন বিষয়ের প্রভাব এবং কোন বিষয়ের উপর প্রকল্পের প্রভাব/ফলাফল
- ২৬- পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র

সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]

- অনুচ্ছেদ ৪: কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও প্রকৌশলগত বিষয়াদি বিশ্লেষণ, খ) কারিগরি নকশা
- অনুচ্ছেদ ৫: পরিবেশগত, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি বিশ্লেষণ

গ্রিনবুকে বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

- ৩.১.৩- প্রকল্প প্রস্তাবকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় চলমান/প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রকল্প, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের এমটিবিএফ সিলিং ইত্যাদি সামগ্রিক অবস্থা; জাতীয় ও সেক্টোরাল অগ্রাধিকারের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্পৃক্ততা; প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা; প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন বাজেটের ওপর চাপ; প্রকল্প মেয়াদের যথার্থতা ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনাপূর্বক পরীক্ষা করতে হবে। অর্থায়নের নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ পরিহার করতে হবে।
- ৩.১.৪- প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়, অঙ্গভিত্তিক ব্যয় ইত্যাদি পরীক্ষার পাশাপাশি স্পেসিফিকেশন, ডিজাইন, মূল্য নির্ধারণের ভিত্তি, 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬' এবং 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮' প্রকল্প প্রস্তাবে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করতে হবে।

মন্ত্রণালয় যাচাই/মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেটের (MAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অংশ ৪- পরিবেশ সংক্রান্ত চাহিদা এবং দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি
- অংশ ৫- সেক্টর নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ/সেক্টর নির্দিষ্ট বিশেষ চাহিদাসমূহ
- অংশ ৭- মূল্যায়ন মানদণ্ড, ৩. দক্ষতা, (৩) প্রকল্পের কার্যাদি সম্পাদনে ও আউটপুটসমূহ অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, যন্ত্রপাতি, সুবিধাদি ও প্রযুক্তি যথেষ্ট কিনা?

সেক্টর মূল্যায়ন/সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেটের (SAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- প্রস্তুতি যাচাই, খ. প্রস্তুতি যাচাই নিশ্চিতকরণ, খ-৩: অ্যালোকেশন অব বিজনেস এবং সেক্টর নির্দিষ্ট চাহিদার প্রতিপালন, ২. সেক্টর নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ
- অংশ ৪- ব্যয়ের প্রাসঙ্গিকতা, ১. প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যয় প্রাক্কলন
- অংশ ৫- মন্ত্রণালয়/বিভাগে সম্পন্ন যাচাই এর ফলাফলের পুনঃনিরীক্ষণ (মূল্যায়নের মানদণ্ড), ৩. দক্ষতা

সূত্র/প্রাসঙ্গিক দলিল/দলিলসমূহ

- প্রকল্পের ধরন অনুযায়ী স্ট্যান্ডার্ড ডিজাইন।

বক্স ৭ গ্রিনবুক ২০২২ এ উল্লিখিত নির্দিষ্ট চাহিদাসমূহ

অনুচ্ছেদ ১.১.১৫- সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় প্রস্তাবিত জাতীয় মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে ধীরগতির যানবাহন চলাচলের জন্য সার্ভিস সড়ক নির্মাণসহ পথচারী চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। বিগত একশত বছরের বন্যার সর্বোচ্চ উচ্চতা বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় মহাসড়কসমূহ উঁচু করে নির্মাণ করতে হবে। এছাড়া, পর্যায়ক্রমে চার লেন বিশিষ্ট সকল মহাসড়কে এবং মহাসড়ক প্রশস্তকরণের সময় ব্যস্ততম এলাকা ও ইন্টারসেকশনে আন্ডারপাস/ওভারপাস কিংবা ইউলুপ নির্মাণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১.১.১৬- মহাসড়ক, মহাসড়কে বিদ্যমান/নির্মিতব্য সেতু, এক্সপ্রেসওয়ে ও টানেল টেকসই করার লক্ষ্যে যানবাহনের এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণের জন্য ওজন পরিমাপক যন্ত্র (Weighing Machine) স্থাপনের সংস্থান রাখতে হবে। এছাড়া, গ্রামীণ সড়ক/সেতু দিয়ে যাতে ভারী যানবাহন চলাচল করতে না পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রাখতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১.২- সড়ক পরিবহন খাতের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণের সময় Project Appraisal Framework (PAF) এ প্রদত্ত তথ্যাবলির ভিত্তিতে ডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে। PAF অনুসরণে Project Appraisal Report (PAR) এবং Appraisal Summary Table (AST) প্রস্তুতপূর্বক ডিপিপি'র সাথে সংযুক্ত করতে হবে। এছাড়া, সড়কের শ্রেণিবিন্যাস ও স্ট্যান্ডার্ড ডিজাইন বিবেচনায় নিতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১.৩- ১০০(একশত) মিটারের বেশি দৈর্ঘ্যের সেতু নির্মাণ এবং নদীতীর সংরক্ষণ ও নদীতে বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে হাইড্রোলজিক্যাল, মরফোলজিক্যাল, নেভিগেশনাল ও বেথিমেট্রিক সমীক্ষার সুপারিশ ডিপিপি'র সাথে সংযুক্ত করতে হবে। সমীক্ষায় নদীর বৈশিষ্ট্য, পানির প্রবাহ, নৌযান চলাচল, চরের গতিবিধি, ডুবোচরের এরিয়াল ভিউ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে। এছাড়া, সমীক্ষার সুপারিশ বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনীয় ড্রেজিং ও বাঁধ নির্মাণের কার্যক্রম নিম্নবর্ণিতভাবে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১.৩.১- নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্পে ক্যাপিটাল ড্রেজিং-এর কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তির বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে। নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ক্যাপিটাল ড্রেজিং-এর পর প্রতিবছর Maintenance ড্রেজিং-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্থানীয় প্রশাসনের সাথে আলোচনা করে এ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন অনুযায়ী ড্রেজ্‌ড ম্যাটেরিয়ালস্ (মাটি, পলি ও বালি) ব্যবহারের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবে রেললাইন ও মহাসড়ক উঁচুকরণ, সড়কের পাশে মাটি ভরাটসহ অন্যান্য কাজে (আবাসন, অর্থনৈতিক অঞ্চল ইত্যাদি) ব্যবহারের বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবে। এসব কাজে কোনভাবেই ফসলী জমি নষ্ট করা যাবে না। বিশেষজ্ঞ কমিটি/কারিগরি কমিটি কর্তৃক বিশেষ ক্ষেত্রে কোন সুপারিশ থাকলে প্রমাণকসহ ডিপিপিতে উল্লেখ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১.৩.২- উপকূলীয় এলাকাসহ অন্যান্য যে সকল এলাকায় বাঁধ নির্মাণ করা হবে সেখানে বাঁধ টেকসই করার জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে এবং বাঁধের পাড়ে উভয় পার্শ্বে সবুজ বেষ্টনী/বনায়ন করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১.৩.৩- হাওর অঞ্চলসহ নিচু অঞ্চলে পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষার্থে যথাপ্রয়োজন সাবমার্সিবল/এলিভেটেড রাস্তা নির্মাণের বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে। পানির স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিতকরণের বিষয়টি বিবেচনা করে সেচ ব্যবস্থাপনা ও বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পে যথাসম্ভব স্লুইস গেইট নির্মাণের প্রবণতা পরিহার করতে হবে এবং হাওর এলাকায় প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের মতামত গ্রহণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১.৩.৪- বাঁধের কান্ট্রি সাইডে কোন সংস্থা কর্তৃক কোন স্থাপনা নির্মাণের পূর্বে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মতামত গ্রহণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১.৩.৫- নদীর নাব্যতা, পানির স্বাভাবিক প্রবাহ যাতে বাঁধাগ্রস্ত না হয়, সেটি বিবেচনায় নিয়ে সেতু নির্মাণের ডিজাইন করতে হবে। নদীর উপর যথাসম্ভব কম সংখ্যক সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা থাকতে হবে। সেতুর ভিত্তির ডিজাইন এমনভাবে করতে হবে যাতে নৌযান চলাচল বিঘ্নিত না হয় এবং পরবর্তীতে নদী পুনঃখনন বা ড্রেজিং-এর সময় সেতু ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

অনুচ্ছেদ ১.৩.৬- সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ ও অন্যান্য) নিকট থেকে নেভিগেশনাল ক্লিয়ারেন্স সংক্রান্ত ছাড়পত্র গ্রহণ করে প্রকল্প প্রস্তাবে সংযুক্ত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১.৩.৭- 'বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩' এবং 'বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮' অনুযায়ী নির্দিষ্ট ধরনের প্রকল্পের ক্ষেত্রে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) থেকে ছাড়পত্র/অনাপত্তি গ্রহণ করে প্রকল্প প্রস্তাবে সংযুক্ত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১.৩.৮- প্রকল্পের সংশ্লিষ্টতা বিবেচনায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান রেল আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ছাড়পত্র/অনাপত্তি গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য আইন/বিধিমালা/নীতিমালার আলোকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের

ছাড়পত্র/অনাপত্তি গ্রহণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১.৬- সরকারি অফিস ভবন, আবাসিক ভবন ইত্যাদি নির্মাণের ক্ষেত্রে ভবিষ্যত প্রয়োজন ও পরিবেশ বিবেচনা করে যথাসম্ভব ফাঁকা জায়গা ও জলাধার সংরক্ষণ করতে হবে। অনুভূমিকভাবে একাধিক ভবন তৈরি না করে উল্লম্বভাবে সম্প্রসারণের সুযোগ রেখে ভবন নির্মাণের বিষয় বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন দপ্তরের জন্য আলাদা আলাদা অফিস ভবন তৈরি না করে সমন্বিত ভবন নির্মাণের বিষয়ে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। একই অবকাঠামো যথা: হলরুম, অডিটোরিয়াম ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি মাল্টি এজেন্সি কর্তৃক মাল্টিপারপাসে ব্যবহারের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১.১৬- স্থাপনা নির্মাণ সম্পর্কিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে কারিগরি পরীক্ষার (মৃত্তিকা পরীক্ষা, ডিআইএ ও অন্যান্য) প্রতিবেদন, ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ, বন্যার সর্বোচ্চ উচ্চতা, সাইট নির্বাচনের যৌক্তিকতা সংক্রান্ত তথ্যাদি ডিপিপি/আরডিপিপি'র সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ২১.১৯- উপজেলা, জেলা এবং নগর উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল প্রকল্পে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য কী-কী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে, অর্থ বরাদ্দসহ ডিপিপি'তে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। নগরীর বর্জ্য/স্যুয়ারেজ কোন নদী/খালে নিঃসরণ করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ২১.২০- প্রতিটি শিল্প এলাকায় Central Effluent Treatment Plant (CETP) এর ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং তা নির্ধারিত হারে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ২১.২১- সকল স্থাপনাতে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রতিবন্ধীদের জন্য Ramp এবং প্রতিবন্ধী বান্ধব টয়লেটের সংস্থান রাখতে হবে।

অনুচ্ছেদ ২১.২২- পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য প্রথমেই একটি 'মাস্টার প্ল্যান' তৈরি করে সে অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ করে উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজগুলোতে হোস্টেল নির্মাণের সময় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সম-আসনের হোস্টেল নির্মাণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ২১.২৩- ঢাকাসহ অন্যান্য বড় শহরে জনসংখ্যা ও জমির স্বল্পতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান, আধা সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের জমিতে নিজস্ব বহুতল ভবন নির্মাণ পরিকল্পনায় অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান, আধা সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের জন্য অফিস সংকুলানের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধাসহ ব্যবস্থা রাখতে হবে।

অনুচ্ছেদ ২১.২৪- উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সরকারি অফিসসমূহ এক জায়গায় আনয়নের লক্ষ্যে আন্ডারগ্রাউন্ডসহ প্রয়োজনে নীচতলা/দোতলা/তৃতীয় তলায় পার্কিং, ওয়েটিং স্পেস, কনফারেন্স সেন্টার, একাধিক সভাকক্ষ, ক্যাফেটেরিয়া, প্রার্থনাকক্ষ, ডে-কেয়ার সেন্টার ইত্যাদির সংস্থান রাখতে হবে। এছাড়া, প্রতি ফ্লোরে মহিলা ও পুরুষদের জন্য পৃথক সুপরিসর ওয়াশরুম/টয়লেট, মাদার্স কর্নার ইত্যাদি সুবিধাসহ বহুতল ভবনের একটি মডেল নকশা প্রণয়ন করতে হবে যার বাহ্যিক ভিউ (Exterior Design) একই রকম হবে।

অনুচ্ছেদ ২১.২৫- বহুতল ভবনের নকশায় অডিটরিয়াম/বড় হলরুম থাকলে তা গ্রাউন্ড ফ্লোর/ফার্স্ট ফ্লোর বা পার্শ্ববর্তী খালি জায়গায় করতে হবে; কোনভাবেই ভবনের উপরের অংশে করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ২১.৩১- অনলাইনে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়ে ইতোমধ্যে পরিকল্পনা বিভাগ হতে জারিকৃত পরিপত্র (সংযোজনী-উ) অনুসরণ করতে হবে।

সুত্র: গ্রিনবুক ২০২২

আইটেম ২৪. বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে গৃহীত ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত সিডিউল (Amortization Schedule): সংযোজনী- ৬ দ্রষ্টব্য

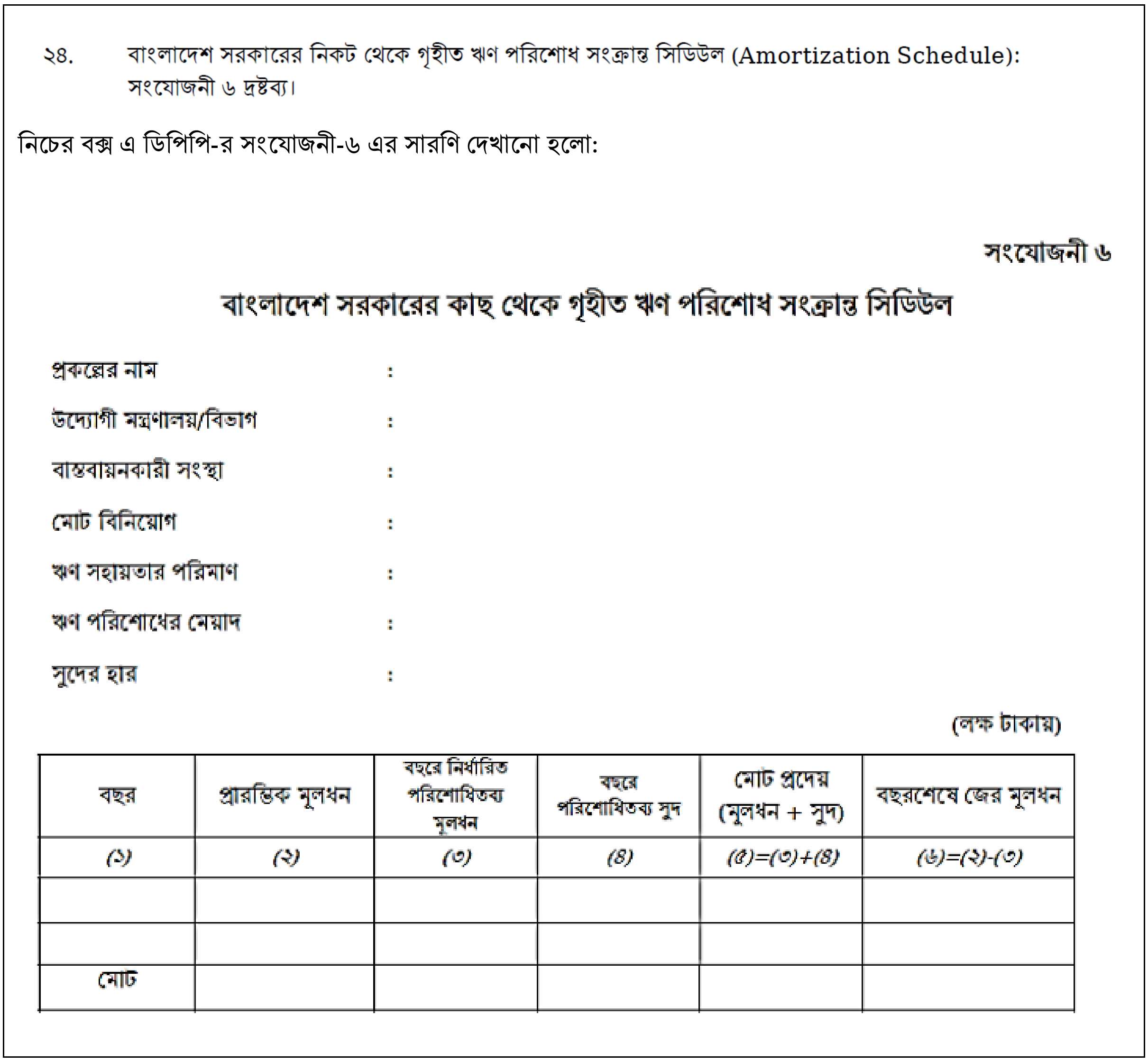

২৪. বাংলাদেশ সরকারের নিকট থেকে গৃহীত ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত সিডিউল (Amortization Schedule): সংযোজনী ৬ দ্রষ্টব্য।

নিচের বক্স এ ডিপিপি-র সংযোজনী-৬ এর সারণি দেখানো হলো:

সংযোজনী ৬

বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে গৃহীত ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত সিডিউল

প্রকল্পের নাম :
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ :
বাস্তবায়নকারী সংস্থা :
মোট বিনিয়োগ :
ঋণ সহায়তার পরিমাণ :
ঋণ পরিশোধের মেয়াদ :
সুদের হার :

(লক্ষ টাকায়)

বছর	প্রারম্ভিক মূলধন	বছরে নির্ধারিত পরিশোধিতব্য মূলধন	বছরে পরিশোধিতব্য সুদ	মোট প্রদেয় (মূলধন + সুদ)	বছরশেষে জের মূলধন
(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৪)*	*(৫)=(৩)+(৪)*	*(৬)=(২)-(৩)*
মোট					

(ক) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন

প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আঙ্গিকে এই আইটেমের তথ্যগুলো পরীক্ষা করবেন:

- ঋণ চুক্তি (সরকারের কাছ থেকে গৃহীত ঋণ) হয়ে থাকলে তা DPP এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা?
- ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত সিডিউল যৌক্তিক কিনা?
- ঋণ পরিশোধ করার সময়সূচি প্রস্তাবিত সিডিউল অনুযায়ী যৌক্তিক কিনা?
- বাস্তবায়নকারী সংস্থার ঋণ পরিশোধ করার সিডিউল অনুযায়ী ঋণ পরিশোধ করার সামর্থ্য আছে কিনা?

(খ) প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার উত্তর

উপরের 'ক' তে বর্ণিত প্রশ্নের উত্তরে প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রদান করবেন:

- মোট বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়);
- ঋণের শর্ত, পরিশোধের সময় ও সুদের হারসহ;
- প্রস্তাবিত বাস্তবায়নকারী সংস্থার আর্থিক অবস্থা ও সামর্থ্য;
- ডিপিপি'র সাথে সংযুক্তি আকারে ঋণ চুক্তির কপি।

সহায়ক নির্দেশিকা

ডিপিপি’র সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ
- ৬.১- অর্থায়নের ধরন ও উৎস - ২৪- বাংলাদেশ সরকারের নিকট থেকে গৃহীত ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত সিডিউল (Amortization schedule) (সংযোজনী-৬) [এই অধ্যায়ে বর্ণনাকৃত আইটেমসমূহ]
সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]
- অর্থায়নের উৎস সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট তথ্য নেই
গ্রিনবুকে বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ
- ১.৭.২- জিওবি’র নিকট হতে গৃহীত ঋণে (স্থানীয়/বৈদেশিক মুদ্রায়) বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্প প্রস্তাবের (ডিপিপি/আরডিপিপি) সাথে ঋণচুক্তির কপি ও ঋণ পরিশোধসূচি (Amortization Schedule) সংযোজন করতে হবে। প্রকল্প অনুমোদনের অব্যবহিত পরই ঋণ গ্রহণকারী সংস্থা এবং অর্থ বিভাগের মধ্যে পুনঃলগ্নীকরণ চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।
মন্ত্রণালয় যাচাই/মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেটের (MAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ
- অংশ ৭- মূল্যায়ন মানদণ্ড, ১. প্রাসঙ্গিকতা, (২) MTBF ও MYPIP এর সাথে প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা
সেক্টর মূল্যায়ন/সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেটের (SAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ
- অংশ ২- সেক্টর পরিকল্পনা ও বাজেটের সাথে সম্পৃক্ততা, ২. বাজেট ও সম্পদের সাথে প্রকল্পটির প্রাসঙ্গিকতা
সূত্র/প্রাসঙ্গিক দলিল/দলিলসমূহ
- ঋণ সংক্রান্ত সরকারের প্রাসঙ্গিক প্রজ্ঞাপনসমূহ।

আইটেম ২৫. প্রকল্পের উপর কোন বিষয়ের প্রভাব, এবং কোন বিষয়ের উপর প্রকল্পের প্রভাব/ফলাফল

২৫. প্রকল্পের উপর কোন বিষয়ের প্রভাব এবং কোন বিষয়ের উপর প্রকল্পের প্রভাব/ফলাফল:

২৫.১ অন্য কোন প্রকল্প কিংবা বিদ্যমান কোন স্থাপনা/ব্যবস্থা

২৫.২ টেকসই পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্যাদি (ভূমি, পানি, বাতাস, জীব-বৈচিত্র, প্রতিবেশ ইত্যাদি)

২৫.৩ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন

২৫.৪ জেন্ডার , মহিলা, শিশু, বিশেষ চহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি, বঞ্চিত জনগোষ্ঠী ইত্যাদি

২৫.৫ কর্মসংস্থান

২৫.৬ দারিদ্র্য পরিস্থিতি

২৫.৭ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

২৫.৮ প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদনশীলতা

২৫.৯ আঞ্চলিক বৈষম্য

২৫.১০ জনসংখ্যা

আইটেম ২৫.০ এর উপ- আইটেম ২৫.২ হচ্ছে পরিবেশগত যাচাই/মূল্যায়ন সংক্রান্ত এবং আইটেম ২৬.০ এ পরিবেশগত ছাড়পত্র/সনদ (ECC) সংগ্রহ করা সংক্রান্ত প্রক্রিয়া ও ধাপ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি প্রদান করা হয়েছে।

* উপ-আইটেম ২৫.৩ (ক) পরিকল্পনা বিভাগের সার্কুলার "সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধনের জন্য নির্দেশিকা” তে “সবুজ ও জলবায়ু সহনশীল উন্নয়ন (GCRD)” অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (মেমো নং: ২০.০০.০০০০.৪০৪.০১৪.৬১.২০২০ (পার্ট-২), তারিখ: ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩)।

[সামাজিক ও পরিবেশগত বিশ্লেষণ]

[নোট] এই হ্যান্ডবুকের বিশেষ বিষয় ২ (সংযোজনী- ২) সামাজিক এবং পরিবেশগত বিবেচনার সাথে সম্পর্কিত বিশ্লেষণ সম্পর্কে আরও ব্যাখ্যা করে।

(ক) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন

প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আঙ্গিকে এই আইটেমের তথ্যগুলো পরীক্ষা করবেন:

[প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ- উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য]

- এই প্রকল্প ও তার কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে কোন ইতিবাচক এবং নেতিবাচক সামাজিক প্রভাব সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কিনা?
- প্রশমন ব্যবস্থা বিবেচনাপূর্বক তা প্রকল্পের নকশায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা?

(খ) প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার উত্তর

উপরের ‘ক’ তে বর্ণিত প্রশ্নের উত্তরে প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত সারণি অনুযায়ী তথ্যাদি প্রদান করবেন:

আইটে	বিষয়বস্তু	আবশ্যকীয়/যাচিত তথ্য
২৫.১	অন্য প্রকল্প/বিদ্যমান স্থাপনা	• প্রস্তাবিত প্রকল্প এবং অন্যান্য প্রকল্পের পাশাপাশি বিদ্যমান স্থাপনাসমূহের মধ্যে ওভারল্যাপ এবং পরিপূরকতা; • নেতিবাচক প্রভাবের জন্য প্রশমন ব্যবস্থা।
২৫.২	টেকসই পরিবেশ	• ভূমি, পানি, বায়ু, জীব-বৈচিত্র্য এবং বাস্তুতন্ত্রের উপর প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব; • যদি প্রকল্পটি পরিবেশগতভাবে "লাল শ্রেণির" হয়, তবে পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন (EIA); • নেতিবাচক প্রভাবের জন্য প্রশমন ব্যবস্থা।
২৫.৩	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও	• প্রস্তাবিত প্রকল্পে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব;

	জলবায়ু পরিবর্তন	• জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণুতা এবং প্রশমনের উপর প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব; • সবুজ ও জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নয়ন (GCRD) ধারণার সাথে প্রাসঙ্গিকতা; • নেতিবাচক প্রভাবের জন্য প্রশমন ব্যবস্থা।
২৪.৪	জেন্ডার, মহিলা, শিশু ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি, বঞ্চিত জনগোষ্ঠী	• জেন্ডার, নারী, শিশু, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি, প্রকল্পের অধীনে বঞ্চিত গোষ্ঠীর দুর্বলতার উপর প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব; • নেতিবাচক প্রভাবের জন্য প্রশমন ব্যবস্থা।
২৫.৫	কর্মসংস্থান	• বিদ্যমান ও নতুন কর্মসংস্থান এর উপর প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব এবং প্রকল্প কর্মীদের অরক্ষিত অবস্থা (যেমন, প্রস্তাবিত প্রকল্পের ফলে বিদ্যমান চাকরি হারাবে, কিন্তু নতুন সুযোগ তৈরি করবে); • প্রকল্পে কর্মরত জনবলের দুর্বলতা; • নেতিবাচক প্রভাবের জন্য প্রশমন ব্যবস্থা।
২৫.৬	দারিদ্র্য পরিস্থিতি	• প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকাসমূহে দারিদ্র পরিস্থিতির উপর প্রভাব; • নেতিবাচক প্রভাবের জন্য প্রশমন ব্যবস্থা।
২৫.৭	সাংগঠনিক অবস্থা/কাঠামো	• সাংগঠনিক অবস্থা/কাঠামোর উপর প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব (যেমন, প্রকল্পের সুফল স্থায়িত্বকরণে, বিদ্যমান সংস্থার বিন্যাস সংশোধন করা); • নেতিবাচক প্রভাবের জন্য প্রশমন ব্যবস্থা।
২৫.৮	প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদনশীলতা	• প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদনশীলতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদনশীলতার বিষয়ে প্রকল্পের প্রভাব; • নেতিবাচক প্রভাবের জন্য প্রশমন ব্যবস্থা।
২৫.৯	আঞ্চলিক বৈষম্য	• আঞ্চলিক বৈষম্যের উপর প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব; • সংশ্লিষ্ট সেক্টরে বিনিয়োগের স্থানিক বন্টন (Spatial Distribution) ; • নেতিবাচক প্রভাবের জন্য প্রশমন ব্যবস্থা।
২৫.১০	জনসংখ্যা	• প্রকল্প এলাকার জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ও তাদের সচলতা (গতিময়তা) এর উপর প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব। (যেমন, প্রস্তাবিত প্রকল্পটি ভবিষ্যতে প্রকল্প এলাকার জনসংখ্যা বাড়াবে); • নেতিবাচক প্রভাবের জন্য প্রশমন ব্যবস্থা।

ডিপিপি’তে প্রকল্পের প্রভাব/প্রতিক্রিয়া এবং প্রশমন বা প্রতিকারের গঠনগত উপায়ে ব্যাখ্যা করার জন্য কোন ফরমেটের উল্লেখ নেই। এ উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত টেবিলটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

মূল প্রভাবসমূহ	**প্রশমন/প্রতিকারের উপায়সমূহ**

(গ) সূত্র

তথ্যের উৎস: প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা এই আইটেম পূরণ করার/লিখার সময় ডিপিপি’র নিম্নোক্ত আইটেমগুলো দেখবেন:

- এই হ্যান্ডবুকের সংযোজনী ২

দুর্যোগ প্রভাব যাচাই প্রতিবেদন (DIA)’ এর বিষয়সমূহ বক্স ৮ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

সহায়ক নির্দেশিকা

ডিপিপি'র সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

- ২৫-প্রকল্পের উপর কোন বিষয়ের প্রভাব এবং কোন বিষয়ের উপর প্রকল্পের প্রভাব/ফলাফল [এই অধ্যায়ে বর্ণনাকৃত আইটেমসমূহ]
- ২৬- পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র
- ৩১- প্রকল্পের সাথে ক্ষতিপূরণ (Compensation) ও পুনর্বাসনের (Rehabilitation/Resettlement) সংশ্লিষ্টতা আছে কিনা? থাকলে পরিমাণ ও ব্যয়সহ বিস্তারিত বিবরণ
- ৩১/৩২ (বৈদেশিক অর্থায়নে জড়িত থাকলে)- ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও প্রশমনের উপায়

- সংযুক্তি- পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের প্রতিবেদন
- সংযুক্তি- পরিবেশগত ছাড়পত্র (ECC)
- WARPO এর অনপত্তিপত্র
- সংযুক্তি- দুর্যোগের প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন (DIA)
- সংযুক্তি- পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (EMP), জরুরি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য কন্টিনজেন্সি প্ল্যান, জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান, রিসেটেলমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান ইত্যাদি

সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]

- অনুচ্ছেদ ১: মৌলিক তথ্য ৬. প্রকল্পের ধরন (পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এর ভিত্তিতে)
- অনুচ্ছেদ ৪: কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও প্রকৌশলগত বিষয়াদি বিশ্লেষণ, খ) কারিগরি নকশা
- অনুচ্ছেদ ৫: পরিবেশগত, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- অনুচ্ছেদ ৯: ঝুঁকি ও সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ

গ্রিনবুকে বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

- ১.১.৮- প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন এবং ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও যথার্থতাঃ ১.১.৮.২ (ঘ) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত সম্ভাব্য ঝুঁকি (অর্থনৈতিক, কারিগরি, পরিবেশগত, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, দুর্যোগ ইত্যাদি) চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণের উপায়
- ১.১.১১- পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রের (Cross Cutting Issues) প্রভাব বিশ্লেষণ: পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, প্রতিবেশ (Ecology), প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কর্মসংস্থান, পুষ্টি, মহিলা, শিশু, জেন্ডার ইস্যু, প্রতিবন্ধী, খাদ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ খাদ্য, দারিদ্র্য হ্রাসের সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিমাণ, প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, উৎপাদনশীলতা, ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত কিংবা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এবং বিদ্যমান অবকাঠামোর ওপর প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব উল্লেখসহ কোন বিরূপ প্রভাব থাকলে তা প্রতিকারের উপায় সুনির্দিষ্টভাবে প্রকল্প দলিলে সন্নিবেশ করা। প্রকল্প প্রণয়নের সময় ডিজাস্টার এন্ড ক্লাইমেট রিস্ক ইনফরমেশন প্লাটফরম (ডিআরআইপি) ব্যবহার করে ডিজাস্টার ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট (ডিআইএ) করতে হবে, যাতে প্রকল্প এলাকার দুর্যোগ ও জলবায়ু ঝুঁকি চিহ্নিতপূর্বক তা নিরসনের উপায় নির্ধারণ করা যায়।
- অনুচ্ছেদ ১.১.১১ (ক)- বিনিয়োগ প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে 'সবুজ ও জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নয়ন (GCRD)' বিষয়টি বিবেচনাপূর্বক উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবের (DPP) ২৫.৩ অনুচ্ছেদে একটি উপ-অনুচ্ছেদ [২৫.৩ (ক)] হিসেবে সন্নিবেশ করতে হবে। এক্ষেত্রে সবুজ ও জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নয়ন ধারণা অনুযায়ী সেক্টরভিত্তিক বর্ণনা ও বিশ্লেষণ ডিপিপি-তে সংযুক্ত করতে হবে।
- ১.১৬- স্থাপনা নির্মাণ সম্পর্কিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে কারিগরি পরীক্ষার (মৃত্তিকা পরীক্ষা, ডিআইএ ও অন্যান্য) প্রতিবেদন, ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ, বন্যার সর্বোচ্চ উচ্চতা, সাইট নির্বাচনের যৌক্তিকতা সংক্রান্ত তথ্যাদি ডিপিপি/আরডিপিপি'র সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
- ২১.৩- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫' এবং 'পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩' অনুযায়ী লাল শ্রেণিভুক্ত বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ (বিশেষতঃ পানি, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ, শিল্প এবং যোগাযোগ ও পরিবহন খাতসমূহের বিনিয়োগ প্রকল্প) গ্রহণ/অনুমোদনের পূর্বে আবশ্যিকভাবে Initial Environmental Examination (IEE) ও Environmental Impact Assessment (EIA) এবং EIA সমীক্ষার পরামর্শ অনুযায়ী প্রকল্পের ডিজাইন পরিমার্জন করতে হবে। পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব পরিহার/হ্রাসের লক্ষ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য EIA সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত Environmental Management Plan প্রকল্প প্রস্তাবে সংযোজন করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে Disaster Impact Assessment (DIA) সম্পাদন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- অনুচ্ছেদ ২১.৩ (ক)- বিনিয়োগ প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ ১.১.১১ (ক)- এ উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী 'সবুজ ও জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নয়ন (GCRD)' বিষয়টি ডিপিপি'র ২৫.৩ অনুচ্ছেদের ২৫.৩ (ক) উপ-অনুচ্ছেদে সংযুক্ত করতে হবে।
- ৩.১.৩- পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণকালে প্রকল্পটির ওপর সম্পাদিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও তার সুপারিশ, কারিগরি কমিটির সুপারিশ, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের যাচাই কমিটির সুপারিশ, পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে ওয়ারপো-এর ছাড়পত্র/অনাপত্তি, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রসহ প্রযোজ্য অন্যান্য ছাড়পত্র/অনাপত্তি, পর্যায়ভিত্তিক

প্রকল্পের ক্ষেত্রে পূর্বের প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং অন্যান্য সমীক্ষা ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের মতামত/সুপারিশ (যথাপ্রযোজ্য) বিবেচনায় নিতে হবে।

মন্ত্রণালয় যাচাই/মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেটের (MAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অনুসরণ (খ): খ-১ ভূমি, খ-২ পুনর্বাসন/Resettlement, খ-৩ পরিবেশগত প্রভাব, খ-৪ দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি

সেক্টর মূল্যায়ন/সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেটের (SAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- প্রস্তুতি যাচাই, খ. প্রস্তুতি যাচাই নিশ্চিতকরণ, খ-২: ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন, পরিবেশগত প্রভাব এবং দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক বিধি বিধানসমূহের অনুসরণ, ২. পরিবেশগত বিবেচনা, ৩. দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি
- অংশ ৫- মন্ত্রণালয়/বিভাগে সম্পন্ন যাচাই এর ফলাফলের পুনঃনিরীক্ষণ (মূল্যায়নের মানদণ্ড), ৪. প্রভাব

সূত্র/প্রাসঙ্গিক দলিল/দলিলসমূহ

- এই হ্যান্ডবুকের সংযোজনী ২।

বক্স ৮ ডিআইএ কাঠামো

National Resilience Programme (NRP)-Programming Division এর আওতায় প্রণিত DIA-Framework এর গুরুত্বপূর্ণ অত্যাবশ্যক উপাদানসমূহের ব্যাপ্তি এবং ex-ante tool হিসেবে এর ব্যবহার প্রকল্প প্রণেতা ও মূল্যায়নকারীর অধিকতর উপলব্ধির জন্য নিম্নে বিশেষ গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করা হলো:

কাঠামোর ব্যাপ্তি/পরিধি:

প্রণিত কাঠামোটি মূলত প্রকল্প পর্যায়ে DIA ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে যাতে DPP এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদ (২৪.৩ এবং ৩০.০/৩১.০) সমূহে প্রয়োগ করা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে DIA এর পরিধি শুধুমাত্র অবকাঠামো প্রকল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে এবং এর মধ্যে সম্ভাব্য অবকাঠামো ও ঝুঁকির তালিকা সংযুক্ত করা হয়েছে। তবে অন্যান্য সেক্টরে এবং নীতি ও কর্মসূচি স্তরে DIA প্রয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

DIA সম্পাদনের জন্য অনুসরণীয় ধাপ সমূহ:

কাঠামোতে চিহ্নিত উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য DIA সম্পাদনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ছয়টি ধাপ অনুসরণ করতে হবে:
ধাপ-১: প্রকল্পের স্থান নির্দেশ করা: প্রথম প্রাপ্ত risk ও hazard মানচিত্রে প্রকল্পের স্থান বা এলাকা অবস্থিত হতে হবে যাতে ঝুঁকির তীব্রতা চিহ্নিত ও যাচাই করা যায় এবং সে অনুযায়ী নির্দিষ্ট নকশা নির্দেশিকা অনুসারে প্রকল্পটিকে ঝুঁকি সহিষ্ণু করা যায়।
কাঠামোটিতে এডিবির কারিগরি সহায়তায় Programming Division কর্তৃক ২০১৮ সালে প্রণিত ১০টি সম্ভাব্য প্রধান ঝুঁকি ও হুমকির সম্মুখীন জেলাসমূহের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে।

ধাপ-২: ঝুঁকির প্রভাব চিহ্নিত করা:
দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে প্রস্তাবিত প্রকল্পের উপর হুমকি/ঝুঁকির প্রভাব সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা। কাঠামোতে প্রধানত সেবার আঙ্গিকে অবকাঠামোগত intervention এর বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং এর সাথে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামোর উপর ঝুঁকির প্রভাবের একটি দীর্ঘ তালিকা নির্দেশিকা হিসেবে সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রস্তাবিত intervention বা অবকাঠামো এলাকা বা পরিবেশের উপর নতুন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে কিনা বা নতুন ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে কিনা তাও বিবেচনা করে এই ধাপে প্রতিবেদন দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ এই ধরনের risk transfer এমন হতে পারে যে একটি রাস্তা নির্মাণের ফলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতে পারে অথবা একটি বাঁধ নির্মাণ অসুরক্ষিত এলাকায় বন্যা সৃষ্টি করতে পারে।

ধাপ-৩: বিকল্প প্রতিরোধ ব্যবস্থা: DIA প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে একটি প্রকল্পকে সহিষ্ণু করার লক্ষ্যে ঝুঁকি হ্রাসের উদ্দেশ্যে বিকল্প প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রস্তাব করা। তৃতীয় ধাপ হচ্ছে ২নং ধাপে উল্লিখিত প্রভাবসমুহ নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় বিকল্প প্রতিরোধ ব্যবস্থা চিহ্নিত করা। কাঠামোতে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্পের একটি matrix এর মধ্যে বহুমাত্রিক নির্দেশকসহ সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য একটি ভাল উদাহরণ দেয়া হয়েছে। তবে, এই matrix সমূহ আরও উন্নত করা যেতে পারে এবং DIA- এর আওতা অন্যান্য প্রকল্প এলাকাতে প্রসারিত করা যেতে পারে, যা DIA এর scale-up সুবিধার দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখানো যেতে পারে।

ধাপ- ৪: সহিষ্ণুতা যাচাই: DIA এর ৪নং ধাপে সহিষ্ণুতার মাত্রা বিবেচনা ও যাচাই করা উচিৎ যা দুর্যোগ মোকাবেলার অব্যবহিত পরে কোন একটি প্রকল্প দেখাতে পারে। এটি বেশ কিছু নির্দেশকের মাধ্যমে করা যেতে পারে, যেগুলো কাঠামোতে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন উদাহরণস্বরূপ:

i. জরুরি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা- যেমন কোন স্থাপনা (দালান) ভেঙ্গে পড়ার ক্ষেত্রে উদ্বাসন (Evacuation)/অপসারণ পরিকল্পনা থাকতে হবে;
ii. সেবা চলমান/ধারবাহিকতা রাখার পরিকল্পনা- যেমন বন্যার কারণে বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত স্থানে বন্যা শেষ হওয়ার পর পরই পাঠদান শুরু করতে হবে;
iii. সময় পুনরুদ্ধার (Time Recovery) উদাহরণস্বরূপ: যদি কোন প্রকল্পে দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য দীর্ঘ পুনর্বাসনের সময় প্রয়োজন হয় (যেমন: ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ) তাহলে তা প্রকল্প এলাকার অধিবাসীদের দুঃখ/কষ্ট/দুর্গতি প্রলম্বিত করবে। এ কারণে প্রকল্পের নকশা ও মূল্যায়ন পর্যায়ে “সহিষ্ণুতা যাচাই” করা অত্যন্ত জরুরী।

ধাপ- ৫: Disaster Risk Reduction- DRR এর ব্যয় প্রাক্কলন:
DIA এর ৫নং ধাপে DRR এর ব্যয় প্রাক্কলন এবং এর প্রতিবেদন প্রণয়ন করা উচিৎ (মোট প্রকল্প ব্যয়ের শতাংশ হিসেবে)। সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে এর প্রভাব থাকতে পারে এবং আদর্শগতভাবে রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পে নদী ভাঙ্গন রোধের ব্যয় প্রাক্কলনের জন্য incremental পদ্ধতি অথবা ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বা বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্পের পুরো প্রকল্প ব্যয় বিবেচনা করতে হবে। আদর্শগতভাবে unit cost basis এ ব্যয় প্রাক্কলন করতে হবে যেমন একজন লোককে আশ্রয় প্রদানের জন্য কত ব্যয় করতে হবে (আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের ক্ষেত্রে)।

ধাপ-৬: অবশিষ্ট ঝুঁকি: যেহেতু ঝুঁকি পরিপূর্ণভাবে নির্মূল করা সম্ভব নয়, তাই মূল্যায়ন পর্যায়ে DRR এর ব্যয়ের সাথে অবশিষ্ট ঝুঁকির তুলনা করার সুবিধার্থে “অবশিষ্ট ঝুঁকি” নির্ণয় করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন স্থাপনা/দালান রিখটার স্কেলে

৭:০০ মাত্রার ভূমিকম্প প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্নরূপে নকশা করা হয় তাহলে ৭:০০ মাত্রার উপর ভূমিকম্পের সম্ভাবনার ব্যাপারে প্রতিবেদন দিতে হবে।

সূত্র: Haque, S, 2020. Developing and institutionalizing Disaster Impact Assessment Tool & Guidelines Towards Marking Public Investment Resilient: A Review of Policies and Practices. Final report submitted to UNDP under the National Resilience Programme (NRP), Programming Division, Planning Commission

আইটেম ২৬. পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র

২৬. পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র:

২৬.১ পরিবেশের উপর প্রভাবভেদে প্রকল্পের শ্রেণী (Red/Orange/Green):

২৬.২ পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) অনুযায়ী ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়েছে কিনা? (গ্রহণ করা হয়ে থাকলে সংযুক্ত করতে হবে, গ্রহণ করা না হলে কারণ উল্লেখ করতে হবে)

নোট: পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ অনুযায়ী পরিবেশের ৪ টি শ্রেণি নির্ধারণ করা হয়েছে- লাল, কমলা, হলুদ ও সবুজ

(ক) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন

প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আঙ্গিকে এই আইটেমের তথ্যগুলো পরীক্ষা করবেন:

- এই প্রকল্পটির পরিবেশগত শ্রেণি কি?
- প্রকল্পের জন্য পরিবেশ ছাড়পত্র সনদ (ECC) নেওয়া হয়েছে কিনা?

(খ) প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার উত্তর

উপরের ‘ক’ তে বর্ণিত প্রশ্নের উত্তরে প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রদান করবেন:

- পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩ এর তালিকা পরীক্ষা করে প্রকল্পটির পরিবেশগত শ্রেণি সম্পর্কে অবগত হওয়া;
- পরিবেশ ছাড়পত্র সনদ (ECC) গ্রহণ করা হয়েছে কিনা এবং হয়ে থাকলে তা ডিপিপি’র সংযুক্তি হিসাবে সংযুক্ত করা;
- যদি (ECC) গ্রহণ করা না হয়ে থাকে তার কারণসহ পরবর্তী পদক্ষেপের ব্যাখ্যা প্রদান;**
- যেক্ষেত্রে EIA/IEE প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে EIA/IEE প্রতিবেদনের সারাংশ ডিপিপি’র সংযুক্তি হিসাবে সংযুক্ত করা।

** প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সাইট ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট একই উদ্দেশ্যে অর্জন করতে পারে। এক্ষেত্রে, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ দেখুন।

(গ) সূত্র

পরামর্শ: এই আইটেম পূরণ করার সময় প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত উপদেশ/বিষয় বিবেচনা করবেন:

- পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩* এর তফসিল ১- এ তালিকাভুক্ত সকল শিল্প এবং প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রয়োজন।

*গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ রহিত করে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ জারি করেছে।

তথ্যের উৎস: প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা প্রকল্প মূল্যায়নের বিষয়বস্তু অনুধাবন করবেন ও এই আইটেম পূরণ করার জন্য নিম্নোক্ত দলিলপত্র দেখবেন:

- পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের পরিবেশ অধিদপ্তর প্রণীত শিল্প কারখানার জন্য EIA নির্দেশিকা, ২০১০;
- পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের পরিবেশ অধিদপ্তর প্রণীত পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রক্রিয়া, ২০১০;
- পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩* এর সিডিউল-১: শিল্প শ্রেণি;
- পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩* এর ফরম-৩: অবস্থানগত ছাড়পত্র/পরিবেশগত ছাড়পত্র এর জন্য আবেদনপত্র।

*গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ রহিত করে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ জারি করেছে।

বক্স ৯ এ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এ প্রদত্ত পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে।

৬। অবস্থানগত ছাড়পত্র ও পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের বাধ্যবাধকতা।

(১) বিধি ৫ এ উল্লিখিত হলুদ, কমলা ও লাল শ্রেণির নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে অধিদপ্তরের নিকট হইতে প্রথমে অবস্থানগত ছাড়পত্র ও পরবর্তীতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে:
তবে শর্ত থাকে যে, সবুজ শ্রেণির নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে, উহা যেখানেই স্থাপন করা হউক না কেন, অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না, অধিদপ্তরের নিকট হইতে কেবল পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে;
আরও শর্ত থাকে যে, সরকারি বা বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, অর্থনৈতিক অঞ্চল বা বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের শিল্প নগরীতে স্থাপিতব্য সকল শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না, অধিদপ্তরের নিকট হইতে কেবল পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে।
(২) অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতীত হলুদ, কমলা ও লাল শ্রেণির কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্পের জন্য ভূমির উন্নয়ন বা এতদুদ্দেশ্যে কোনো প্রকার অবকাঠামো নির্মাণ করা যাইবে না।
(৩) অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে হলুদ, কমলা ও লাল শ্রেণির নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পে গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদান করা যাইবে না।
(৪) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল শ্রেণির নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষামূলক উৎপাদন করা বা প্রকল্প চালু করা যাইবে না।

সূত্র: বিধি ৬, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩

সহায়ক নির্দেশিকা

ডিপিপি'র সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

- ২৫-প্রকল্পের উপর কোন বিষয়ের প্রভাব এবং কোন বিষয়ের উপর প্রকল্পের প্রভাব/ফলাফল [এই অধ্যায়ে বর্ণনাকৃত আইটেমসমূহ]
- ২৭- বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের সেক্টোরাল প্রাধিকারের সাথে প্রকল্পের সামঞ্জস্য (linking) [এই অধ্যায়ে বর্ণনাকৃত আইটেমসমূহ]
- ৩১/৩২ (বৈদেশিক অর্থায়নে জড়িত থাকলে)- ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও প্রশমনের উপায়

- সংযুক্তি- পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের প্রতিবেদন (EIA)
- সংযুক্তি- পরিবেশগত ছাড়পত্র সনদ (ECC)

সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]

- অনুচ্ছেদ ৪: কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও প্রকৌশলগত বিষয়াদি বিশ্লেষণ, খ) কারিগরি নকশা
- অনুচ্ছেদ ৫: পরিবেশগত, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- অনুচ্ছেদ ৯: ঝুঁকি ও সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ

গ্রিনবুকে বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

- ১.১.১১- পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রের (Cross Cutting Issues) প্রভাব বিশ্লেষণ: পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, প্রতিবেশ (Ecology), প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কর্মসংস্থান, পুষ্টি, মহিলা, শিশু, জেন্ডার ইস্যু, প্রতিবন্ধী, খাদ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ খাদ্য, দারিদ্র্য হ্রাসের সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিমাণ, প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, উৎপাদনশীলতা, ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত কিংবা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এবং বিদ্যমান অবকাঠামোর ওপর প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব উল্লেখসহ কোন বিরূপ প্রভাব থাকলে তা প্রতিকারের উপায় সুনির্দিষ্টভাবে প্রকল্প দলিলে সন্নিবেশ করা। প্রকল্প প্রণয়নের সময় ডিজাস্টার এন্ড ক্লাইমেট রিস্ক ইনফরমেশন প্লাটফরম (ডিআরআইপি) ব্যবহার করে ডিজাস্টার ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট (ডিআইএ) করতে হবে, যাতে প্রকল্প এলাকার দুর্যোগ ও জলবায়ু ঝুঁকি চিহ্নিতপূর্বক তা নিরসনের উপায় নির্ধারণ করা যায়।

- ২১.৩- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫’ এবং ‘পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩’ অনুযায়ী লাল শ্রেণিভুক্ত বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ (বিশেষতঃ পানি, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ, শিল্প এবং যোগাযোগ ও পরিবহন খাতসমূহের বিনিয়োগ প্রকল্প) গ্রহণ/অনুমোদনের পূর্বে আবশ্যিকভাবে Initial Environmental Examination (IEE) ও Environmental Impact Assessment (EIA) এবং EIA সমীক্ষার পরামর্শ অনুযায়ী প্রকল্পের ডিজাইন পরিমার্জন করতে হবে। পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব পরিহার/হ্রাসের লক্ষ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য EIA সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত Environmental Management Plan প্রকল্প প্রস্তাবে সংযোজন করতে হবে। প্রয়োজ্যে ক্ষেত্রে Disaster Impact Assessment (DIA) সম্পাদন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ৩.১.৩- পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণকালে প্রকল্পটির ওপর সম্পাদিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও তার সুপারিশ, কারিগরি কমিটির সুপারিশ, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের যাচাই কমিটির সুপারিশ, পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে ওয়ারপো-এর ছাড়পত্র/অনাপত্তি, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রসহ প্রযোজ্য অন্যান্য ছাড়পত্র/অনাপত্তি, পর্যায়ভিত্তিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে পূর্বের প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং অন্যান্য সমীক্ষা ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের মতামত/সুপারিশ (যথাপ্রযোজ্য) বিবেচনায় নিতে হবে।

মন্ত্রণালয় যাচাই/মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেটের (MAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অনুসরণ (খ): খ-৩ পরিবেশগত প্রভাব,
- অংশ ৪- পরিবেশ সংক্রান্ত চাহিদা এবং দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি
- অংশ ৭- মূল্যায়ন মানদণ্ড, ৪) প্রভাব, ৪.২ প্রভাব (খ) প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন বিষয়ে প্রকল্পের পরোক্ষ প্রভাব (ইতিবাচক ও নেতিবাচক)

সেক্টর মূল্যায়ন/সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেটের (SAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- প্রস্তুতি যাচাই, খ: প্রস্তুতি যাচাই নিশ্চিতকরণ, খ-২ ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন, পরিবেশগত প্রভাব এবং দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক বিধি বিধানসমূহের অনুসরণ, ২. পরিবেশগত বিবেচনা, ৩. দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি
- অংশ ৫- সেক্টর নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ/সেক্টর নির্দিষ্ট বিশেষ চাহিদাসমূহ ৪. প্রভাব

সূত্র/প্রাসঙ্গিক দলিল/দলিলসমূহ

- পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের পরিবেশ অধিদপ্তর প্রণীত শিল্প কারখানার জন্য EIA নির্দেশিকা, ২০১০;
- পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের পরিবেশ অধিদপ্তর প্রণীত পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রক্রিয়া, ২০১০;
- জাতীয় পরিবেশ নীতি;
- পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (২০০০, ২০০২ এবং ২০১০ সালে সংশোধিত);
- পরিবেশ সংরক্ষন বিধিমালা ২০২৩।

বক্স ৯ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এ উল্লিখিত পরিবেশগত প্রভাব যাচাই প্রতিবেদনের ফরমেট

পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	বিষয়	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)
১।	নির্বাহী সারসংক্ষেপ (Executive Summary)	নির্বাহী সারসংক্ষেপে অকারিগরি (Non-technical) ভাষায় লিখিত সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য এবং সুপারিশ থাকিবে। ইহাতে নিম্নোক্ত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে : ● প্রকল্পের বিবরণ : প্রস্তাবিত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ● সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য (Study findings) : পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ এর কার্যপরিধি বা সমীক্ষার মাধ্যমে চিহ্নিত প্রধান পরিবেশগত ইস্যুসমূহের আলোকে নিরূপিত পরিবেশগত প্রভাব, প্রশমনমূলক ব্যবস্থা এবং পরিবীক্ষণ কর্মসূচির সারসংক্ষেপ।
২।	সাধারণ তথ্যাবলি (General Information)	সাধারণ তথ্যাবলি প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে : ● প্রকল্পের ও প্রকল্পের উদ্যোক্তার নাম এবং যোগাযোগের ঠিকানা; প্রকল্পের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সংক্রান্ত কোনো বিষয় অনুসন্ধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল। ● পরিবেশবিষয়ক পরামর্শক : পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নাম, যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেইল; সমীক্ষা দলের প্রত্যেক সদস্যের নামের তালিকা, সমীক্ষার অধিক্ষেত্র এবং স্বাক্ষর।
৩।	প্রকল্পের বিবরণ ও প্রকল্পের অপশনসমূহ (Project Description)	প্রকল্পের বিবরণ দেওয়ার সময় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে— ● প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা : প্রকল্পের যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য এবং সুফল; ● প্রকল্পের বিবরণ : প্রকল্পের বিবরণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রকল্প কার্যক্রম, অবস্থান, লে-আউট, সময়সূচিসহ প্রকল্প বাস্তবায়নের ধাপসমূহ এবং প্রকল্পের সম্ভাব্য সম্প্রসারণের বিষয়ের উল্লেখ থাকিতে হইবে। ইহাতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ থাকিতে হইবে :

		● জমির পরিমাণ : প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ, জমির মালিকানা, ভূমি অধিগ্রহণ ইত্যাদি। ● প্রকল্পের অবস্থান ও পারিপার্শ্বিক এলাকা : প্রকল্পের অবস্থান (লোকেশন ম্যাপসহ), লে-আউট প্ল্যান যাহাতে ইউটিলিটিস, মেশিনারি, স্টোরেজ ইয়ার্ড, অবকাঠামো, পরিবহণ রুট এবং অন্যান্য কাঠমো প্রদর্শন করিতে হইবে। ● প্রকল্পের বিবরণ : সাইট লে-আউট, ফ্লো-ডায়াগ্রামসহ উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ, উৎপাদন ক্ষমতা, উৎপাদিত পণ্যের নাম ও পরিমাণ এবং ইউটিলিটিসমূহের বিবরণ। ● প্রকল্প কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন সময়সূচি : প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন, অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনাকালীন গৃহীতব্য প্রধান কার্যক্রমের তালিকা; প্রকল্প উন্নয়নের ধাপ এবং বাস্তবায়ন কাল (Schedule)। ● সম্পদ ও উপযোগমূলক সেবার চাহিদা : তৈল, গ্যাস, বিদ্যুৎ, কয়লা ইত্যাদি জ্বালানির চাহিদা; কাঁচামালের তালিকা, পরিমাণ ও উৎস; পানির চাহিদা ও উৎস, কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য হ্যান্ডলিং ও স্টোরেজের জন্য নির্মিতব্য অবকাঠামো; অন্যান্য সাপোর্টিং অবকাঠামো, ইউটিলিটি এবং সার্ভিসের চাহিদা; প্রকল্পের উন্নয়ন ও পরিচালনার সময় কর্মসংস্থানের সুযোগ। ● দূষণের সম্ভাবনা (Pollution potential) : ● প্রকল্পের অপশনসমূহ : অপশনসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, গ্রহণযোগ্য অপশন বাছাই এবং অন্যান্য অপশন বাতিলের যৌক্তিকতা।
৪।	প্রকল্প এলাকার বিদ্যমান পরিবেশগত অবস্থা (Existing Environmental Condition)	পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ এ সমীক্ষাধীন এলাকার বিদ্যমান পরিবেশের বর্ণনায় নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর তথ্য ও উপাত্ত প্রদান করিতে হইবে : ● ভৌত পরিবেশ : টপোগ্রাফি, জিওলজি, জিও-মর্ফোলজি, মৃত্তিকা, ড্রেনেজ, হাইড্রোলজি এবং পানি সম্পদ, আবহাওয়া ও জলবায়ু, বায়ু ও পানির গুণগত মান, শব্দের মাত্রা, বিদ্যমান দূষণের উৎসসমূহ ইত্যাদি। ● জীব পরিবেশ : প্রতিবেশ ব্যবস্থা (উদ্ভিদকুল, প্রাণিকুল, স্থলজ আবাসস্থল, সামুদ্রিক/জলজ আবাসস্থল), জলভূমি, এনডেমিক/থ্রেটেন্ড/এনডেঞ্জারড প্রজাতি, নিকটতম সংরক্ষিত, সংবেদনশীল বা সংকটাপন্ন আবাসভূমি (Habitat)। ● ভূমি ব্যবহার : বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার, সংরক্ষণের জন্য প্রতিবেশগত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। ● সামজিক পরিবেশ : জনসংখ্যার বণ্টন (Population distribution), অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, ভৌত অবকাঠামো ও পরিষেবা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অ্যামিনিটিস, জনস্বাস্থ্য। ● মানচিত্র, লেখচিত্র ও ছবি : প্রকল্প এলাকার বর্ণনার সহিত নিম্নোক্ত তথ্য, ম্যাপ, ছবি এবং অন্যান্য ভিজুয়্যাল তথ্য যুক্ত করিতে হইবে। ● প্রকল্প এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার পরিবেশের হালনাগাদ ছবি। ● প্রকল্পের লোকেশন (অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশসহ), প্রকল্প এলাকা এবং সমীক্ষা এলাকার ভৌগোলিক সীমারেখা। ● প্রস্তাবিত প্রকল্পের অবস্থান-নির্দেশক ম্যাক্রো স্কেল ম্যাপ (১: ৫০,০০০ এবং ১: ২৫,০০০), প্ল্যান, ছবি অথবা স্যাটেলাইট ইমেজ; স্পষ্ট, পাঠযোগ্য, রঙিন ভূমি ব্যবহারের ম্যাপ। সাম্প্রতিক বিদ্যমান পরিবেশের অবস্থা অনুধাবনের জন্য হালনাগাদ স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করা যাইতে পারে। ভূমি ব্যবহারের ম্যাপে ন্যূনতম ৫ কি.মি. ব্যাসার্ধের এলাকা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। ● বিদ্যমান পরিবেশের অবস্থা বুঝাইবার জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের ধরন অনুসারে অন্যান্য কোনো ম্যাপ, যথা-টপোগ্রাফি ম্যাপ, জিওলজিক্যাল ম্যাপ, হাইড্রোলজিক্যাল ম্যাপ ইত্যাদি।
৫।	পরিবেশগত প্রভাব পূর্বানুমান ও মূল্যায়ন (Impact Predication and Evaluation)	পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ এর কার্যপরিধিতে যেসকল পরিবেশগত ইস্যু চিহ্নিত করা হইয়াছে বা পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষায় যে আরও অতিরিক্ত পরিবেশগত ইস্যু চিহ্নিত হইয়াছে সেইগুলির প্রভাব নিরূপণ (Impact Assessment) করিতে হইবে। প্রভাব নিরূপণ প্রধানত নিম্নোক্ত তিনটি ধাপে সম্পন্ন করিতে হইবে, যথা : ● প্রভাব চিহ্নিতকরণ (Impact Identification) : প্রকল্পের প্রতিটি ধাপের সুনির্দিষ্ট এবং বিশদ প্রভাব চিহ্নিত করিতে হইবে। সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবসমূহ বিবেচনা করিতে হইবে। একই সঙ্গে সম্ভাব্য গুরুত্বপুর্ণ পরোক্ষ এবং ক্রমপুঞ্জিভূত (Cumulative) প্রভাবসমূহও চিহ্নিত করিতে হইবে।

		● প্রভাব পূর্বানুমান (Impact Predication) : গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবসমূহের প্রকৃতি, বিশালত্ব, বিস্তার এবং স্থায়িত্ব (nature, magnitude, extent and duration) ইত্যাদি পূর্বানুমান করিতে হইবে। প্রভাব নিরূপণের জন্য একাধিক গুণবাচক বা পরিমাণবাচক পূর্বানুমান টুল রহিয়াছে। এইক্ষেত্রে সমীক্ষাধীন প্রকল্প এবং প্রকল্প এলাকার জন্য যথোপযুক্ত টুল বা মডেল নির্বাচন করিতে হইবে। ● প্রভাব মূল্যায়ন (Impact Evaluation) : প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট পরিবেশগত প্রভাব নিম্নোক্ত নির্ণায়কের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করিতে হইবে : প্রভাবের মাত্রা (Magnitude of impact); প্রভাবের বিস্তার (Extent of effect); প্রভাবের স্থায়িত্বকাল (Duration of the impact); ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা বা অবস্থার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া (Reversibility of condition/impacted area); পুঞ্জিভূত প্রভাব (Cumulative impact)। ● প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট পরিবেশগত প্রভাবের বিষয়ে উল্লিখিত নির্ণায়কের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ হইবে : কোনো প্রভাব নাই (No impact); প্রভাব তাৎপর্যপূর্ণ (Significat impact); প্রভাব অতাৎপর্যপূর্ণ (Insignificant impact); অজানা প্রভাব (Unknown impact); প্রশমনযোগ্য প্রভাব (Mitigated impact)।
৬।	প্রশমনমূলক ব্যবস্থা (Mitigation Measures)	পরিবেশগত প্রভাব নিবৃত্তির জন্য বাস্তবসম্মত, সুলভ এবং কার্যকর প্রশমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করিতে হইবে। পরিবেশগত প্রভাব নিবৃত্তির জন্য সম্ভাব্য সকল বিকল্প উপায় মূল্যায়ন করিয়া সর্বোত্তম সমাধানের জন্য পরামর্শ প্রদান করিতে হইবে যাহার ব্যয় উদ্যোক্তার জন্য সহনীয় এবং প্রকল্পের নেতিবাচব প্রভাব অবলোপনের জন্য যৌক্তিকভাবে গ্রহণযোগ্য। প্রশমনমূলক ব্যবস্থার কার্যকারিতা পরিমাপযোগ্য হইতে হইবে যাহাতে পরিবীক্ষণ এবং অডিটিং-এর মাধ্যমে তাহা প্রমাণ করা যায়। সুপারিশকৃত প্রতিটি প্রশমনমূলক ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিতে হইবে। প্রকল্পের বিস্তারিত ডিজাইনে কখন এবং কীভাবে এইগুলি অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে। প্রস্তাবিত সকল প্রশমনমূলক ব্যবস্থার প্রাক্কলিত ব্যয় সম্ভব হইলে প্রদান করিতে হইবে।
৭।	পরিবীক্ষণ কর্মসূচি (Monitoring Programme)	পরিবীক্ষণ কর্মসূচির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়ে বিবরণ প্রদান করিতে হইবে : ● প্রশমনমূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ : সুপারিশকৃত সকল প্রশমনমূলক ব্যবস্থার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবার জন্য পরিবীক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত তথ্য প্রদান করিতে হইবে : সুপারিশকৃত প্রশমনমূলক ব্যবস্থাসমূহ যে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করার পদ্ধতি (Methodology); প্রশমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের লোকেশন এবং পরিবীক্ষণ সাইট নির্দেশক ম্যাপ এবং ছবি; প্রকল্প মেয়াদে সাইট পরিদর্শনের সংখ্যা উল্লেখপূর্বক সময়সূচি; প্রতিবেদন প্রেরণ; এবং ফলাফল পর্যালোচনা/অডিটিং-এর পদ্ধতি এবং সময়সূচি। ● প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব পরিবীক্ষণ : পরিবীক্ষণ কর্মসূচির আওতায় নেতিবাচক পরিবেশগত পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে এবং এই লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ পরিবীক্ষণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে : প্রধান পরিবেশগত ইস্যুর জন্য ইন্ডিকেটর; পরিবেশগত মানমাত্রা এবং প্রকল্পে তাহাদের প্রয়োগ; পরিবীক্ষণ পদ্ধতি, লোকেশন এবং সময়সূচি; উদ্যোক্তার দায়িত্ব (পরিবীক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল, বাজেট এবং পরামর্শ সেবার প্রয়োজনীয়তা); পরিবীক্ষণ রিপোর্টিং।

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	বিষয়	বিবরণ
(১)	(২)	(৩)
১।	ভূমিকা	● প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য;

	(Introduction)	
২।	প্রকল্পের বিবরণ (Project Description)	● লোকেশন, এরিয়া এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য; ● প্রকল্পের লে-আউট এবং ডিজাইন; ● প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা এবং সময়সূচি; ● প্রকল্পের অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য।
৩।	পরিবেশগত নীতিমালা (Environmental Policy)	● পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণসংক্রান্ত কোম্পানির নীতি।
৪।	পরিবেশগত প্রতিপালনীয় বিষয় (Environmental Compliance Requirements)	● প্রতিপালনীয় আইনগত মানমাত্রা; ● পরিবেশ অধিদপ্তর বা অন্য কোনো সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত পরিবেশগত শর্তসমূহ; ● উদ্দেশ্য ও নির্ণায়কসমূহ যাহা পূরণ করা হইবে; ● নীতিসমূহ যাহাতে অবিচল থাকা হইবে; ● উত্তম চর্চাসমূহ যাহা প্রয়োগ করা হইবে।
৫।	পরিবেশগত প্রভাব এবং প্রশমনের ব্যবস্থা (Environmental Impacts and Mitigation Measures)	● প্রকল্প কার্যক্রমের বিস্তারিত তালিকা এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত প্রভাব; ● গৃহীতব্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসমূহ; ● প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রতিবেশগত ব্যবস্থা, সাইট, এলাকার বৈশিষ্ট্য কিংবা প্রজাতি সুরক্ষার জন্য গৃহীতব্য সংরক্ষণমূলক কার্যক্রম; ● সামাজিক এবং পাবলিক ইস্যু (সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয়) মোকাবিলা ব্যবস্থা।
৬।	পরিবেশগত সার্ভেইল্যান্স, পরিবীক্ষণ এবং অডিটিং (Environmental Surveillance, Monitoring and Auditing)	● প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থাসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে গৃহীতব্য সার্ভেইল্যান্স এবং পরিবীক্ষণ কর্মসূচি রূপরেখা; পরিবেশগত অবস্থা পরিবীক্ষণ করিবার জন্য যেসকল পদ্ধতি ও প্রণালি (Procedures and methods) গ্রহণ করা হইবে তাহার রূপরেখা; সার্ভেইল্যান্স ও পরিবীক্ষণ কত সময় পরপর করা হইবে; পরিবেশ ছাড়পত্রের শর্তসমূহ প্রতিপালন যাচাই করিবার জন্য প্রস্তাবিত অডিট কর্মসূচি ডাটা সংগ্রহ এবং পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিলের জন্য প্রতিবেদন প্রণয়।
৭।	আকস্মিক পরিস্থিতি মোকাবিলা পরিকল্পনা (Contigency Planning)	● অস্বাভাবিক এবং জরুরি পরিস্থিতি (যেমন : উৎপাদন প্রক্রিয়ার যন্ত্রপাতি বিকল, আগুন, গ্যাস লিক, বিপজ্জনক পদার্থে বিচ্ছুরণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি বিকল) মোকাবিলা করিবার করিবার পরিকল্পনা। ● জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, যথা : জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় গৃহীতব্য পদ্ধতি ও উপায়সমূহ (Procedures and measures); সুরক্ষা ব্যবস্থা (কর্মরত স্টাফ ও সাধারণ জনগণের জন্য) জরুরি পরিস্থিতিকালীন যেসকল সংস্থা/যাহার সহিত যোগাযোগ করিতে হইবে এবং পরবর্তীকালে অবহিত করিতে হইবে সুরক্ষাবিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষামূলক কার্যক্রম
৮।	সাংগঠনিক কাঠামো (Organizational Structure)	● প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো (ইএমপি বাস্তবায়ন এবং সংশ্লিষ্ট কাজের তত্ত্বাবধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত স্টাফসহ); ● ইএমপি বাস্তবায়নের কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট স্টাফদের দায়িত্ব ও কর্মপ্রণালি (Responsibilities and work Procedure); ● প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃসংস্থাকে (যেমন : পরিবেশ অধিদপ্তর) রিপোর্ট করিবার প্রক্রিয়া (Reporting hierarchy); ● বাহিরের সংস্থা বা ব্যক্তির নিকটি হইতে সেবা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা (যেমন : পরিবেশগত পরিবীক্ষণ-এর জন্য গবেষণাগার, স্লাজ পরিত্যজনের জন্য ঠিকাদার); ● প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।
৯।	বাজেট এবং বাস্তবায়ন কর্মসূচি (Budget and Implementation Programme)	● ইএমপি বাস্তবায়ন কর্মসূচি; ● নিম্নোক্ত খাতে বাজেট বরাদ্দ : o প্রশমন ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়ন; o সার্ভেইল্যান্স, পরিবীক্ষণ এবং অডিটিং; o প্রশিক্ষণ এবং ইমারজেন্সি রেস্পন্স।

সূত্র: পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এর তফসিল- ১১, [বিধি ১৫ এর উপ-বিধি (৩) দ্রষ্টব্য]

আইটেম ২৭. বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের সেক্টোরাল প্রাধিকারের সাথে প্রকল্পের সামঞ্জস্য (Specific Linkage)

২৭. বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের সেক্টোরাল প্রাধিকারের সাথে প্রকল্পের সামঞ্জস্য (Specific Linkage):

(ক) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন

প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আঙ্গিকে এই আইটেমের তথ্যগুলো পরীক্ষা করবেন:

- প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশকসমূহ সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা/কর্মসূচি, যেমন- ব-দ্বীপ পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সেক্টর কৌশলপত্র (SSP)/সেক্টর কর্ম পরিকল্পনা (SAP) ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) এর সাথে প্রাসঙ্গিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা?

(খ) প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার উত্তর

প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা **মূল উন্নয়ন সূচকগুলির মধ্যে সংযোগ** ব্যাখ্যা করবেন এবং উপরের ‘ক’ তে বর্ণিত প্রশ্নের উত্তরে নিম্নোক্ত তথ্যাদি সরবরাহ করবেন:

- প্রস্তাবিত প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের নির্দেশকসমূহ;
- ব-দ্বীপ পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সেক্টর কৌশলপত্র (SSP)/সেক্টর কর্ম পরিকল্পনা (SAP) ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সমূহের প্রাসঙ্গিক নির্দেশকসমূহ;
- সংশ্লিষ্ট দলিলপত্রের প্রাসঙ্গিক ধারা/অনুচ্ছেদসহ পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করা অথবা সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার অনুলিপি সংযুক্ত করা।

(গ) সূত্র

পরামর্শ: এই আইটেম পূরণ করার সময় প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন:

- প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা সেক্টর কৌশলপত্রের সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক একটি উন্নয়ন নির্দেশককে লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এর (আইটেম-১০.) প্রকল্পের উদ্দেশ্য/লক্ষ্যের বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক হিসাবে চিহ্নিত/মনোনীত করবেন;
- যদি সেক্টর কৌশলপত্র না থাকে, তাহলে প্রকল্প প্রণয়নকারী অনুরূপ অনুশীলন করবেন যা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো (DRF), সেক্টর কৌশলপত্র (SSP)/সেক্টর কর্ম পরিকল্পনা (SAP) এবং বার্ষিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তি (APA)- এ উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যসম্পাদন নির্দেশক (KPI) এবং মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (MTBF) প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট কাঠামোর (MBF) আলোকে হবে;
- প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা অন্যান্য প্রকল্পের অর্জন/ফলাফল এবং পাইপ লাইন প্রকল্পের সম্ভাব্য আউটপুটসমূহ উল্লেখ করবেন যাতে নির্দেশক/লক্ষ্যসমূহ অর্জনে প্রস্তাবিত প্রকল্পের অবদান কতটুকু তা দেখানো যায়;
- যদি নতুন পরিপত্র জারি করা হয় এবং এটি প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের সাথে প্রাসঙ্গিক হয়, তাহলে কীভাবে প্রস্তাবিত প্রকল্প পরিপত্রে উল্লিখিত নীতি বা পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা প্রকল্প প্রণয়নকারী সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করবেন।

তথ্যের উৎস: প্রকল্প মূল্যায়নের বিষয়বস্তু অনুধাবন করবেন এবং এই আইটেম পূরণ করার জন্য প্রকল্প মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা নিমোক্ত দলিলপত্র দেখবেন:

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা, পরিবর্তনের তত্ব এবং সেক্টর কৌশলপত্র (SSP)/সেক্টর কর্ম পরিকল্পনা (SAP)- এ প্রদত্ত

সেক্টর ফলাফল কাঠামো; পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো (DRF); বার্ষিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তি (APA)- এ উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যসম্পাদন নির্দেশক (KPI), এবং মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (MTBF) প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট কাঠামোর (MBF)।

নমুনা: বর্তমান ডিপিপি'তে এই আইটেমের কোন নমুনা দেওয়া নাই; এই হ্যান্ডবুক এ নিম্নোক্ত নমুনা/ছক প্রস্তাব করা হয়েছে।

	নির্দেশকের (Indicator) সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (ক)	**পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রদত্ত প্রাসঙ্গিক নির্দেশকসমূহ (খ)**	**হার (ক/খ)**	**অন্যান্য সমাপ্ত বা চলমান প্রকল্পের সাফল্য**	**জাতীয় নীতিমালা সংক্রান্ত দলিলাদির পৃষ্ঠা নং**
১	২০১৫ সালের মধ্যে, **XXX MW** উৎপাদন সম্পন্ন হয়েছে	**YYY MW** নতুন উৎপাদন	**ZZZ %**	প্রকল্প ক: **AAA MW** প্রকল্প খ: **BBB MW** প্রকল্প গ: **CCC MW**	

সহায়ক নির্দেশিকা

ডিপিপি'র সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

- ১৪- প্রকল্পের পটভূমি সংক্রান্ত তথ্য
- ১৫- প্রকল্পের বিবরণ
- ২৭- বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের সেক্টোরাল প্রাধিকারের সাথে প্রকল্পের সামঞ্জস্য (linking) [এই অধ্যায়ে বর্ণনাকৃত আইটেমসমূহ]

সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]

- অনুচ্ছেদ ৩: বাজার/চাহিদা বিশ্লেষণ, খ) প্রকল্পের ধারণার প্রাসঙ্গিকতা

গ্রিনবুকে বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

- ১.১.১৫- দীর্ঘমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতি ও কৌশলের সাথে সঙ্গতি:
  (ক) বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, কৌশল ও লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনা (খ) জাতীয় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট কৌশল, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসহ (এসডিজি) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ইত্যাদি বিবেচনা (গ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের নীতি ও কৌশল বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার এবং (ঘ) সরকারের অগ্রাধিকার ও দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা থাকতে হবে।
- ৩.১.১(২)- প্রকল্প প্রস্তাবকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় চলমান/প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রকল্প, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের এমটিবিএফ সিলিং ইত্যাদি সামগ্রিক অবস্থা; জাতীয় ও সেক্টোরাল অগ্রাধিকারের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্পৃক্ততা; প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা; প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন বাজেটের ওপর চাপ; প্রকল্প মেয়াদের যথার্থতা ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনাপূর্বক পরীক্ষা করতে হবে। অর্থায়নের নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ পরিহার করতে হবে।

মন্ত্রণালয় যাচাই/মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেটের (MAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অংশ ৭- মূল্যায়ন মানদণ্ড, ১. প্রাসঙ্গিকতা, (১) কৌশল, কর্মসূচি ও পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যতা

সেক্টর মূল্যায়ন/সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেটের (SAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অংশ ২- সেক্টর পরিকল্পনা ও বাজেটের সাথে সম্পৃক্ততা, ১. সেক্টর কৌশল (পরিকল্পনা) এর সাথে প্রকল্পটির সম্পৃক্ততা
- অংশ ৫- সেক্টর নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ/সেক্টর নির্দিষ্ট বিশেষ চাহিদাসমূহ ৪. প্রভাব

সূত্র/প্রাসঙ্গিক দলিল/দলিলসমূহ

- ব-দ্বীপ পরিকল্পনা;
- প্রেক্ষিত পরিকল্পনা;
- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা;
- সেক্টর কৌশলপত্র (SSP);
- সেক্টর কর্ম পরিকল্পনা (SAP);
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি;
- মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF);
- লক্ষ্য অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যাপিং।

আইটেম ২৮.১ ও ২৮.২ উদ্যোগী মন্ত্রণালয় বিভাগ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার ভিশন ও মিশন এবং কার্যবণ্টন

২৮.১	প্রকল্পটি কিভাবে উদ্যোগী মন্ত্রাণালয়/বিভাগ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার মিশন/ভিশন অর্জনে অবদান রাখবে তার বিস্তারিত বিবরণ:
২৮.২	উদ্যোগী মন্ত্রাণালয়/বিভাগের অ্যালোকেশন অব বিজনেস-এর সাথে প্রকল্পটি সঙ্গাতিপূর্ণ কিনা তার বিবরণ:

(ক) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন

প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আঙ্গিকে এই আইটেমের তথ্যগুলো পরীক্ষা করবেন:

- প্রকল্পটির পরিধি সম্পূর্ণরূপে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যবন্টনের (AoB) আওতাভুক্ত কিনা?
- প্রকল্পের পরিধি সম্পূর্নরূপে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা এর মিশন ও ভিশনের সাথে সম্পর্কিত কিনা?
- প্রস্তাবিত বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক এককভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব বহন করা যাবে কিনা?

(খ) প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার উত্তর

উপরের ‘ক’ তে বর্ণিত প্রশ্নের উত্তরে প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত তথ্যাদি সরবরাহ করবেন:

- আইটেম ২৮.১ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার ভিশন ও মিশন এর জন্য;
- আইটেম ২৮.২ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যবণ্টন এর জন্য;
- প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা ডিপিপি’তে সংশ্লিষ্ট দলিলপত্রের প্রাসঙ্গিক পৃষ্ঠার নম্বর (ধারাসহ) উল্লেখ করবেন অথবা এসমস্ত দলিলপত্রের সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার অনুলিপি সংযুক্ত করবেন।

(গ) সূত্র

তথ্যের উৎস: প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা প্রকল্প মূল্যায়নের বিষয়বস্তু অনুধাবন করবেন ও এই আইটেম পূরণ করা/লিখার জন্য নিম্নোক্ত দলিলপত্র দেখবেন:

- আইটেম ২৮.১, মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF) ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর জন্য;
- আইটেম ২৮.২, রুলস অব বিজনেস ১৯৯৬ (সংশোধিত-২০১৭) এর সিডিউল-১ এর জন্য।

সহায়ক নির্দেশিকা

ডিপিপি’র সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

- ১৪- প্রকল্পের পটভূমি সংক্রান্ত তথ্য
- ১৫- প্রকল্পের বিবরণ
- ২৮.১- প্রকল্পটি কিভাবে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং বাস্তায়নকারী সংস্থার মিশন/ভিশন অর্জনে অবদান রাখবে তার বিস্তারিত বিবরণ
- ২৮.২- উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের অ্যালোকেশন অব বিজনেস-এর সাথে প্রকল্পটি সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তার বিবরণ

সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]

- অনুচ্ছেদ ৮: প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত বিষয় বিশ্লেষণ

গ্রিনবুকে বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

- ১.১.১- প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের সময় সরকারের অ্যালোকেশন অব বিজনেস অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে। অ্যালোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ নিজস্ব অধিক্ষেত্রের মধ্যে থেকে প্রকল্প গ্রহণ করবে। [আংশিক]
- ২১.১- অ্যালোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ নিজস্ব অধিক্ষেত্রের মধ্যে থেকে প্রকল্প প্রণয়ন করবে। প্রয়োজনে কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সমন্বয়ে প্রকল্প প্রস্তাব করা হলে উপযুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগকে Lead মন্ত্রণালয়/বিভাগ হিসেবে নির্ধারণ করতে হবে। তবে সাধারণভাবে একাধিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সমন্বয়ে গুচ্ছ/আমব্রেলা প্রকল্প গ্রহণ পরিহার করতে হবে।
- ২১.২- উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পের সাথে এডিপি’র সংশ্লিষ্টতা অনুযায়ী সেক্টর নির্ধারণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর/বিভাগে প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি/টিএপিপি) প্রেরণ করতে হবে। কোন প্রকল্পের সাথে একাধিক সেক্টর/সাব-সেক্টরের সংশ্লিষ্টতা থাকলে যে সেক্টর/সাব-সেক্টরের সাথে আর্থিকভাবে অপেক্ষাকৃত বেশি সংশ্লিষ্টতা থাকবে পরিকল্পনা কমিশনের সে সেক্টর/সাব-সেক্টরে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে।

মন্ত্রণালয় যাচাই/মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেটের (MAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অংশ ৭- মূল্যায়ন মানদণ্ড, ১. প্রাসঙ্গিকতা, (১) কৌশল, কর্মসূচি ও পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যতা

সেক্টর মূল্যায়ন/সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেটের (SAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- প্রস্তুতি যাচাই, খ. প্রস্তুতি যাচাই নিশ্চিতকরণ, খ-৩: অ্যালোকেশন অব বিজনেস এবং সেক্টর নির্দিষ্ট চাহিদার প্রতিপালন, ১. অ্যালোকেশন অব বিজনেস
- অংশ ৫- মন্ত্রণালয়/বিভাগে সম্পন্ন যাচাই এর ফলাফলের পুনঃনিরীক্ষণ (মূল্যায়নের মানদণ্ড), ১. প্রাসঙ্গিকতা

সূত্র/প্রাসঙ্গিক দলিল/দলিলসমূহ

- মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF);
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি;
- রুলস অব বিজনেস ১৯৯৬ এর সিডিউল ১ (সংশোধিত ২০১৭)।

আইটেম ২৯. প্রকল্প বাস্তবায়নে বেসরকারি খাত, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কিংবা বেসরকারি সংস্থার (NGO) অংশগ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে কিনা? বিবেচিত হয়ে থাকলে কিভাবে সম্পৃক্ত করা হবে তার বিস্তারিত বিবরণ:

২৯. প্রকল্প বাস্তবায়নে বেসরকারি খাত, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কিংবা বেসরকারি সংস্থার (NGO) অংশগ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে কিনা? বিবেচিত হয়ে থাকলে কিভাবে সম্পৃক্ত করা হবে তার বিস্তারিত বিবরণ:

(ক) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন

প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আঙ্গিকে এই আইটেমের তথ্যগুলো পরীক্ষা করবেন:

- প্রকল্পের অংশীজন যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা?

(খ) প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার উত্তর

উপরের ‘ক’ তে বর্ণিত প্রশ্নের/মন্তব্যের উত্তরে প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত তথ্যাদি সরবরাহ করবেন:

- প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন সম্ভাব্য বেসরকারি খাত, স্থানীয় সরকার বা এনজিও এর কারিগরি বা আর্থিক অংশগ্রহণ প্রয়োজন হবে কিনা;
- প্রকল্পে সৃষ্ট ভৌত সুবিধাদি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন সম্ভাব্য বেসরকারি খাত, স্থানীয় সরকার বা এনজিও এর কারিগরি বা আর্থিক অংশগ্রহণ প্রয়োজন হবে কিনা।

(গ) সূত্র

পরামর্শ: এই আইটেম পূরণ করার সময় প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন:

- যদি প্রকল্প প্রণয়কারী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্পটির নকশা (Design) প্রণয়ন পর্যায়ে ‘অংশীজন বিশ্লেষণ’ (Stakeholder Analysis) করা হয়ে থাকে, তাহলে সেই তথ্যাদি ও অংশীজন বিশ্লেষণের ফলাফল এই আইটেম পূরণের/লিখার জন্য ব্যবহার করতে হবে।

তথ্যের উৎস: প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা প্রকল্প মূল্যায়নের বিষয়বস্তু অনুধাবন করবেন ও এই আইটেম পূরণ করার জন্য নিম্নোক্ত দলিলপত্র দেখবেন:

- সম্ভ্যাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন (ডিপিপি আইটেম ১৭.) এর অনুচ্ছেদ ৩- বাজার/চাহিদা বিশ্লেষণ (ঘ) অংশীজন;
- সম্ভ্যাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন (ডিপিপি আইটেম ১৭.) এর অনুচ্ছেদ ৭- মানব সম্পদ) প্রশাসনিক সক্ষমতা বিশ্লেষণ;
- অনুরূপ প্রকৃতির অন্য প্রকল্পের ডিপিপি।

নমুনা: বর্তমান ডিপিপি’তে এই আইটেমের কোন নমুনা দেওয়া নাই, তাই এই হ্যান্ডবুকে নিচের সারণিতে একটি নমুনা/ছক প্রস্তাব করা হলো।

	প্রকল্পের অংশীজন	কিভাবে তাদেরকে প্রকল্পে সম্পৃক্ত করা হবে
১	বেসরকারি খাত	
২	স্থানীয় সরকার	
৩	এনজিও	
৪	অন্যান্য	

সহায়ক নির্দেশিকা

ডিপিপি’র সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

- ১৪- প্রকল্পের পটভূমি সংক্রান্ত তথ্য
- ১৫- প্রকল্পের বিবরণ
- ২৯- প্রকল্প বাস্তবায়নে বেসরকারি খাত/স্থানীয় সরকার অথবা এনজিও-এর অংশগ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে কিনা? বিবেচনা হয়ে থাকলে কিভাবে সম্পৃক্ত করা হবে তার বিস্তারিত বিবরণ [এই অধ্যায়ে বর্ণনাকৃত আইটেমসমূহ]

সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]

- অনুচ্ছেদ ৩: বাজার/চাহিদা বিশ্লেষণ, ঘ) অংশীজন (স্টেক হোল্ডার)
- অনুচ্ছেদ ৭: মানব সম্পদ ও প্রশাসনিক সক্ষমতা বিশ্লেষণ (প্রকল্প বাস্তবায়নকালে এবং বাস্তবায়ন-উত্তরকালে)

গ্রিনবুকে বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

- ১.১.৩- অংশীজনের মতামত গ্রহণ: উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক প্রয়োজনে মাঠ প্রশাসন/মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ অংশীজনের মতামত গ্রহণ করতে হবে।

মন্ত্রণালয় যাচাই/মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেটের (MAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অংশ ২- লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের স্পষ্টতা, ৪- ইনপুট
- অংশ ৭- মূল্যায়নের মানদন্ড, ৩- দক্ষতা

সেক্টর মূল্যায়ন/সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেটের (SAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অংশ ১- গুরূত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ, ক- লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের পুনঃনিরীক্ষণ
- অংশ ৫- মন্ত্রণালয়/বিভাগে সম্পন্ন যাচাই এর ফলাফলের পুনঃনিরীক্ষণ

আইটেম ৩০. ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন এর সংশ্লিষ্টতা (বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে ডিপিপি আইটেম ৩১.)

[নোট] এই হ্যান্ডবুক এর বিশেষ বিষয় ২ [সামাজিক ও পরিবেশ বিশ্লেষণ] (সংযোজনী- ২)- পুনর্বাসনের বিষয়ে আরও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

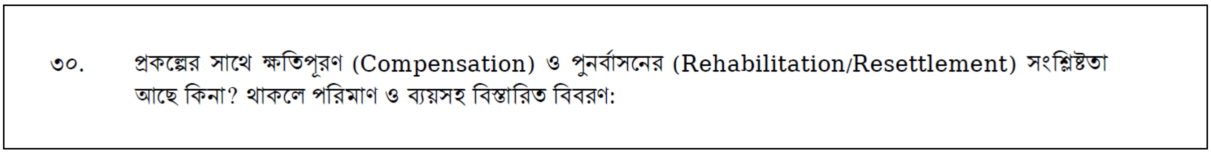

৩০. প্রকল্পের সাথে ক্ষতিপূরণ (Compensation) ও পুনর্বাসনের (Rehabilitation/Resettlement) সংশ্লিষ্টতা আছে কিনা? থাকলে পরিমাণ ও ব্যয়সহ বিস্তারিত বিবরণ:

(ক) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন

প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আঙ্গিকে এই আইটেমের তথ্যগুলো পরীক্ষা করবেন:

- প্রকল্পটির জন্য ভূমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন আছে কিনা? যদি থাকে, তাহলে ভূমির প্রাপ্যতা, পরিমাণ ও শ্রেণি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।
- প্রকল্পটির জন্য ভূমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন হলে, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে সংগৃহীত বিদ্যমান “বাজার দর” উল্লেখ করা এবং ডিপিপি’র সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা?
- প্রস্তাবিত ভূমির পূর্ববর্তী অবস্থা/পরিস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত করার পূর্বে ভূমির ছবি এবং/ভিডিও সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে কিনা?
- প্রকল্পটির জন্য ক্ষতিপূরণ/পুনর্বাসনের প্রয়োজন আছে কি না? যদি থাকে, তাহলে ‘স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭’ অনুযায়ী যথাযথভাবে ক্ষতিপূরণ/পুনর্বাসনের ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে কিনা?

(খ) প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার উত্তর

উপরের ‘ক’ তে বর্ণিত প্রশ্নের উত্তরে প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত তথ্যাদি সরবরাহ করবেন:

- ভূমি অধিগ্রহণ জড়িত থাকলে, ডিপিপি’তে ভূমি অধিগ্রহণ করা জমির প্রাপ্যতা, অবস্থান, শ্রেণি, পরিমাণ এবং দর এর উল্লেখ;
- জমির দর সম্পর্কিত একটি প্রত্যয়ন ডিপিপি’তে সংযুক্ত করা;
- প্রকল্প-প্রভাবিত মানুষের সংখ্যা (PAP);
- পুনর্বাসনের পরিমাণ (Volume), অবস্থান/এলাকা, শ্রেণি, সংখ্যা, একক দর উল্লেখ করতে হবে;
- ক্ষতিপূরণের পরিমাণ (Volume) নির্ধারণের জন্য ভূমির বাজার দর, চলমান শস্য, গাছ, স্থাপনা ও আয়ের বাজার দর এর ভিত্তিতে সরকারের সর্বশেষ ক্ষতিপূরণ নির্দেশনার আলোকে বিবেচনা করা;
- প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত করার পূর্বে ভূমির ছবি এবং/ভিডিও;
- DPP এর সাথে সংযুক্ত ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াকরণ পরিকল্পনা/ভূমি অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা;
- প্রত্যাবাসন/পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (Resettlement Action Plan) ডিপিপি’র সংযুক্তি হিসাবে সংযুক্ত করা।

(গ) সূত্র

তথ্যের উৎস: প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা এই আইটেম লিখার/পূরণের জন্য ও প্রকল্প মূল্যায়নের বিষয়বস্তু বুঝার জন্য নিম্নোক্ত দলিলপত্র দেখবেন:

- স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭;
- স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং অধিযাচন এর অধ্যাদেশ ১৯৮২ (২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ এর আগে অধিগ্রহণ করা ভূমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);
- স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল ম্যানুয়াল ১৯৯৭;

- ভূমি ব্যাবস্থাপনা ম্যানুয়াল, ১৯৯১;
- ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল, ২০১৪;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম (ভূমি অধিগ্রহণ) প্রবিধান ১৯৫৮;
- Chittagong Hill Tracts (Land Acquisition) Regulation (Amendment) Act, 2019.

নমুনা: নিম্নোক্ত সারণিতে ‘যথাযথ নয়’ ও ‘যথাযথ’ বিষয়গুলো উদাহরণস্বরূপ দেয়া হয়েছে। প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা প্রকল্প প্রণয়নকালে ‘যথাযথ নয়’ বাদ দিয়ে ‘যথাযথ’ বিষয়গুলো অনুসরণ করবেন।

	যথাযথ নয়	**সংশোধনের বিষয়সমূহ**	**যথাযথ**
১	প্রত্যাবাসনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রায় ৮০০ পরিবার/খানা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে, যেখানে ১৭০৫.০০ লক্ষ টাকা প্রত্যাবাসনের জন্য বাজেটে সংস্থান রাখা হয়েছে।	🡐 ভূমি অধিগ্রহণের তথ্য নাই। 🡐 ভূমির মূল্য সংক্রান্ত সনদপ্রাপ্ত অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে। 🡐 ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত তথ্য নাই। 🡐 প্রত্যাবাসন কর্মপরিকল্পনা অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে।	• ভূমি অধিগ্রহণ সম্পাদন করতে হবে। • পরবর্তী সারণিতে এলাকা, ধরন, আকার, মূল্য এবং ভূমি অধিগ্রহণের মোট বাজেট দেয়া হয়েছে। • ভূমির মূল্য জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রত্যয়ন করা হয়েছে (সংযুক্তি- xxx) • প্রত্যাবাসন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। • পরবর্তী সারণিতে এলাকা, ধরন, সংখ্যা, ক্ষতিপূরণ এবং প্রত্যাবাসনের মোট বাজেট দেয়া হয়েছে। • ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াকরণ পরিকল্পনা/ভূমি অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা সংযুক্ত করতে হবে। • প্রত্যাবাসন/পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা সংযুক্ত করতে হবে।

সহায়ক নির্দেশিকা

ডিপিপি’র সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

- ৯- প্রাক্কলিত ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ
- ১০- লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক (ইনপুট)
- ২৫- প্রকল্পের উপর কোন বিষয়ের প্রভাব এবং কোন বিষয়ের উপর প্রকল্পের প্রভাব/ফলাফল
- ২৫.২- টেকসই পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্যাদি (ভূমি, পানি, বাতাস, জীব-বৈচিত্র, প্রতিবেশ ইত্যাদি)
- ৩০-প্রকল্পের সাথে ক্ষতিপূরণ (Compensation) ও পুনর্বাসন (Rehabilitation/Resettlement) সংশ্লিষ্টতা আছে কিনা? থাকলে পরিমাণ ও ব্যয়সহ বিস্তারিত বিবরণ

- সংযুক্তি: সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে সার্টিফিকেট
- সংযুক্তি: অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াকরণ পরিকল্পনা/ভূমি অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
- সংযুক্তি: পুনর্বাসন পরিকল্পনা/পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা

সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]

- অনুচ্ছেদ ৪: কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও কৌশলগত বিষয়াদি বিশ্লেষণ, (ক) অবস্থান
- অনুচ্ছেদ ৫: পরিবেশগত স্থায়িত্ব, জলবায়ু সহনশীলতা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি বিশ্লেষণ, ৫.১. পরিবেশগত, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি বিশ্লেষণ, (চ) প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পুনর্বাসন সংক্রান্ত কোন বিষয় জড়িত আছে কিনা? থাকলে পুনর্বাসন পরিকল্পনা (মোডালিটি) সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করতে হবে

গ্রিনবুকে বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

- ১.১.৮.২- প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন এবং ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও যথার্থতা (ঙ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে জমির বর্তমান বাজার দর সংক্রান্ত তথ্য, জমির উপর বিদ্যমান সম্পদ (অবকাঠামো, গাছপালা ইত্যাদি) এবং প্রকল্প অনুমোদনের পর জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরুর সম্ভাব্য সময় ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে জমি অধিগ্রহণ খাতে ব্যয় প্রাক্কলন।
- ১.৪- সাধারণভাবে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ পরিহার করতে হবে। জমি অধিগ্রহণ অনিবার্য হলে জমির পরিমাণ নির্ধারণে রক্ষণশীলতা অবলম্বনসহ কৃষি/আবাদি জমি অধিগ্রহণ নিরুৎসাহিত করতে হবে। ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে এ ধরনের প্রকল্প প্রস্তাব অধিগ্রহণযোগ্য ভূমির পরিমাণ, প্রাপ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে সংগৃহীত তথ্য প্রকল্প প্রস্তাবে সংযুক্ত করতে হবে। ভূমি অধিগ্রহণের সময় ভূমির পূর্বাবস্থা জানার জন্য প্রস্তাবিত ভূমির ছবি/ভিডিও প্রস্তাবনার পূর্বেই সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে।
- ২১.৮- কোন প্রকল্পে ২০ (বিশ) একরের বেশি জমি অধিগ্রহণ বা ব্যবহারের সংশ্লেষ থাকলে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় নির্বিশেষে তা বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য একনেক সভায় উপস্থাপন করতে হবে। তবে জমি অধিগ্রহণ না করে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ের মাধ্যমে জমি ব্যবহারের জন্য সাময়িকভাবে হস্তান্তর/লিজ নেয়া হলে বিষয়টি ‘স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়াল ১৯৯৭’ এর বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মন্ত্রণালয় যাচাই/মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেটের (MAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অনুসরণ খ, খ-১: ভূমি
- অনুসরণ খ, খ-২: পুনর্বাসন/Resettlement
- অংশ ৩- ভূমি অধিগ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণ/পুনর্বাসন,

সেক্টর মূল্যায়ন/সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেটের (SAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- প্রস্তুতি যাচাই, খ: প্রস্তুতি যাচাই নিশ্চিতকরণ, খ-২, ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন, পরিবেশগত প্রভাব এবং দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক বিধি বিধানসমূহের অনুসরণ, ১. ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন
- অংশ ৫- মন্ত্রণালয়/বিভাগে সম্পন্ন যাচাই এর ফলাফলের পুনঃনিরীক্ষণ ৪. প্রভাব

সূত্র/প্রাসঙ্গিক দলিল/দলিলসমূহ

- বিশ্বব্যাংক (২০২২) বাংলাদেশ ভূমি অধিগ্রহণ ডায়াগনস্টিক রিভিউ;
- স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭;
- স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়াল, ১৯৯৭;
- Chittagong Hill Tracts (Land Acquisition) Regulation (Amendment) Act, 2019.

আইটেম ৩০. Major Terms and Conditions of Foreign Financing (শুধু বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে প্রযোজ্য হবে)

30. Major Terms and Conditions of Foreign Financing:

(ক) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন

প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আঙ্গিকে এই আইটেমের তথ্যগুলো পরীক্ষা করবেন:

- প্রস্তাবিত প্রকল্পে বৈদেশিক সহায়তা গ্রহণের শর্তাদি এই আইটেমে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে কিনা?
- ঋণ- চুক্তির অনুলিপি ডিপিপি'র সংযুক্তি হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা? (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
- ঋণের প্রস্তাবিত শর্তাবলী বাস্তবসম্মত কিনা?

(খ) প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার উত্তর

উপরের 'ক' তে বর্ণিত প্রশ্নের উত্তরে প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত তথ্যাদি সরবরাহ করবেন:

- ঋণ চুক্তি, অনুদান চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক (MOU)- তথা বিদেশী অর্থায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদনে বর্ণিত শর্তাবলী*;
- ডিপিপি যাচাই/মূল্যায়নের পূর্বে চুক্তি সম্পাদিত হয়ে থাকলে, স্বাক্ষরিত ঋণ চুক্তি/অনুদান চুক্তি ও (MOU) এর অনুলিপি ডিপিপি'র সংযুক্তি হিসাবে যুক্ত করা;
- ডিপিপি যাচাই/মূল্যায়নের পূর্বে যদি চুক্তি স্বাক্ষর না হয়ে থাকে, তাহলে খসড়া ঋণ চুক্তি/অনুদান চুক্তি ও (MOU) এর খসড়া ডিপিপি'র সাথে সংযুক্ত করা;

* প্রতিবেদনের শিরোনাম উন্নয়ন সহযোগীভেদে ভিন্ন হতে পারে, যেমন, "বিদেশী অর্থায়ন প্রতিশ্রুতি পত্র"।

(গ) সূত্র

তথ্যের উৎস: প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা প্রকল্প মূল্যায়নের বিষয়বস্তু অনুধাবন করবেন ও এই আইটেম পূরণ করা/লিখার জন্য নিম্নোক্ত বিদেশী অর্থায়ন সংক্রান্ত দলিলপত্র দেখবেন:

- সম্ভাব্যতা/মূল্যায়ন প্রতিবেদন;
- ঋণ চুক্তি;
- অনুদান চুক্তি;
- সমঝোতা স্মারক (MoU)।

নমুনা: নিম্নোক্ত সারণিতে 'যথাযথ নয়' ও 'যথাযথ' বিষয়গুলো উদাহরণস্বরূপ দেয়া হয়েছে। প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা প্রকল্প প্রণয়নকালে 'যথাযথ নয়' বাদ দিয়ে 'যথাযথ' বিষয়গুলো অনুসরণ করবেন।

	যথাযথ নয়	সংশোধনের বিষয় সমূহ	যথাযথ
	১) ঋণ গ্রহণকারী কর্তৃক উত্তোলিত হয়নি এমন অব্যয়িত অর্থের সর্বোচ্চ পরিশোধযোগ্য অঙ্গীকার ফির বার্ষিক হার ১ শতাংশের অর্ধেক হবে (১% এর ১/২) ২) ঋণ গ্রহণকারী কর্তৃক উত্তোলিত ঋণের উপর সেবা ফি'র বার্ষিক হার ১ শতাংশের তিন চতুর্থাংশ হবে (১% এর ৩/৪)	➔ তথ্যের সূত্র অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে ➔ ঋণচুক্তি (খসড়া) সংযুক্ত করতে হবে	• ঋণ গ্রহণকারী কর্তৃক উত্তোলিত করা হয়নি এমন অব্যয়িত অর্থের সর্বোচ্চ পরিশোধযোগ্য অঙ্গীকার ফির বার্ষিক হার ১ শতাংশের অর্ধেক হবে (১% এর ১/২) (অনুচ্ছেদ- xxx) • ঋণ গ্রহণকারী কর্তৃক উত্তোলিত ঋণের উপর সেবা ফি'র বার্ষিক হার ১ শতাংশের তিন চতুর্থাংশ হবে (১% এর ৩/৪) (অনুচ্ছেদ- xxx) • ঋণচুক্তি (খসড়া) সংযুক্ত করতে হবে (সংযুক্তি- zzz)

সহায়ক নির্দেশিকা

ডিপিপি’র সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

- ৬.১- অর্থায়নের ধরন ও উৎস
- ৬.২- প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়
- ৯- প্রাক্কলিত ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ
- ২২- প্রকল্পের বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ (সংযোজনী- ৫)
- ৩০- বৈদেশিক অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের শর্ত (বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে)
- [সংযুক্তি] ঋণ চুক্তি, অনুদান চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক (MOU) এর অনুলিপি

সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]

- নির্দিষ্ট কোন সেকশন নেই

গ্রিনবুকে বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

- ৭.১- বিনিয়োগ/কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের জন্য বৈদেশিক অর্থায়নের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রাথমিক উন্নয়ন প্রকল্প ছকে (পিডিপিপি) (সংযোজনী-ড) প্রস্তাব প্রণয়ন করে যুগপৎ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) এবং পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর/বিভাগে প্রেরণ করবে। ব্যয় নির্বিশেষে প্রণীত এ ধরনের প্রস্তাব প্রাপ্তির ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর/বিভাগ প্রকল্প প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে মতামত চূড়ান্ত করবে এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে মতামত/নীতিগত অনুমোদনসহ পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইআরডিতে প্রেরণ করবে এবং উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অবহিত করবে।
- ৭.৩- কেবল অনুমোদিত কিংবা নীতিগতভাবে অনুমোদিত প্রকল্প/কর্মসূচিতে বৈদেশিক অর্থায়নের বিষয়ে উন্নয়ন সহযোগীর সাথে ইআরডি আলোচনা করবে। ইআরডি’র মাধ্যমে উন্নয়ন সহযোগীর নিকট থেকে ইতিবাচক সাড়া প্রাপ্তির পর বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের জন্য ডিপিপি/টিএপিপি প্রণয়ন করতে হবে। উন্নয়ন সহযোগীর সাথে আলোচনা ও নেগোশিয়েশনের প্রাথমিক পর্যায় থেকে চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর/বিভাগ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার অংশগ্রহণের বিষয়টি ইআরডি নিশ্চিত করবে, যাতে প্রকল্পের অর্থায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলে অবহিত থাকে। উন্নয়ন সহযোগীর দলিল (সমীক্ষা প্রতিবেদন, এপ্রেইজাল রিপোর্ট, ঋণ/অনুদান চুক্তি/সমঝোতা স্মারক ইত্যাদি) চূড়ান্তকরণের পর্যায়ে তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা যুগপৎভাবে ডিপিপি/টিএপিপি প্রণয়ন করবে।

মন্ত্রণালয় যাচাই/মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেটের (MAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অনুসরণ ক: ক-৩: বৈদেশিক অর্থায়ন: অনুদান/ঋণ
- অংশ ৭: মূল্যায়ন মানদন্ড, ১. প্রাসঙ্গিকতা, (২) অর্থায়নের উৎস

সেক্টর মূল্যায়ন/সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেটের (SAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- প্রস্তুতি যাচাই, খ: প্রস্তুতি যাচাই নিশ্চিতকরণ, খ-১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ, ৩. বৈদেশিক অর্থায়ন: অনুদান/ঋণ
- অংশ ২- সেক্টর পরিকল্পনা ও বাজেটের সাথে সম্পৃক্ততা, ২. বাজেট ও সম্পদের সাথে প্রকল্পটির প্রাসঙ্গিকতা

সূত্র/প্রাসঙ্গিক দলিল/দলিলসমূহ

- Economic Relations Division (ERD) হ্যান্ডবুক।

আইটেম ৩১. ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও প্রশমনের উপায় (বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে ডিপিপি আইটেম ৩২.)

৩১. ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও প্রশমনের উপায়:

(ক) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন

প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আঙ্গিকে এই আইটেমের তথ্যগুলো পরীক্ষা করবেন:
[প্রকল্প বাস্তবায়ন ও প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পর্যায়- উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য]

- ঝুঁকিসমূহ (অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা) চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা?
- ঝুঁকিসমূহ (অভ্যন্তরীণ অবস্থা) প্রশমনের উপায় নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা? এবং এগুলো প্রকল্পের কর্মকান্ড হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা?
- ঝুঁকিসমূহ (বাহ্যিক অবস্থা) লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের (আইটেম ১০.) “গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ” কলামে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিনা?

(খ) প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার উত্তর

উপরের ‘ক’ তে বর্ণিত প্রশ্নের উত্তরে প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা তিনটি দিক/বিষয়ের আঙ্গিকে (প্রাতিষ্ঠানিক, আর্থিক, সাংগঠনিক/কারিগরি দিক, এবং পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন) প্রতি ধাপে ঝুঁকি ও তা প্রশমনের উপায়সমূহ ব্যাখ্যা করবেন:

- প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন ঝুঁকি ও প্রশমনের উপায়;
- পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনকালীন ঝুঁকি ও প্রশমনের উপায়;
- **প্রাতিষ্ঠানিক দিক/বিষয়:** নীতি ও পরিকল্পনা, আইন এবং প্রশাসনিক বিধি ও নির্দেশাবলী;
- **আর্থিক দিক/বিষয়:** ব্যয় ও তার উৎস, আর্থিক সামর্থ্য ও ব্যবস্থাপনা;
- **সাংগঠনিক/কারিগরি দিক/বিষয়:** জনবল ও তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা;
- **পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত দিক**: পরিবেশ ও জলবায়ুর প্রাকৃতিক পরিবর্তন।

মেমো: জিইডি প্রণীত ডিপিপি ম্যানুয়াল, এর ৮৩ পৃষ্ঠায় জলবায়ু, দুর্যোগ ও পরিবেশ সংক্রান্ত ঝুঁকিসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(গ) সূত্র

পরামর্শ: এই আইটেম পূরণ করার সময় প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ঝুঁকির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা জরুরী।

- অভ্যন্তরীণ ঝুঁকি: যা প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রতিকার করতে পারে;
- বাহ্যিক ঝুঁকি: যা প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রতিকার করতে পারেনা।
- নিচের সারণি- এ ঝুঁকি বিশ্লেষণের জন্য মৌলিক পদক্ষেপসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে:

	ধাপ	গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ/অংশ
১	ঝুঁকি চিহ্নিত করুন	আমরা কি নিশ্চিত যে এটি একটি ‘ঝুঁকি’ এবং প্রতিবন্ধকতা/বাধা নয়?
২	ঝুঁকি সমূহের প্রভাব যাচাই করুন	ঝুঁকি সমূহ কি প্রকল্পের (আউটপুট/ব্যয়/সময়) উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে?
৩	ঝুঁকি সৃষ্টির সম্ভাবনা মূল্যায়ন করুন	সম্ভাবনা তাৎপর্যপূর্ণ কিনা?
৪	ঝুঁকির অগ্রাধিকার ও মূল্য নির্ধারণ করুন	মূল্য=সম্ভাবনা × প্রভাব
৫	পর্যাপ্ত (Optimum) উন্নয়ন (Develop) করুন	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল
৬	ঝুঁকির দায়িত্ব বহনকারী নির্ধারণ করুন	কে বা কারা কার্যকরিভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ/প্রতিকার করতে পারেন?

সূত্র: SPIMS (2017) Guidance for CBA trainers

তথ্যের উৎস: প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা প্রকল্প মূল্যায়নের বিষয়বস্তু অনুধাবন করবেন ও এই আইটেম পূরণ করার জন্য নিম্নোক্ত দলিলপত্র দেখবেন:

- প্রকল্পে সৃষ্ট সুফল/সুবিধাদি স্থায়ীকরণের লক্ষ্যে ডিপিপি আইটেম ১৩. তে “পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা (প্রকল্প সমাপ্তির পর)” অথবা আইটেম ৩২.১ (বৈদেশিক সহায়তা জড়িত থাকলে, ডিপিপি আইটেম ৩৩.১) এক্সিট প্ল্যান সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা?
- অন্যান্য সমজাতীয় সমাপ্ত প্রকল্পের জ্ঞান/অভিজ্ঞতা থেকে ঝুঁকি এবং এর প্রশমনের উপায় সম্বন্ধে জানা যাবে। তাই প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা আইএমইডি প্রণীত সমাপ্ত প্রকল্পের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন দেখবেন;
- সেক্টর কৌশলপত্রের (যদি থাকে) ঝুঁকি ও অনুমান অধ্যায়।

নমুনা: বর্তমান ডিপিপি’তে ঝুঁকি ও তা প্রশমনের উপায় সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত তথ্যের নমুনা ছক দেওয়া নাই বিধায় হ্যান্ডবুকের নিম্নোক্ত সারণি এ নমুনা ছক হিসেবে প্রস্তাব করা হলো:

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সারাংশ

	ঝুঁকির দিক	**অবস্থা**	**প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ের জন্য**		**পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পর্যায়ের জন্য**	
			ঝুঁকি	**প্রশমনের উপায়**	**ঝুঁকি**	**প্রশমনের উপায়**
১	প্রাতিষ্ঠানিক দিকসমূহ	অভ্যন্তরীন				
		বাহ্যিক				
২	আর্থিক দিকসমূহ	অভ্যন্তরীন				
		বাহ্যিক				
৩	সাংগঠনিক/কারিগরি দিকসমূহ	অভ্যন্তরীন				
		বাহ্যিক				
৪	পরিবেশগত ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত দিকসমূহ	অভ্যন্তরীন				
		বাহ্যিক				

সহায়ক নির্দেশিকা

ডিপিপি’র সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

- ৩১/৩২ (বৈদেশিক অর্থায়নে জড়িত থাকলে)- ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও প্রশমনের উপায় [এই অধ্যায়ে বর্ণনাকৃত আইটেমসমূহ]
- ১০- লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এর Important assumption
- ২৫- প্রকল্পের উপর কোন বিষয়ের প্রভাব এবং কোন বিষয়ের উপর প্রকল্পের প্রভাব/ফলাফল

সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]

- অনুচ্ছেদ ৩: বাজার/চাহিদা বিশ্লেষণ, চ) SWOT Analysis
- অনুচ্ছেদ ৫: পরিবেশগত স্থায়িত্ব, জলবায়ু সহনশীলতা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি বিশ্লেষণ,
- অনুচ্ছেদ ৯: ঝুঁকি ও সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ

গ্রিনবুকে বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

- ১.১.৭- (ক) প্রস্তাবিত প্রকল্পের সমজাতীয় কোন প্রকল্প ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত হয়ে থাকলে তার ফলাফল ও অভিজ্ঞতা এবং বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্য ঝুঁকি উত্তরণের পরিকল্পনা/কৌশল নির্ধারণ (খ) পর্যায়ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত প্রকল্পের ফলাফল ও সুপারিশ, আইএমইডি’র সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বর্ণিত সুপারিশ এবং পরবর্তী পর্যায়ে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্য ফলাফলের তুলনামূলক চিত্র প্রদান
- ১.১.১০- প্রকল্পের ফলাফল টেকসইকরণ:
- ক) উন্নয়ন কর্মসূচি/প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান/অবকাঠামো কর্মসূচি/প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা সন্নিবেশসহ এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও টেকসই করার বিষয় (Exit Plan) (খ) উন্নয়ন কর্মসূচি/প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতি/আসবাবপত্র/যানবাহন কর্মসূচি/প্রকল্প সমাপ্তির পর কিভাবে ব্যবহার করা হবে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত রূপরেখা সুস্পষ্টভাবে প্রকল্প প্রস্তাবে উল্লেখকরণ।
- ১.১.৮.২- প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন এবং ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও যথার্থতা ঘ) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত সম্ভাব্য ঝুঁকি (অর্থনৈতিক, কারিগরি, পরিবেশগত, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, দুর্যোগ ইত্যাদি) চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণের উপায়

মন্ত্রণালয় যাচাই/মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেটের (MAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অংশ ৭- মূল্যায়ন মানদণ্ড, ৩. দক্ষতা, (৫) প্রকল্পটির বাস্তবায়ন বিঘ্নিত করতে পারে এমন কোন নিয়ন্ত্রণযোগ্য /অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি আছে কিনা, (৬) ঝুঁকিসমূহ প্রশমনের জন্য কি কি প্রতিকার বিবেচনা করা হয়েছে, (৬) প্রকল্প পরিচালনাকালীন ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও প্রতিকারের উপায়সমূহ

সেক্টর মূল্যায়ন/সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেটের (SAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অংশ ৫- মন্ত্রণালয়/বিভাগে সম্পন্ন যাচাই এর ফলাফলের পুনঃনিরীক্ষণ (মূল্যায়নের মানদণ্ড), ৩. দক্ষতা, ৬. ঝুঁকি

সূত্র/প্রাসঙ্গিক দলিল/দলিলসমূহ

- GED, GOB (2014) DPP Manual.

আইটেম ৩২. কারিগরিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বর্ণনা (বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে ডিপিপি আইটেম ৩৩.)

৩২. কারিগরিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বর্ণনা:
৩২.১ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি ও প্রকল্পের ফলাফল টেকসইকরণের উপায় (এক্সিট প্ল্যানসহ)
৩২.২ অন্যান্য

(ক) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার প্রশ্ন

প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আঙ্গিকে এই আইটেমের তথ্যগুলো পরীক্ষা করবেন:

- পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) পরিকল্পনা/এক্সিট পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা?
- O&M-এর দায়িত্বশীল সংস্থা/গ্রুপ চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা?
- O&M-এর জন্য সাংগঠনিক কাঠামো (organogram) প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা?
- O&M-এর জন্য কারিগরি প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা?
- O&M-এর জন্য আবর্তক বাজেটের প্রভাব চিহ্নিত/নির্ধারিত কিনা?
- O&M-এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় এবং জনবল বর্তমানে চালু থাকা অনুরূপ সুবিধার সাথে তুলনা করে পর্যাপ্ত পরিষেবা প্রদানের জন্য যথেষ্ট কিনা?
- যদি প্রস্তাবিত প্রকল্পের অধীনে O&M-এর সক্ষমতা উন্নয়ন করার উল্লেখ থাকে তবে ডিপিপি’তে সক্ষমতা উন্নয়ন জন্য বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে কিনা?

(খ) প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তার উত্তর

উপরের ‘ক’ তে বর্ণিত প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রদান করবেন:

- প্রকল্পের সুবিধাদি/ফলাফল টেকসইকরণের পদ্ধতি/ব্যবস্থা;
- প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি;
- সাংগঠনিক কাঠামো (organogram and manpower for O&M));
- কারিগরি সক্ষমতা;
- আর্থিক সক্ষমতা (O&M এর ব্যয় এবং আর্থিক পরিকল্পনা);
- রক্ষণাবেক্ষণের সময়সূচি।

নিম্নোক্ত সারণিতে সম্ভাব্য প্রশ্ন ও উত্তরসমূহ উল্লেহ করা হলো:

		(ক) প্রশ্ন	(খ) উত্তর
১	O&M ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব	• O&M-এর জন্য দায়ী গ্রুপ/সংগঠন ইতিমধ্যেই বিদ্যমান আছে কিনা? বা এটি নতুন গঠিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।	• O&M -এর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংগঠনের পরিচিতি।
২	প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো: যদি O&M -এর জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থায় ইতিমধ্যেই বিদ্যমান থাকে	• বিদ্যমান গ্রুপ/সংগঠন প্রকল্পের জন্য O&M- এর সাথে মানিয়ে নিতে প্রস্তুত কিনা? • অতিরিক্ত জনবল প্রয়োজন কিনা?	• O&M এর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো; • O&M এর জন্য অতিরিক্ত জনবল প্রয়োজন।
	O&M পরিচালনার জন্য যদি নতুন সংস্থা গঠিত হয়	• O&M এর জন্য সংস্থার সৃষ্টি প্রকল্পের পরিধি এবং কার্যক্রমের অংশ কিনা?	• প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় O&M -এর জন্য নতুন সংস্থা সৃষ্টির পরিকল্পনা।
৩	O&M- এ সরকারের সম্পৃক্ততা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	• সরকার কর্তৃক প্রতিশ্রুত সুনির্দিষ্ট দায়িত্বগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা?	• সরকার কর্তৃক প্রতিশ্রুত সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব।

৪	প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত দিক: ক) যদি O&M -এর জন্য সংস্থায় ইতিমধ্যেই বিদ্যমান থাকে	• O&M- এর জন্য বিদ্যমান সংস্থার O&M পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত চাহিদাসমূহ মোকাবেলা করার প্রস্তুতি আছে কিনা?	• বিদ্যমান সংস্থার প্রযুক্তিগত সক্ষমতা।
৫	খ) O&M পরিচালনার জন্য যদি নতুন সংস্থা গঠিত হয়	• কারিগরি প্রশিক্ষণ বা জনবল নিয়োগ কার্যক্রম প্রকল্পের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত কিনা?	• প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় নতুন প্রস্তাবিত সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা।
৬	O&M বাজেটের উৎস	• O&M বাজেট এর উৎস উল্লেখ করা হয়েছে কিনা? • বাজেট নিশ্চিত কিনা?	• O&M বাজেটের উৎস।

(গ) সূত্র

পরামর্শ: এই আইটেম পূরণ করার সময় প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন:

- প্রকল্প প্রণয়নকারী আইটেম ১৩.-এ সংক্ষিপ্ত আকারে এবং আইটেম ৩২.১-এ বিশদভাবে O&M পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করবেন;
- O&M পরিকল্পনা সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অংশ হিসাবে প্রস্তুত করা যেতে পারে (ডিপিপি আইটেম ১৭.);
- যদি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরাসরি নিয়োগের প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে প্রকল্প প্রণয়নকারী তথ্য সরবরাহ করবেন যে প্রকল্পের অধীনে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা রাজস্ব বাজেটের অধীনে বদলি হবেন বা কাজ চালিয়ে যাবেন কিনা;
- বর্তমানে, O&M জনবলের প্রয়োজনীয়তা অনুমান করার জন্য কোন নির্দিষ্ট নির্দেশিকা বা সূত্র নেই। তাই, ডিপিপি'র পরিশিষ্ট ২-এর সারণিটি O&M-এর জন্য প্রয়োজনীয় জনবল তৈরি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সহায়ক নির্দেশিকা

ডিপিপি’র সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

- ৩২.১- প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি ও প্রকল্পের ফলাফল টেকসইকরণের উপায় (এক্সিট প্ল্যানসহ)
- ১৩- প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের আউটপুট রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজন আছে কিনা?
- ১৮- আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ
- [সংযুক্তি] এক্সিট প্ল্যান/পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা

সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহ [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]

- অনুচ্ছেদ ৭: মানব সম্পদ ও প্রশাসনিক সক্ষমতা বিশ্লেষণ
- অনুচ্ছেদ ৮: প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত বিষয় বিশ্লেষণ

গ্রিনবুকে বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

- ১.১.১০- প্রকল্পের ফলাফল টেকসইকরণ:
- ক) উন্নয়ন কর্মসূচি/প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান/অবকাঠামো কর্মসূচি/প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা সন্নিবেশসহ এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও টেকসই করার বিষয় (Exit Plan) (খ) উন্নয়ন কর্মসূচি/প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যন্ত্রপাতি/আসবাবপত্র/যানবাহন কর্মসূচি/প্রকল্প সমাপ্তির পর কিভাবে ব্যবহার করা হবে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত রূপরেখা সুস্পষ্টভাবে প্রকল্প প্রস্তাবে উল্লেখকরণ।

- - ৩.১.১ (২) প্রকল্প প্রস্তাবকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় চলমান/প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রকল্প, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের এমটিবিএফ সিলিং ইত্যাদি সামগ্রিক অবস্থা; জাতীয় ও সেক্টোরাল অগ্রাধিকারের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্পৃক্ততা; প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা; প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন বাজেটের ওপর চাপ; প্রকল্প মেয়াদের যথার্থতা ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনাপূর্বক পরীক্ষা করতে হবে। অর্থায়নের নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ পরিহার করতে হবে।
- ৩.১.১ (৩)- যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের প্রস্তাব থাকলে সেক্ষেত্রে প্রকৃত প্রয়োজন, পরিচালন বাজেটের আওতায় এবং উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন ও যন্ত্রপাতির বর্তমান অবস্থার সামগ্রিক চিত্র, জনবলের সাথে সামঞ্জস্য ও ব্যবহার, জনবল নির্ধারণ কমিটির সুপারিশ ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে। এছাড়া, প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে যানবাহন/যন্ত্রপাতির ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত সংক্রান্ত বিষয়ও বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।
- ৩.১.১ (৯) প্রাইস কনটিনজেন্সি খাতে প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের সর্বোচ্চ ৮% এবং ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি খাতে কেবল ভৌত কাজের (Physical Items) জন্য প্রাক্কলিত ব্যয়ের সর্বোচ্চ ২% হারে সংস্থান রাখা যেতে পারে (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ ১.১.৮.৩)। তবে এ দু’টি খাতে সংস্থান রাখার বিষয়ে প্রকল্পের প্রকৃতি ও কলেবর বিবেচনায় বিস্তারিত পর্যালোচনা করে পিইসি সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।
- ৩.১.৪- প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়, অঙ্গভিত্তিক ব্যয় ইত্যাদি পরীক্ষার পাশাপাশি স্পেসিফিকেশন, ডিজাইন, মূল্য নির্ধারণের ভিত্তি, ‘পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬’ এবং ‘পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮’ প্রকল্প প্রস্তাবে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করতে হবে।

মন্ত্রণালয় যাচাই/মন্ত্রণালয় যাচাই ফরমেটের (MAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অংশ ৬- ব্যয়-আয় বিশ্লেষণ
- অংশ ৭- মূল্যায়ন মানদন্ড, ৫. টেকসই/স্থায়িত্বশীলতা

সেক্টর মূল্যায়ন/সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেটের (SAF) সংশ্লিষ্ট অংশ/অংশসমূহ

- অংশ ৩ জনবলের প্রাসঙ্গিকতা, ৩._প্রকল্প পরিচালনার সময় জনবল (O&M)
- অংশ ৪- ব্যয়ের প্রাসঙ্গিকতা, ৪) পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এর ব্যয় প্রাক্কলন
- অংশ ৫- মন্ত্রণালয়/বিভাগে সম্পন্ন যাচাই এর ফলাফলের পুনঃনিরীক্ষণ (মূল্যায়নের মানদন্ড), ৫ স্থায়িত্বশীলতা, ৬. ঝুঁকি

সূত্র/প্রাসঙ্গিক দলিল/দলিলসমূহ

- সংশ্লিষ্ট সেক্টরের প্রাসঙ্গিক পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমানা বা পরিকল্পনা।

আইটেম ৩৩. অন্যান্য [যদি থাকে] (বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে ডিপিপি আইটেম ৩৪.)

৩৩. অন্যান্য (যদি থাকে):

সংযোজনীসমূহ

সংযোজনী ১- বিশেষ বিষয় ১- লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক

নোটে ১) প্রকল্প; ২) যৌক্তিক কাঠামো (ডিপিপি'তে লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক); ৩) প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা কিভাবে লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করবেন; ও ৪) প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা কিভাবে প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করবেন, এসব বিষয়ের মৌলিক ধারণা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এছাড়া এই অনুচ্ছেদে সেক্টর কৌশলপত্রের বিষয়বস্তু ও কার্যাবলী সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবের (DPP) জন্য লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এর 'ছক' সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা সংক্রান্ত পরিপত্র, ২০২২-এ তে দেওয়া হয়েছে, তা নিচে দেখানো হলো।

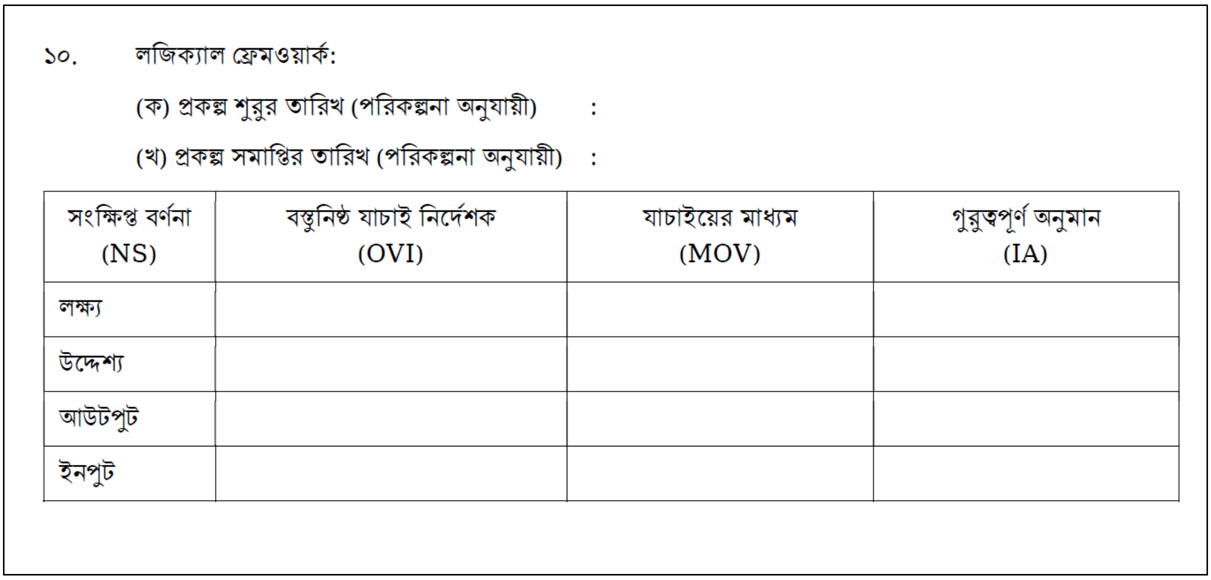

১০. লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক:

(ক) প্রকল্প শুরুর তারিখ (পরিকল্পনা অনুযায়ী) :

(খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ (পরিকল্পনা অনুযায়ী) :

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
লক্ষ্য			
উদ্দেশ্য			
আউটপুট			
ইনপুট			

১. প্রকল্প কি: প্রকল্পের ধারণাগত কাঠামো

১.১ প্রকল্পের সংজ্ঞা

ক্যামব্রিজ অভিধানে দেওয়া প্রকল্পের সংজ্ঞা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো:

“প্রকল্প হলো একটি পরিকল্পিত কাজ বা একটি কর্মকান্ড যার শুরু ও শেষ আছে এবং একটি নির্দিষ্ট/বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য যা বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে”।

এই সংজ্ঞার ভিত্তিতে প্রকল্পের গুরূত্বপূর্ণ উপাদানগুলো নিম্নে চিহ্নিত করা হলো (চিত্র ২)

- **কর্মকান্ড/ইনপুট:** একটি পরিকল্পিত কাজ বা কর্মকান্ড এবং সুনির্দিষ্ট বাজেট;
- **উদ্দেশ্য:** কোন নির্দিষ্ট/বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের অভিপ্রায়;
- **সময়-কাল:** বাস্তবায়ন সময়কাল, যার শুরু ও শেষ আছে।

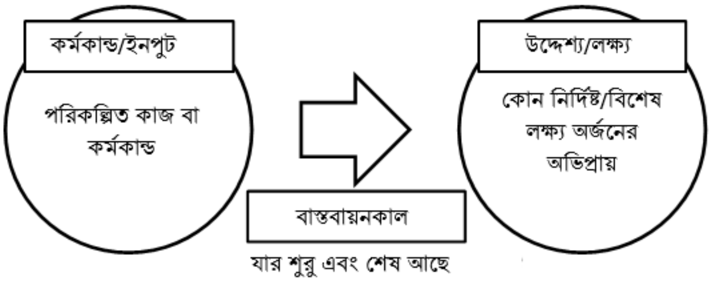
কর্মকান্ড/ইনপুট
পরিকল্পিত কাজ বা কর্মকান্ড
উদ্দেশ্য/লক্ষ্য
কোন নির্দিষ্ট/বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের অভিপ্রায়
বাস্তবায়নকাল
যার শুরু এবং শেষ আছে

চিত্র ২ প্রকল্প বিষয়ক সাধারণ ধারণা

প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যায়ে ‘ইনপুট’ থেকে ‘উদ্দেশ্য/লক্ষ্য’ পর্যন্ত একটি “পরিকল্পিত” যৌক্তিকভাবে সম্পর্কিত ফলাফল চেইন (results chain) আছে। প্রকল্পের ফলাফল অতিরিক্ত কোন লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখতে পারে। যৌক্তিকভাবে সম্পর্কিত ফলাফল চেইন এর প্রতিটি ধাপ যেমন: ১) ইনপুট, ২) কার্মকান্ড, ৩) আউটপুট, ৪) প্রকল্পের উদ্দেশ্য, এবং ৫) প্রকল্পের লক্ষ্য পর্যায়ে যৌক্তিক সম্পর্ক (causal relationship) বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। চিত্র ৩ এ প্রকল্পের ফলাফল চেইন এবং এর প্রতিটি ধাপের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

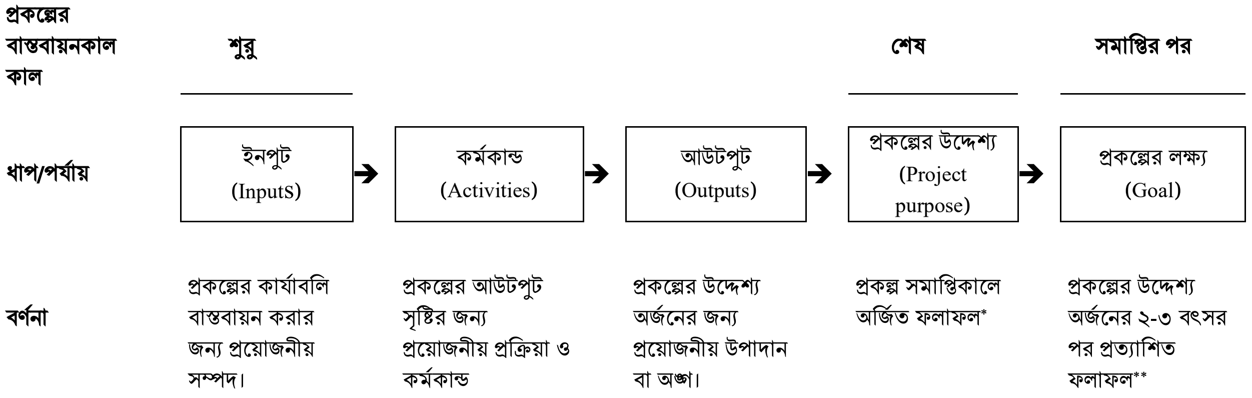

প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল কাল	**শুরু**			**শেষ**	**সমাপ্তির পর**
ধাপ/পর্যায়	ইনপুট (InputS)	কর্মকান্ড (Activities)	আউটপুট (Outputs)	প্রকল্পের উদ্দেশ্য (Project purpose)	প্রকল্পের লক্ষ্য (Goal)
বর্ণনা	প্রকল্পের কার্যাবলি বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ।	প্রকল্পের আউটপুট সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া ও কর্মকান্ড	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান বা অঙ্গা।	প্রকল্প সমাপ্তিকালে অর্জিত ফলাফল*	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের ২-৩ বৎসর পর প্রত্যাশিত ফলাফল**

* প্রকল্পের ফলাফল: আউটপুট ব্যবহার করে সুফলভোগীগণ যে স্বল্পমেয়াদি প্রভাবগুলি পান তা প্রকল্পের উদ্দেশ্য হিসাবে ধরা উচিত।

** প্রকল্পের প্রভাব: স্বল্পমেয়াদি এবং মধ্যমেয়াদি প্রভাবগুলির সাথে সম্পর্কিত বড় উন্নয়ন প্রভাব লক্ষ্য হিসাবে ধরা যেতে পারে।

চিত্র ৩ প্রকল্পের যৌক্তিক ক্রম

১.২ কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পের প্রাসঙ্গিক বর্ণনা (Context)

ধারণাগতভাবে “প্রকল্পের লক্ষ্য”, কর্মসূচির উদ্দেশ্য স্তর এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। সরকারি বিনিয়োগ সাধারণত তিনটি স্তরে পরিচালিত হয়ে থাকে: ১) উন্নয়ন নীতি/পরিকল্পনা; ২) উন্নয়ন কর্মসূচি; এবং ৩) প্রকল্প। চিত্র ৪ ও চিত্র ৫- এ ফলাফল চেইনে উন্নয়ন কর্মসূচি ও সরকারি বিনিয়োগ প্রকল্পের মধ্যে যৌক্তিক সম্পর্ক (causal relationship) এবং উন্নয়ন নীতি, কর্মসূচি এবং সরকারি বিনিয়োগ প্রকল্পের মধ্যস্থিত উলম্ব (Vertical) যুক্তি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রকল্প হচ্ছে সর্বদা উন্নয়ন নীতি ও কর্মসূচির সামগ্রিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত একটি অংশ ও প্রয়োজনীয় উপাদান, যা নীতি ও কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখে। সরকারের কোন নির্দিষ্ট উন্নয়ন কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকারের আবর্তক কর্মকাণ্ড, বেসরকারি বিনিয়োগ, যৌথ বিনিয়োগ (PPP এর মত) এবং জনগণের অবদান অন্যান্য উপাদান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

কর্মসূচি X	**প্রকল্প ক**	**প্রকল্প খ**	**প্রকল্প গ**
কর্মসূচির লক্ষ্য			
কর্মসূচির উদ্দেশ্য	**প্রকল্পের লক্ষ্য**	**প্রকল্পের লক্ষ্য**	**প্রকল্পের লক্ষ্য**
আউটপুট	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের উদ্দেশ্য
কর্মকান্ড/ইনপুট	আউটপুট	আউটপুট	আউটপুট
	কর্মকান্ড/ইনপুট	কর্মকান্ড/ইনপুট	কর্মকান্ড/ইনপুট

চিত্র ৪ ফলাফল চেইন এর মধ্যে কর্মসূচি ও প্রকল্পের যৌক্তিক সম্পর্ক

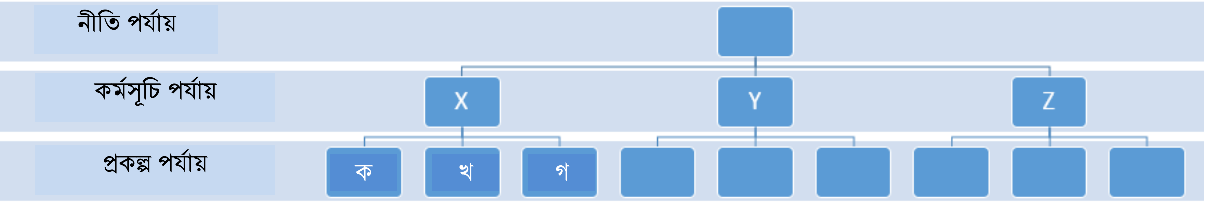

চিত্র ৫ নীতি, কর্মসূচি এবং প্রকল্পের মধ্যস্থিত সংযোগ উলম্ব/সম্পর্ক

নোট: চিত্র ৪ এবং চিত্র ৫ এ কর্মসূচি x এবং প্রকল্প ক, খ, গ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত

২. প্রকল্পের লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক কি: লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের ধারণাগত কাঠামো ও যুক্তি

২.১ ধারণাগত কাঠামো

“লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক” (Logical Framework)-এ প্রকল্পের যৌক্তিক সম্পর্ক (চিত্র ৬) হিসেবে প্রকাশ করা যায় যা লক্ষ্যমাত্রাসমূহের চার×চার (four by four) ম্যাট্রিক্স দ্বারা গঠিত হয়। লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক উলম্ব যুক্তি (Vertical Logic) যৌক্তিক সম্পর্ক এর বিভিন্ন স্তর দেখানো হয়: ১) প্রকল্পের লক্ষ্য (PG); ২) প্রকল্পের উদ্দেশ্য (PP); ৩) আউটপুট (OP); এবং ৪) ইনপুট/কর্মকান্ড (IP)। পক্ষান্তরে, আনুভূমিক যুক্তির (Horizontal Logic) প্রতিটি স্তরের ব্যাখ্যা দেয়া হয়: ১) সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS); ২) বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVIs); ৩) যাচাই এর মাধ্যম (MOV); এবং ৪) গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ (IA)। এজন্য, উলম্ব সংযোগ প্রকল্পের ইনপুট/কর্মকান্ড থেকে প্রকল্পের লক্ষ্য পর্যন্ত Intervention logic/সংগতি এবং রেজাল্ট চেইন বজায় রাখতে হয়। প্রদত্ত তথ্যগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বর্ণনা, সুস্পষ্ট নির্দেশক, নির্দেশক অর্জনের তথ্যের মাধ্যম এবং সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রকল্পকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করার মাধ্যমে উলম্ব যুক্তি বুঝতে সহায়ক হয়।

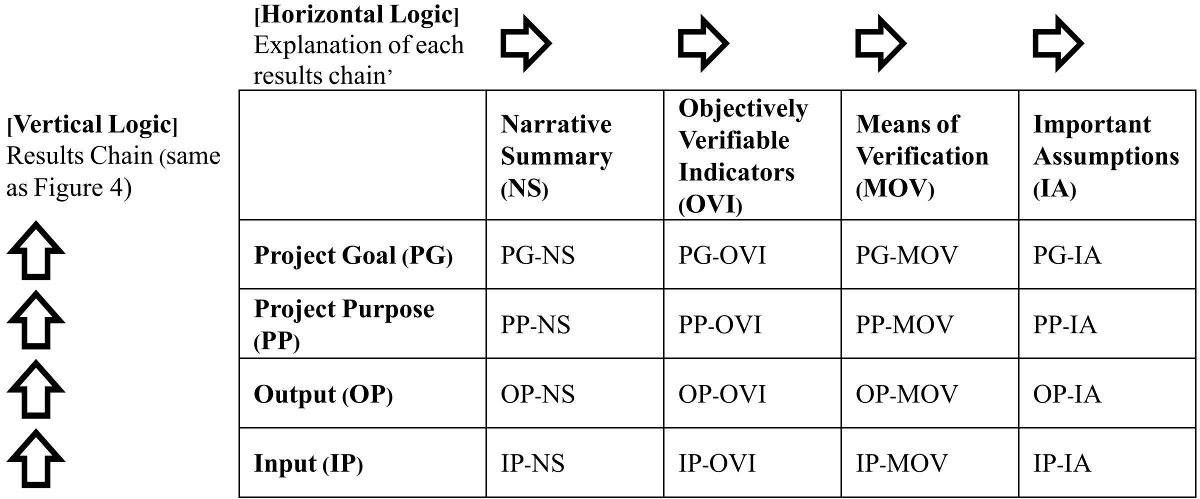

[Horizontal Logic]
Explanation of each results chain'
[Vertical Logic]
Results Chain (same as Figure 4)

	Narrative Summary (NS)	Objectively Verifiable Indicators (OVI)	Means of Verification (MOV)	Important Assumptions (IA)
Project Goal (PG)	PG-NS	PG-OVI	PG-MOV	PG-IA
Project Purpose (PP)	PP-NS	PP-OVI	PP-MOV	PP-IA
Output (OP)	OP-NS	OP-OVI	OP-MOV	OP-IA
Input (IP)	IP-NS	IP-OVI	IP-MOV	IP-IA

সূত্র: ডিপিপি'র আইটেম ১০.

চিত্র ৬ লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এর সার্বিক ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

সারণি ১ এবং সারণি ২ এ উলম্ব যুক্তির প্রতি ধাপের সংজ্ঞা ও চেকপয়েন্ট দেখানো হয়েছে। প্রকল্প প্রণয়নকারী, যাচাইকারী ও মূল্যায়নকারী প্রতি অঙ্গের বর্ণনা পর্যালোচনায় একই চেকপয়েন্ট ব্যবহার করবেন।

সারণি ১ লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এর উলম্ব যুক্তির প্রতিটি অঙ্গের সংজ্ঞা

	অঙ্গসমূহ	সংজ্ঞা/বর্ণনা	চেকপয়েন্টসমূহ
১	প্রকল্পের লক্ষ্য	প্রকল্পের ফলাফল যা প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের ২ থেকে ৩ বছর পর অর্জনের প্রত্যাশা	● এগুলো কি প্রকল্পের সমাপ্তির পর অর্জনযোগ্য? ● এগুলো কি অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয়? এটি প্রকল্পের অবদান বললে কি বেশি বলা হবে?
২	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের ফলাফল যা প্রকল্পের সমাপ্তির সময় অর্জনের প্রত্যাশা	● এটি কি প্রকল্পের সমাপ্তির সময় অর্জনযোগ্য বিষয়?
৩	আউটপুট	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অঙ্গসমূহ	● এগুলো কি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহে ভাগ করা হয়েছে? ● এগুলো কি একে অপরের সাথে দ্বৈততা সৃষ্টি করে?
৪	কর্মকান্ড/ইনপুট	[কর্মকান্ড] প্রকল্পের আউটপুট তৈরির লক্ষ্যে intervention সমূহ	[কর্মকান্ড] ● কর্মকান্ড ও কাজের মধ্যে মিল; ● কর্মকান্ড সম্পাদনের কারিগরি দিকসমূহ; ● প্রয়োজনীয় ইনপুটের জন্য সময়; [ইনপুট]

অঙ্গসমূহ	সংজ্ঞা/বর্ণনা	চেকপয়েন্টসমূহ
	[ইনপুট] প্রকল্পের কর্মকান্ড বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সম্পদ	● জনবল বিন্যাস/নিয়োগ; ● পর্যাপ্ত উপকরণ, সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি; ● কারিগরি দক্ষতা।
		[ব্যয়]
	[ব্যয়] ইনপুট এবং/কর্মকান্ড এর জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় বা অর্থের প্রয়োজনীয়তা	● ডিপিপি’তে সংযুক্ত বিভিন্ন ব্যয় প্রাক্কলনের সাথে সামঞ্জস্যতা।

সারণি ২ লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের আনুভূমিক যুক্তির প্রতিটি অঙ্গের সংজ্ঞা

	অঙ্গসমূহ	সংজ্ঞা/বর্ণনা	চেকপয়েন্টসমূহ
১	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের উল্লম্ব যুক্তির প্রতিটি উপাদানে কৃতিত্বের একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি: এর মাধ্যমে প্রকল্প প্রস্তাবের/ধারণার সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রত্যাশিত ফলাফলের ক্রম বিন্যাসের সারাংশসহ এ সকল ফলাফল অর্জনের জন্য ব্যবহৃত কর্মকান্ড ও অন্যান্য সম্পদের সংশ্লিষ্ট বিবরণ।	● এটির ভেতরের যৌক্তিক সম্পর্ক ছাড়া এটিকে কি একটি সহজ বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়?
২	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	অর্জিত ফলফল পরিমাপের সূচক: নির্দেশকগুলো প্রকল্পের লজিক্যাল ফ্রেমে অন্তর্ভুক্ত ফলাফলের কোন বিশেষ দিক অথবা বৈশিষ্ট্যের পরিমাণ করার জন্য ব্যবহৃত হয় যা প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে অগ্রগতি নিরূপণের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। নির্দেশকগুলোকে SMART (সুনির্দিষ্ট, পরিমাপ যোগ্য, অর্জনযোগ্য, প্রাসঙ্গিক এবং সময়াবদ্ধ) হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।	● এগুলো কি গণনা করা যায়? ● এগুলো কি পরিমাপযোগ্য? ● এগুলো কি সংক্ষিপ্ত বর্ণনার লক্ষ্য পরিমাপ করতে পারে? ● সংক্ষিপ্ত বর্ণনার সকল দিকসমূহ কি এগুলোর আওতাভুক্ত?
৩	যাচাই এর মাধ্যম/উপায় (MOV)	একটি তথ্যসূত্র যা নির্দেশকে ব্যবহৃত তথ্যের উৎস প্রদান করে। বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক এর উপাত্ত (data) কোথা থেকে আহরণ করা হবে এবং কখন তা আহরণ করা হবে তার বিবরণ।	● [উদ্দেশ্য ও আউটপুট এর জন্য] প্রকল্প পরিধির ভেতরে কি এগুলো যাচাইযোগ্য।
৪	গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ (IA)	প্রকল্পের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহ যা প্রকল্পের পরিকল্পিত ফলাফলের অর্জনকে প্রভাবিত করতে পারে: সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় উল্লিখিত প্রকল্প প্রস্তাব/ধারণা এর বিবরণী যা কিছু অনুমানের ভিত্তিতে প্রণীত হয়। এগুলো প্রকল্প দ্বারা অনিয়ন্ত্রণযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সংশ্লিষ্ট অনুমান, যা প্রকল্পের পরিকল্পিত ফলাফল অর্জনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে এবং প্রকল্প ধারণায়/প্রস্তাবে প্রভাব ফেলতে পারে।	● যতটা সম্ভব সুনির্দিষ্টভাবে; ● প্রকল্পটি কতটুকু ও কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
		[পূর্বশর্ত] প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরুর পূর্বে বিবেচনাযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ।	[পূর্বশর্ত] ● যতটা সম্ভব সুনির্দিষ্টভাবে; ● অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ফ্যাক্টর।

সূত্র: USAID এর ২০১২ সালের লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক সংক্রান্ত কারিগরি নোট (Technical Note)- The Logical Framework, এবং GOB SPIMS 2023 Logical Framework for Investment Project

২.২ লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এর মধ্যস্থিত যুক্তি (Logic)

লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক প্রকল্প গ্রহণের intervention logic এর বিষয়টি ব্যাখ্যা করে। ইনপুট/কর্মকান্ড, আউটপুট এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য এর গুরূত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ হলো বিশেষ কারণ যা পরবর্তী পর্যায়ের অর্জনে ভূমিকা পালন করে। যেমন, আউটপুট পর্যায়ের গুরূত্বপূর্ণ অনুমানসমূহের বর্ণনা প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অবস্থা/যৌক্তিকতা প্রদান করে। এগুলো প্রকল্প আউটপুট বাস্তবায়ন করা বা সমাপ্ত করার শর্ত নয়। চিত্র ৭- এ intervention levels ও গুরূত্বপূর্ণ অনুমানসমূহের মধ্যকার সংযোগ দেখানো হয়েছে। চিত্র ৮ এ লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক ছকের মধ্যস্থিত একই সংযোগ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। চিত্র ৭ ও চিত্র ৮ এ একই রং ব্যবহার করে দুইটি চিত্রের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।

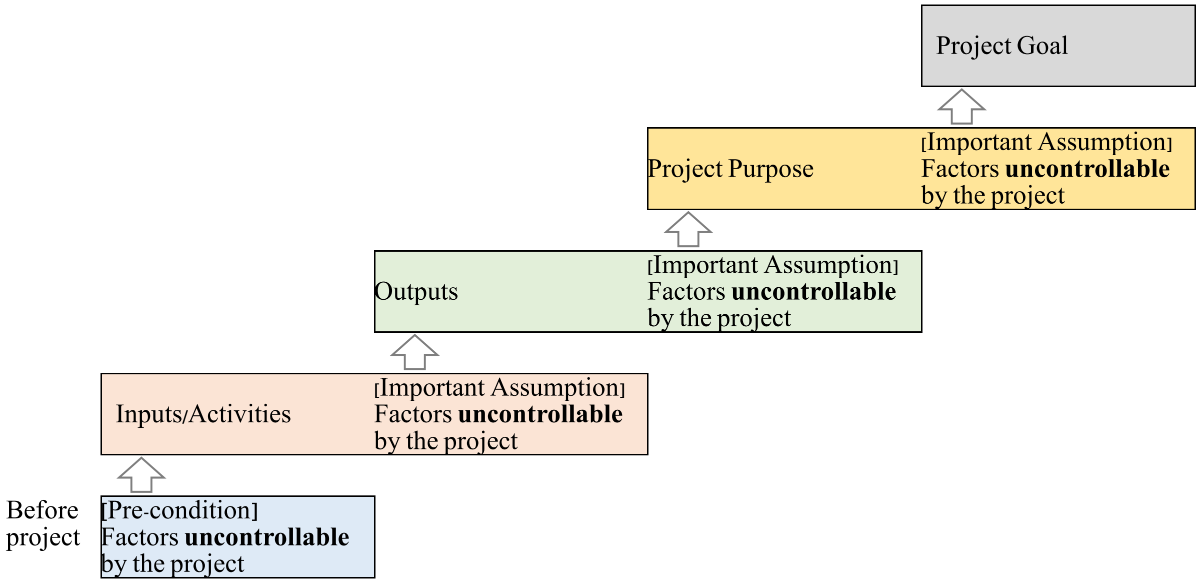
Project Goal
Project Purpose
[Important Assumption]
Factors **uncontrollable** by the project
Outputs
[Important Assumption]
Factors **uncontrollable** by the project
Inputs/Activities
[Important Assumption]
Factors **uncontrollable** by the project
Before project
[Pre-condition]
Factors **uncontrollable** by the project

চিত্র ৭ Intervention levels ধাপ এবং গুরূত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ

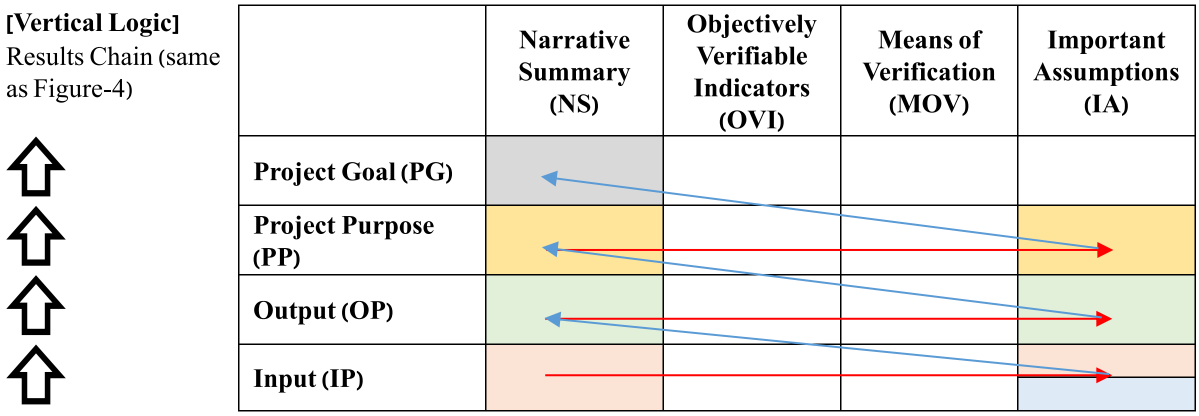

[Vertical Logic]
Results Chain (same as Figure-4)

	Narrative Summary (NS)	**Objectively Verifiable Indicators (OVI)**	**Means of Verification (MOV)**	**Important Assumptions (IA)**
Project Goal (PG)				
Project Purpose (PP)				
Output (OP)				
Input (IP)				

চিত্র ৮ লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের intervention levels এবং গুরূত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ

৩. প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা কিভাবে লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করবেন

প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা কিভাবে ধাপে ধাপে লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এর খসড়া তৈরি করবেন তা এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রকল্প প্রণয়নকারীকে এই অধ্যায় ও পরবর্তী ৪ নং অধ্যায় একই সাথে পড়ার পরামর্শ দেওয়া হলো। কিভাবে লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক লিখতে হয় তা এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, অন্যদিকে কিভাবে প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক পরীক্ষা করবেন তা পরবর্তী অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই দুই অধ্যায় পড়ে এবং প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার অভিপ্রায় প্রেক্ষিত অনুধাবন করে প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক আরও অনুধাবন করবেন এবং সে আঙ্গিকে বিন্যাস করতে পারবেন।

৩.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য/লক্ষ্য যথাযথ পর্যায়ে নির্ধারণের জন্য প্রকল্প প্রণয়নকারীকে সংশ্লিষ্ট সেক্টরের প্রাসঙ্গিকতা (Context) জানতে/বুঝতে হবে। যেমন পূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, সরকারি বিনিয়োগ স্বাধীনভাবে বিবেচিত হয় না; বরং তা উন্নয়ন বাজেটের অন্তর্ভুক্ত অন্য কোন প্রকল্প বা রাজস্ব বাজেটের আওতাধীন কোন কর্মকান্ডের সাথে সংযোগ রেখে সহঅবস্থান করে।

কোন সেক্টরের প্রাসঙ্গিক বিষয় বুঝার জন্য প্রকল্প প্রণয়নকারীকে সাধারণত বিভিন্ন দলিলপত্র যেমন ব-দ্বীপ পরিকল্পনা (Delta Plan) পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, সেক্টর নীতি (Sector Policy), মহাপরিকল্পনা (Master Plan), জাতীয় কর্মসূচি ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র পড়তে হবে। সংশ্লিষ্ট সেক্টরের সেক্টর কৌশলপত্র (SSP) প্রণীত হয়ে থাকলে তা প্রথমেই পড়ার পরামর্শ দেয়া হলো, কারণ SSP হচ্ছে বর্ণিত নীতি পরিকল্পনা দলিলের সমন্বিত প্রতিবেদন। এই নোটের ৫ নং অধ্যায়ে সেক্টর কৌশলপত্রের সারাংশ দেওয়া হয়েছে।

সেক্টর কৌশলপত্র ও নীতি পরিকল্পনা দলিল থেকে তথা সংশ্লিষ্ট সেক্টরের পরিবর্তনের তত্ত্ব (Theory of change) অনুযায়ী কিভাবে এবং কি পরিমাণে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সেক্টরের উন্নয়নে অবদান রাখবে তা বিবেচনা করে প্রকল্প প্রণয়নকারী প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও প্রকল্পের লক্ষ্য চিহ্নিত করবেন। সেক্টর কৌশলপত্রের ব্যবহারে সুবিধা হলো যে এর পরিবর্তনের তত্ত্ব (Theory of change) সংশ্লিষ্ট সেক্টরের যৌক্তিক সম্পর্ক (causal relationship) পুরোপুরিভাবে বুঝতে ও এর মধ্যে প্রকল্পটির অবস্থান কোথায় তা বুঝতে সহায়তা করে।

একই সাথে প্রকল্প প্রণয়নকারীকে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের বৈশিষ্ট ও তাদের সুবিধা যেমন, চাহিদা, সংখ্যা এবং সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর অবস্থান সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে একটি কার্যকর পদ্ধতি হলো “অংশীজন বিশ্লেষণ” (stakeholder analysis) করা, যার মাধ্যমে প্রকল্প প্রণয়নকারী প্রকল্পের সুবিধাভোগী কারা, প্রকল্পের সুবিধা এবং বিরূপ প্রভাবের পরিমাণ নির্ণয় করতে পারবেন।

[বাস্তব পরামর্শ]

প্রকল্পের উদ্দেশ্য (Purpose) নির্ধারণের জন্য:

- সেক্টর কৌশলপত্র থেকে বের করতে হবে; সেক্টরের লক্ষ্য থেকে শুরু করে সেক্টরের আউটকাম ও অন্তর্বর্তী আউটকাম এর মধ্যে প্রকল্পটি কোথায় অবদান রাখবে। প্রকল্পটির সাথে জোরালোভাবে সম্পৃক্ত এক বা একাধিক অন্তর্বর্তী আউটকাম (Intermediate Outcome) চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। যদি কোন অন্তর্বর্তী আউটকাম চিহ্নিত করা সম্ভব না হয়, তাহলে প্রকল্পটি সংশ্লিষ্ট সেক্টরের উন্নয়ন চাহিদার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক নয় বলে মনে করতে হবে; অথবা প্রকল্পটির উদ্দেশ্য নির্ধারণ ঠিক হয়নি বলে বুঝতে হবে।
- সংশ্লিষ্ট সেক্টরের নির্বাচিত অন্তর্বর্তী আউটকাম প্রকল্পের উদ্দেশ্যের ‘বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক’ এর সূত্র হিসেবে দেখা যেতে পারে। অন্তর্বর্তী আউটকাম নির্দেশকসমূহ জোরালো সূত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

প্রকল্পের লক্ষ্য (Goal) নির্ধারণের জন্য:

- SSP- এর অন্তর্বর্তী ফলাফল সংক্রান্ত সেক্টরের লক্ষ্য ও সেক্টরের আউটকামগুলো দেখে নিতে হবে;
- SSP- এর আলোকে প্রকল্প লক্ষ্যের সময়সীমা ও আওতাভুক্ত এলাকা মনোযোগের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন;
- প্রকল্প লক্ষ্যের বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশকের সূত্রের জন্য নির্বাচিত সেক্টরের আউটকামসমূহ দেখা যেতে পারে। অন্তর্বর্তী আউটকাম নির্দেশকসমূহ জোরালো সূত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে;

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও প্রকল্পের লক্ষ্যের মধ্যস্থিত intervention logic এর জন্য

- প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও প্রকল্পের লক্ষ্যের যৌক্তিক ক্রম সেক্টর আউটকাম ও সেক্টরের অন্তর্বর্তী আউটকামের ক্রম এর অনুরূপ হবে।

৩.২ নির্দেশক নির্ধারণ এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং প্রকল্পের লক্ষ্যের ‘যাচাই এর মাধ্যম’ পরীক্ষা করা

প্রকল্প উদ্দেশ্য ও প্রকল্প লক্ষ্য চিহ্নিত হওয়ার পর প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও প্রকল্পের লক্ষ্যের নির্দেশকসমূহ নির্ধারণ করবেন। নির্দেশকসমূহ নির্ধারণের পর প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা পর্যালোচনা করে দেখবেন যে, প্রকল্প উদ্দেশ্যের ও প্রকল্পের লক্ষ্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পর্যাপ্ত কিনা এবং প্রয়োজনে তা পরিবর্তন করবেন।
প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা সেক্টর কৌশলপত্র ও অন্যান্য নীতি দলিলপত্র থেকে প্রাসঙ্গিক নির্দেশকসমূহ খুঁজে বের করবেন যেগুলি প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও প্রকল্প লক্ষ্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাকে সরাসরিভাবে সংখ্যার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করবেন। একইসাথে প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও প্রকল্প লক্ষ্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার জন্য উপযুক্ত নির্দেশক কি হবে তা বিবেচনা করবেন। সেক্টর কৌশলপত্রের ব্যবহারের ক্ষেত্রে “সেক্টর ফলাফল কাঠামোতে” পরিবর্তনের তত্ত্ব (Theory of Change) এর বর্ণনার সাথে সম্পৃক্ত নির্দেশকসমূহ দেখানো হয়ে থাকে। প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা ‘সেক্টর ফলাফল কাঠামো থেকে সঠিক পর্যায়ের নির্দেশকসমূহ বেছে নিতে পারেন।

প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা সুফলভোগীদের দৃষ্টিকোণ থেকে নির্দেশক বিবেচনা করতে পারেন (প্রকল্পটি সুফলভোগীদের জন্য কি ধরনের সুফলের পার্থক্য বয়ে আনবে)। একই সাথে এটিও মনে রাখা দরকার যে, প্রকল্পটি সুফলভোগীদের ‘অভ্যাস/আচরণ’ পরিবর্তনের জন্য কতটুকু ভূমিকা রাখবে।

নির্দেশকসমূহ স্পষ্টভাবে চিহ্নিত ও প্রকাশ করার জন্য পাঁচটি SMART উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত হওয়া প্রয়োজন: ১) নির্দিষ্ট (Specific), ২) পরিমাপযোগ্য (Measurable), ৩) অর্জনযোগ্য (Achievable), ৪) প্রাসঙ্গিক (Relevant), এবং ৫) সময়াবদ্ধ (Time-bound)।

নির্দেশকসমূহ চূড়ান্তকরণের পূর্বে প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা প্রকল্পের জন্য কিভাবে সেগুলো অর্জন করা হবে তা বিবেচনা করবেন এবং তা “যাচাই-এর মাধ্যম” শীর্ষক ঘরে ব্যাখ্যা করবেন। প্রকল্প প্রণয়নকারীকে নির্দেশকসমূহ অর্জনের অবস্থা বিবেচনা করতে হবে। যদি নির্দেশকসমূহ অর্জন করা কঠিন হয় (আর্থিক অসুবিধাসহ)[৩], তাহলে নির্দেশক পুনঃচিহ্নিত করতে হতে পারে। যে সমস্ত শর্ত/অবস্থা বিবেচনা করা প্রয়োজন তার কিছু নিম্নে দেওয়া হলো:

- কিছু কিছু নির্দেশক যা প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার আঙ্গিকে আদর্শ মনে হতে পারে। কিন্তু এগুলো অর্জনযোগ্য নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রকল্প প্রণয়নকারীকে বিকল্প নির্দেশক বিবেচনা করতে হবে;
- যদি প্রচলিত কর্মকান্ড বা পদ্ধতিতে এ সমস্ত নির্দেশক অর্জন করা সহজ না হয়, তাহলে অতিরিক্ত কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন হবে;
- যদি প্রকল্প বাস্তবায়নকারীকে অন্য প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প থেকে নির্দেশক অর্জন করার প্রয়োজন হয়, তাহলে এগুলো অর্জনের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে প্রকল্প প্রণয়নকারীকে জানতে হবে।

৩.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও প্রকল্প লক্ষ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ নির্ধারণ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য থেকে প্রকল্পের লক্ষ্য পর্যন্ত intervention logic সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা প্রকল্পের উদ্দেশ্য পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ পরীক্ষা করবেন।

প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তাকে প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন intervention, সুবিধাদি/স্থাপনা ও নিয়মিত কর্মকান্ডকে শর্ত হিসেবে গ্রহণ/অনুধাবন করতে হবে। এ সমস্ত তথ্যের উৎস হবে সেক্টর কৌশলপত্রসহ অন্যান্য নীতি দলিলপত্র। সেক্টর কৌশলপত্রের “পরিবর্তনের তত্ত্ব” (Theory of Change), অন্য প্রকল্পের/কর্মকান্ডের

---

[3] কিছু নির্দেশকের পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য জরীপের প্রয়োজন হলে, একাজ সম্পাদনে এর মাত্রা/পরিমাণের উপর ব্যয় নির্ভর করবে। এক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহে কম ব্যয় (বা ব্যয়বিহীন) হবে এমন বিকল্প নির্দেশক বিবেচনা করতে হবে।

সাথে সম্পৃক্ত ম্যাট্রিক্স, অনুমান ও ঝুঁকি সংক্রান্ত অধ্যায় প্রকল্প প্রণয়নকারীকে এই সংযোগ বুঝতে সহায়তা করবে।

টেকসইকরণ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকল্প প্রণয়নকারীকে গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ বুঝতে ও বিবেচনা করতে হবে। এ দৃষ্টিকোণের মধ্যে রয়েছে আইনগত, সাংগঠনিক, জনবল ও আর্থিক সক্ষমতা, যা প্রকল্প সৃষ্ঠ সুবিধাদি পরিচালনার জন্য প্রয়োজন। নিম্নোক্ত চিত্র ৯ ও ৪.২ নং অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যার আলোকে প্রকল্পের মান মূল্যায়ন করা হবে:

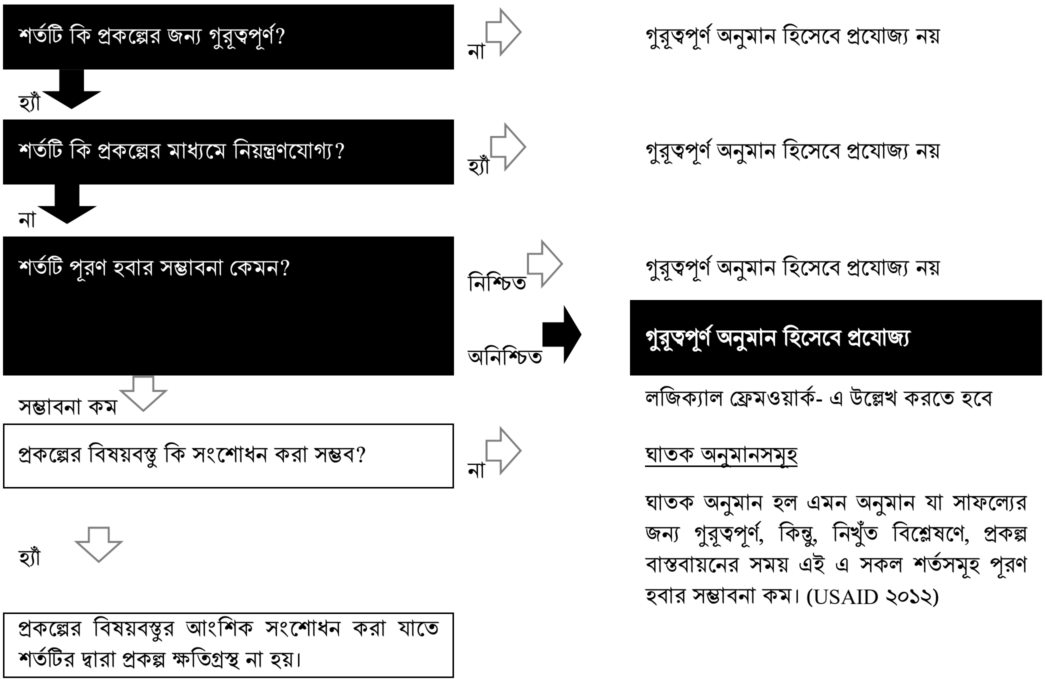
শর্তটি কি প্রকল্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ?
না
গুরুত্বপূর্ণ অনুমান হিসেবে প্রযোজ্য নয়
হ্যাঁ
শর্তটি কি প্রকল্পের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণযোগ্য?
হ্যাঁ
গুরুত্বপূর্ণ অনুমান হিসেবে প্রযোজ্য নয়
না
শর্তটি পূরণ হবার সম্ভাবনা কেমন?
নিশ্চিত
গুরুত্বপূর্ণ অনুমান হিসেবে প্রযোজ্য নয়
অনিশ্চিত
গুরুত্বপূর্ণ অনুমান হিসেবে প্রযোজ্য
লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক- এ উল্লেখ করতে হবে
সম্ভাবনা কম
প্রকল্পের বিষয়বস্তু কি সংশোধন করা সম্ভব?
না
ঘাতক অনুমানসমূহ
হ্যাঁ
প্রকল্পের বিষয়বস্তুর আংশিক সংশোধন করা যাতে শর্তটির দ্বারা প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।

ঘাতক অনুমান হল এমন অনুমান যা সাফল্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু, নিখুঁত বিশ্লেষণে, প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় এই এ সকল শর্তসমূহ পূরণ হবার সম্ভাবনা কম। (USAID ২০১২)

সূত্র: জাইকা ২০১০ প্রকল্প মূল্যায়ন ও USAID ২০১২ সালের কারিগরি নোটের লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অনুসারে সম্পাদন করা হয়েছে।

চিত্র ৯ কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ চিহ্নিত করা হয়

সাধারণ রীতি অনুসারে প্রকল্পের লক্ষ্য পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ খালি রাখা যাবে।

[বাস্তব পরামর্শ]

প্রকল্পের উদ্দেশ্য থেকে প্রকল্পের লক্ষ্য পর্যন্ত

- প্রকল্পের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কিছু চলতি বা পরিকল্পিত প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ অনুমান হতে পারে। যদি এমন হয়, তাহলে এই প্রকল্পগুলোর উল্লেখ নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য SSP ও MYPIP কে জোরালো সূত্র হিসেবে বিবেচনা করতে হবে, কারণ এই সমস্ত দলিলে অন্যান্য প্রকল্পের অর্জনের পর্যায় ও তাদের সময়সীমার একটি চিত্র পাওয়া যায়।

আউটপুট থেকে প্রকল্পের উদ্দেশ্য পর্যন্ত

- প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও আউটপুটের যৌক্তিক সম্পর্কের ভিত্তিতে অন্য যে সকল প্রকল্প এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে সম্পৃক্ত সেগুলো চিহ্নিত করতে হবে। এমন ক্ষেত্রে অন্য প্রকল্পটির আউটপুট ও উদ্দেশ্য (প্রকল্পটি অনুমোদিত বা বাস্তবায়িত) এবং সেক্টর কৌশলপত্র পর্যবেক্ষণ করতে হবে যাতে এগুলো প্রস্তাবিত প্রকল্পের এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অনুমানের সাথে সংশ্লিষ্ট কিনা।

৩.৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আউটপুট নির্ধারণ এবং আউটপুট অর্জন প্রক্রিয়ায় ইনপুট নির্ধারণ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য থেকে প্রকল্পের লক্ষ্যের intervention logic চূড়ান্তকরণের পর (অনুচ্ছেদ ৩.১-৩.৩ পূরণের পর) প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আউটপুট থেকে এবং আউটপুটের জন্য ইনপুট থেকে একই ক্রম অনুসরণ করে intervention logic এর খসড়া প্রণয়ন করবেন।

যদিও লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের ছক অনুযায়ী কর্মকাণ্ডের বিবরণ দেওয়ার কথা বলা নেই, তথাপিও লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়নের সময় প্রকল্প প্রণয়নকারীকে কর্মকাণ্ডের (পরিচালন পরিকল্পনা) বিষয় আমলে নিতে হবে। কর্ম সম্পাদনের ধাপ ও প্রতি ধাপের সময় কাঠামো বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্প প্রণয়নকারী সর্তকতার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নের সার্বিক সময় কাঠামো নির্ধারণ করতে পারবেন।

ইনপুট পর্যায়ে গুরূত্বপূর্ণ অনুমানের স্তরের নিচের অংশে প্রকল্পের “পূর্বশর্ত” লিখার জন্য জায়গা রাখা প্রয়োজন।

[বাস্তব পরামর্শ]

পূর্বশর্ত, ইনপুট থেকে আউটপুট

- পূর্বশর্তসমূহ অনিয়ন্ত্রণযোগ্য অবস্থা/বিষয়, যা প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করার পূর্বে বিবেচনা করতে হয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয় এর অনুমোদনের পর।
- বাস্তব অর্থে যদি জোরালোভাবে লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের শুরুর দিক বিবেচনা করা হয়, তাহলে “ডিপিপি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে” (DPP process is cleared), পূর্বশর্ত হিসাবে বিবেচিত হবে না।

৩.৫ Intervention logic পরীক্ষা করা

অনুচ্ছেদ ২.২ অনুযায়ী প্রকল্প প্রণয়নকারী “intervention logic” পরীক্ষা করবেন। লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের “intervention logic” পূর্বশর্ত থেকে শুরু করে প্রকল্প লক্ষ্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক ও যাচাই এর মাধ্যমে গিয়ে শেষ হয়। যৌক্তিক সম্পর্কের (Result Chain) প্রতিটি স্তরে পরবর্তী স্তরে পৌঁছানোর জন্য কিছু গুরূত্বপূর্ণ অনুমান থাকতে পারে।

প্রকল্প প্রণয়নকারী এগুলো বিবেচনায় নিয়ে “পূর্বশর্তসমূহ” লিপিবদ্ধ করবেন। পূর্বশর্তসমূহ জটিল বিষয় এবং প্রকল্প দ্বারা অনিয়ন্ত্রণযোগ্য বিষয়, যা প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুর করার পূর্বে বিবেচনা করতে হয়।

অংশীজনের মধ্যে যেমন প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট সেক্টর ডিভিশন, কোন সংস্থা কোন পূর্বশর্তের প্রতিপালনে কি পরিমাণ দায়িত্ব পালন করবে তা বুঝা দরকার।

[বাস্তব পরামর্শ]

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও প্রকল্পের প্রত্যক্ষ লক্ষ্যের যৌক্তিক সম্পর্কের ক্রম, সেক্টর আউটকাম ও সেক্টর অন্তর্বর্তী আউটকাম (Intermediate Outcome) এর যৌক্তিক সম্পর্কের ক্রমের অনুরূপ হবে (যদি সংশ্লিষ্ট সেক্টরের SSP বিদ্যমান থাকে)।

[নোট]

প্রকল্পের উপাদানসমূহ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল; ফলে কোন একটি উপাদান পরিবর্তন করা হলে এটি অন্য উপাদানকে প্রভাবিত করে। অনুচ্ছেদ ১.১ এ বলা হয়েছে যে, প্রকল্প মূলত তিনটি উপাদানে গঠিত: ১) ইনপুট, ২) উদ্দেশ্য/লক্ষ্য, ও ৩) সময়কাল। যদি প্রকল্পের ইনপুট বা ব্যয় কমানো হয়, তাহলে তার উদ্দেশ্য/লক্ষ্যের পরিধি অর্জিত নাও হতে পারে। অন্যদিকে যদি প্রকল্পের পরিধি বাড়ানো হয়, তাহলে ইনপুট/ব্যয় এবং সময়-কাঠামো/বাস্তবায়নকাল আরও বাড়ানো প্রয়োজন হবে।

এ কারণে প্রকল্প প্রণয়নকারীকে প্রকল্পের উপাদানসমূহের পরস্পর নির্ভরশীলতা বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। যখন প্রকল্প প্রণয়নকারী কোন প্রকল্পের পরিধি, আকার বা কোন উপাদানের পরিমাণ পরিবর্তন করতে চান বা দরকার হয় তাহলে অন্য উপাদানের উপর এই পরিবর্তনের প্রভাব তাকে অনুধাবন করতে হবে। সংশোধিত উপাদানের বিন্যাসের আলোকে প্রকল্প প্রণয়নকারীকে লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক পর্যালোচনা ও পুনর্বিন্যাস করতে হবে (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে)।

৪. প্রকল্প মূল্যায়ন করার জন্য প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা কিভাবে লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করবেন

লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা কিভাবে প্রকল্পটি মূল্যায়ন করবেন তা এ অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই তথ্যাদি প্রস্তাবিত লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক কিভাবে মূল্যায়ন করা যাবে তা প্রকল্প প্রণয়নকারীকে বুঝতে সহায়তা করে। এর ফলে প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা প্রকল্পের যাচাই/মূল্যায়নের মানদণ্ডের ভিত্তিতে লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক সাজাতে/তৈরি করতে পারবেন।

পরবর্তী অধ্যায়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে প্রকল্প যাচাই এর করণীয় সূচি ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের যাচাই ফরমেট (MAF) ব্যবহারের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে প্রকল্পের যাচাই সম্পন্ন করা হয়। MAF এ যেহেতু মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে প্রকল্প মূল্যায়নের প্রচলিত ও প্রমিত মানদণ্ড দেওয়া আছে, সেহেতু তা ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্পের ও ডিপিপি'র মান নিশ্চিত করতে হবে। MAF এ লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের দুইটি অংশ যেমন- লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের স্পষ্টতা (অংশ-২) এবং মূল্যায়ন মানদণ্ড (অংশ- ৭) সরাসরি সম্পৃক্ত। নিচের অনুচ্ছেদে এসব অংশগুলোর প্রকল্প যাচাই এর করণীয় সূচি ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে অধিকতর অনুধাবনের জন্য প্রকল্প প্রণয়নকারী Manual for Project Assessment, Ministry/Division দেখা সমীচীন হবে।

৪.১ লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের স্পষ্টতা (MAF এর অংশ-২)

লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের অংশ-২ (লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের স্পষ্টতা) এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের তথ্যাদির মান যাচাই করা এবং প্রকল্পটির কাঠামো সঠিকভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা। অংশ-২ এর ৪টি উপ-অংশ ও ১২ টি যাচাই এর প্রশ্ন রয়েছে। সারণি ৩ এ MAF এর অংশ -২ এর উপ-অংশসমূহ ও যাচাই এর প্রশ্নগুলোর সারাংশ দেওয়া হলো।

সারণি ৩ MAF অংশ-ii এর উপঅংশের সারসংক্ষেপ এবং যাচাই প্রশ্নসমূহ

উপঅংশ	যাচাই প্রশ্নসমূহ
ii-১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	১) প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা অংশে প্রকল্পটির উদ্দেশ্য স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে কি? ২) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশকসমূহ (OVIs) কি স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা এবং সংশ্লিষ্ট যাচাই এর মাধ্যমসমূহ (MOV) যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কি?
ii-২ প্রকল্পের লক্ষ্য	১) প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা অংশে প্রকল্পটির লক্ষ্য স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে কি? ২) প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশকসমূহ (OVIs) কি স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা এবং সংশ্লিষ্ট যাচাই এর মাধ্যমসমূহ (MOV) যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কি? ৩) প্রকল্পের উদ্দেশ্য পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ (বাহ্যিক) কি যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে যাতে এগুলো প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের শর্ত বলে বিবেচিত হয়?
ii-৩ আউটপুট	১) প্রকল্পের মূল সংক্ষিপ্ত বর্ণনা অংশে প্রকল্পটির আউটপুট স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে কি? এগুলো কি যথাযথভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে যাতে একটির সাথে অন্যটির দ্বৈততা না থাকে? ২) প্রকল্পের প্রতিটি আউটপুটের বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশকসমূহ (OVIs) কি স্পষ্টভাবে নির্ধারণ এবং সংশ্লিষ্ট যাচাই এর মাধ্যমসমূহ (MOV) যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কি? ৩) এই পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ (বাহ্যিক) কি যথাযথভাবে নির্দেশ করা হয়েছে যাতে এগুলো উদ্দেশ্য অর্জনের শর্ত বলে বিবেচিত হয়?
ii-৪ ইনপুট	১) প্রকল্পের ইনপুটগুলো কি আউটপুটসমূহ অর্জনের জন্য স্পষ্টভাবে বিন্যাস করা হয়েছে? ২) প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা কি যথাযথভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে? ৩) প্রকল্পের জনবল বিন্যাসের বিষয়ে ডিপিপি'র আইটেম নং ১১, ১২, এবং সংযোজনী-২/Annexure-II, সংযোজনী- ৩(গ)/Annexure-III(c) অনুসরণ করুন। প্রয়োজনীয় পদসমূহ ও পরামর্শকদের বর্ণনা দিন এবং সংস্থায় এই পদের অবস্থা উল্লেখ করুন। ৪) প্রকল্পের ইনপুটের গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ ও পূর্বশর্তসমূহ কি যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যাতে এগুলো প্রতিটি আউটপুট অর্জনে সহায়ক হয়?

৪.২ মূল্যায়ন মানদন্ড (MAF এর অংশ- ৭ এবং SAF এর অংশ ৫)

MAF এর অংশ- ৭ এ ৫টি মূল্যায়ন মানদণ্ডের ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্পের মান যাচাই করা হয়। ৫টি মানদণ্ড নিম্নে দেওয়া হলো:

- **প্রাসঙ্গিকতা (Relevance):** প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে যৌক্তিক সংযোগ/সম্পৃক্ততা পরীক্ষা করা হয়;
- **কার্যকারিতা (Effectiveness):** আউটপুট ও উদ্দেশ্যের মধ্যে যৌক্তিক সংযোগ/সম্পৃক্ততা পরীক্ষা করা হয়;
- **দক্ষতা (Efficiency):** ইনপুট ও কার্যাবলীকে আউটপুটে রূপান্তরের প্রক্রিয়া ও ইনপুট ও আউটপুটের যৌক্তিক সংযোগ/সম্পৃক্ততা পরীক্ষা করা হয়;
- **প্রভাব (Impact):** প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে যৌক্তিক সংযোগ/সম্পৃক্ততা পরীক্ষা করা হয় (প্রাসঙ্গিকতায় যাচাইকৃত সংযোগ/সম্পৃক্ততা বাদে);
- **স্থায়িত্বশীলতা (Sustainability):** প্রকল্পের ৪টি ধাপের (স্তরের) মধ্যে যৌক্তিক সংযোগ/সম্পৃক্ততা এবং প্রকল্পের ফলাফল প্রকল্প সমাপ্তির পর চলমান থাকবে, নাকি সময়ের আবর্তে বিলীন হয়ে যাবে তা পরীক্ষা করা হয়।

যেহেতু, লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কে প্রকল্পের গঠন/নকশা বর্ণনা করা হয়, তাই লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কে প্রদত্ত তথ্যসমূহই হচ্ছে মূল্যায়নের প্রধান উৎস। লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের তথ্য কিভাবে মূল্যায়নের সূত্র হিসেবে কাজ করে তা চিত্র ১০- এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

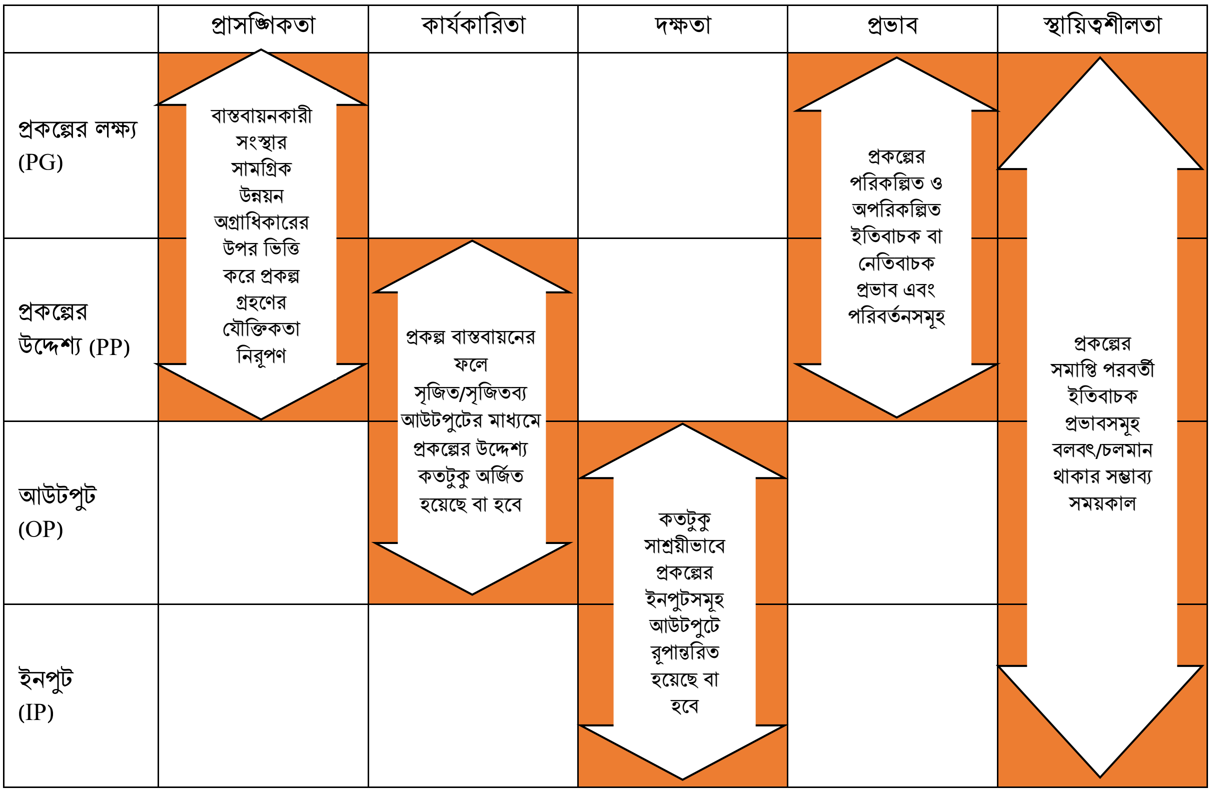

	প্রাসঙ্গিকতা	কার্যকারিতা	দক্ষতা	প্রভাব	স্থায়িত্বশীলতা
প্রকল্পের লক্ষ্য (PG)	বাস্তবায়নকারী সংস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন অগ্রাধিকারের উপর ভিত্তি করে প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা নিরূপণ			প্রকল্পের পরিকল্পিত ও অপরিকল্পিত ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব এবং পরিবর্তনসমূহ	প্রকল্পের সমাপ্তি পরবর্তী ইতিবাচক প্রভাবসমূহ বলবৎ/চলমান থাকার সম্ভাব্য সময়কাল
প্রকল্পের উদ্দেশ্য (PP)		প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সৃজিত/সৃজিতব্য আউটপুটের মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে বা হবে			
আউটপুট (OP)			কতটুকু সাশ্রয়ীভাবে প্রকল্পের ইনপুটসমূহ আউটপুটে রূপান্তরিত হয়েছে বা হবে		
ইনপুট (IP)					

সূত্র: জাইকা ২০১০ প্রকল্প মূল্যায়ন

চিত্র ১০ লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কে ৫টি মূল্যায়ন মানদন্ডের অন্তর্ভুক্তিমূলক তুলনা

লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কে প্রদত্ত তথ্যাদি ছাড়াও প্রকল্প যাচাই এর জন্য ডিপিপি'র অন্যসব তথ্যও দেওয়া প্রয়োজন। লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের প্রতিটি উপাদান ডিপিপি'তে প্রদত্ত অন্যান্য তথ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে।

৫. সেক্টর কৌশলপত্র কি এবং এটি কিভাবে ব্যবহার করতে হবে

সেক্টর কৌশলপত্র (SSP) প্রণয়ন ও ব্যবহার নির্দেশিকার* আলোকে এই অংশে সেক্টর কৌশলপত্রের ধারণা, বিষয়বস্তু ও এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। SSP বিষয়ে অধিকতর অনুধাবনের জন্য বর্ণিত নির্দেশিকা পড়ার জন্য সুপারিশ করা হলো।

* "সেক্টর কৌশলপত্র (SSP) প্রণয়ন ও ব্যবহার নির্দেশিকা" কৌশলগত ADP (Strategic ADP) এর একটি অংশ।

৫.১ সেক্টর কৌশলপত্রের ধারণা

সেক্টর কৌশলপত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে সুদৃঢ় সেক্টর পর্যায়ের পরিকল্পনা, কর্মসূচি প্রণয়ন, বাজেট, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামষ্টিক লক্ষ্যসমূহের অর্জন জোরদার করা এবং প্রকল্প ও কর্মসূচি নির্বাচনে একটি সেক্টর আংঙ্গিক প্রবর্তন করা। (Source: *Guidelines for preparing and using Sector Strategy Papers*)

৫.২ সেক্টর কৌশলপত্রের ব্যবহার

SSP নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সুবিধা প্রদান করবে:

- **জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা:** SSP সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা ও জিইডি এর সাথে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য উদ্দেশ্যসহ প্রকল্প ও কর্মসূচির অধিকতর নির্ভুল সংযোগ স্থাপনের সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এইভাবে বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল ভিত্তি হিসেবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উপযোগিতা বৃদ্ধি পাবে;
- **উন্নয়ন (জাতীয়) প্রতিবেদন:** সেক্টরের ফলাফল কাঠামোর (SRF) মাধ্যমে সেক্টরের ফলাফলের ব্যাপক উপাত্ত সংগ্রহের Platform হিসাবে কাজ করবে, যা GED কে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য এবং অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিবেদন দাখিলের বাধ্যবাধকতা পূরণে সহায়তা করবে;
- **প্রকল্পের নকশা:** সংস্থা/দপ্তরকে প্রকল্পের নকশা প্রণয়নে মূল্যবান সহায়তা ও নির্দেশনা প্রদান করবে, যার সেক্টর আউটকাম ও লক্ষ্যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামষ্টিক লক্ষ্য অর্জনের উপযোগী হবে;
- **প্রকল্প মূল্যায়ন:** SSP এমন একটি কাঠামোর, যার মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর ডিভিশন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা ও সংশ্লিষ্টতার আলোকে প্রকল্পটি যাচাই করতে পারবে;
- **পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন:** সেক্টর ফলাফল কাঠামো (SRF) পরিকল্পনা কমিশনের GED ও সংশ্লিষ্ট সেক্টর বিভাগ এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহকে সেক্টর পর্যায়ের অগ্রগতির আরও বিস্তারিত তথ্য প্রদান করতে পারে যা উচ্চ পর্যায়ের DRF প্রণয়নের সহায়ক হবে এবং একই সাথে IMED পরিচালিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, প্রকল্প/কর্মসূচি পর্যায় পর্যন্ত সংযোগ শক্তিশালী করবে। SRF এর সংকলন বিভিন্ন উৎস হতে সংগৃহীত উপাত্তের তুলনা ও প্রয়োজনে প্রমিতকরণের কাজ সহজ করে সেক্টর ভিত্তিক উপাত্ত অধিকতর হালনাগাদ ও বিশ্বাসযোগ্য করবে;
- **পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অর্থায়ন ও বাজেট:** SSP ও MYPIP তে প্রদত্ত সেক্টর-ভিত্তিক সম্পদের চাহিদা সংক্রান্ত তথ্য GED, অর্থ বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান উপাদান হিসেবে বিবেচিত হবে। এটি অন্যান্য "সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা" (PFM) সংস্কার কার্যক্রমে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং উন্নয়ন সহযোগীদেরকে MYPIP অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় পাইপ লাইন প্রকল্প/কর্মসূচিসহ অন্য কোন সহায়তার জন্য চিহ্নিত করতে সহায়ক হবে;
- **প্রাতিষ্ঠানিক:** SSP প্রদত্ত তথ্যাদি পরিকল্পনা নীতি প্রণয়নকারী সংস্থা যেমন, SSP তে প্রদত্ত তথ্য NEC ও বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম (BDF), বাজেট (BMRC), প্রকল্প অনুমোদন (যেমন Project

Assessment Committee/Project Scrutiny Committee), PEC ও ECNEC), প্রকল্প বাস্তবায়ন (যেমন Project Steering Committee) ইত্যাদিকে বেগবান/শক্তিশালী করবে। SSP ব্যবহারের মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তিসমূহ (APAs) সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও জাতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কিনা তা নিশ্চিত করতে পারবে।

(*সূত্র: Guidelines for preparing and using Sector Strategy Papers*)

৫.৩ প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদনের সাথে সম্পৃক্ত সেক্টর কৌশলপত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু

(১) পরিবর্তনের তত্ত্ব (Theory of Change)

প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের আউটকাম এবং আউটকাম অর্জনে বিশেষভাবে পূরণযোগ্য বিভিন্ন অনুমানসমূহের মাধ্যমে সেক্টরের লক্ষ্য অর্জন করার লেখচিত্রসহ বর্ণনা হচ্ছে পরিবর্তনের তত্ত্ব (Theory of Change)।

(২) সেক্টরের ফলাফল কাঠামো

সেক্টরের ফলাফল কাঠামো (SRF) সেক্টর পরিবর্তনের তত্ত্বে উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহের hierarchy তে তথ্য যোগানের মাধ্যমে বিভিন্ন অর্জন কিভাবে বাস্তবে পরিমাপ করা যায় তা দেখায় (যাচাই নির্দেশকসমূহের এবং সংশ্লিষ্ট অন্তর্বর্তী ও চূড়ান্ত লক্ষ্যের প্রতিটি পর্যায়ের বিস্তারিত বর্ণনার মাধ্যমে)।

(সূত্র: Guidelines for Preparing and Using Sector Strategy Papers)

(৩) বহুবার্ষিক সরকারি-বিনিয়োগ কর্মসূচি (MYPIP)

MYPIP একটি programming tool যা সেক্টর কৌশলপত্রে চিহ্নিত সেক্টরের লক্ষ্য ও অগ্রাধিকারসমূহকে মধ্যমেয়াদি প্রেক্ষিতে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বাজেট/অর্থ বরাদ্দের লক্ষ্যে প্রণীত। MYPIP সেক্টর ও সাব সেক্টর পর্যায়ের জন্য forward baseline প্রাক্কলন ও fiscal space নির্ধারণে/হিসাব করতে সহায়তা করবে। এটি ৩ (তিন) বছরের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বিভিন্ন সেক্টর ও সাব-সেক্টরের সম্পদ বণ্টনের তথ্যের নির্ভুলতা উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। MYPIP মধ্য মেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF) প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের যোগান দেবে। MYPIP প্রথমে মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে প্রণীত হবে এবং পরে সমষ্টি করার মাধ্যমে প্রতি সেক্টরের জন্য একটি Sector MYPIP (S-MYPIP) প্রণয়ন করা হবে। MYPIP'র ছকটি একটি matrix, যাতে তিন বছরের জন্য চলতি ও নতুন অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পের বাজেটের পূর্বাভাস থাকে।

(Source: Guidelines for Preparing and Using Sector Strategy Papers)

পরিবর্তনের তত্ত্ব (Theory of Change)

কোন বিশেষ প্রেক্ষাপটে কিভাবে এবং কেন কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটতে পারে মূলত তারই বিস্তারিত/ব্যাপক বর্ণনা ও ব্যাখ্যা হচ্ছে পরিবর্তনের তত্ত্ব (ToC)। ToC এর কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কোন কর্মসূচি ও পরিবর্তনের উদ্যোগ কি করছে (কার্যাবলী/intervention) এবং এগুলো কিভাবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এর "missing middle" টি ব্যাখ্যা করা/পূরণ করা।

সূত্র: http://www.theoryofchange.org/what-is-theory-of-change/

(সূত্র: Guidelines for Preparing and Using Sector Strategy Papers)

[তথ্যসূত্র]

নিম্নে উল্লিখিত প্রতিবেদনসমূহ লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের তথ্যসূত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে:

- ADB (2022) Guidelines For Preparing A Design And Monitoring Framework
- JICA (2000) Guidelines for Project Evaluation
- World Bank (2005) The Logframe Handbook, a Logical framework approach to project cycle management

সংযোজনী ২- বিশেষ বিষয় ২: সামাজিক ও পরিবেশগত বিবেচনা

১. সামাজিক ও পরিবেশগত বিশ্লেষণের পটভূমি

১.১ সামাজিক ও পরিবেশগত বিশ্লেষণ কেন প্রয়োজন?

সামাজিক ও পরিবেশগত বিশ্লেষণের ফলাফল প্রকল্পটি সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়নের উপর কি প্রভাব ফেলবে সে সম্বন্ধে প্রকল্প যাচাইকারী/মূল্যায়নকারীকে বুঝতে সহায়তা করবে। প্রকল্প যাচাইকারী/মূল্যায়নকারী সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়নের আলোকে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করবেন। সামাজিক ও পরিবেশগত বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্পটির মান এই আঙ্গিকে পরীক্ষা করা যে, প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাংলাদেশের সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে কিনা। বিশ্লেষণের ফলাফল থেকে জানা যাবে প্রকল্পটি কিভাবে সমাজের জন্য ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব বয়ে আনবে এবং যদি কোন নেতিবাচক প্রভাব থাকে তাহলে প্রকল্পটি কিভাবে তা নিরসন করবে।

নোট ১: হ্যান্ডবুক এ "প্রভাব" এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে "একটি উন্নয়ন intervention দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে উৎপাদিত ইতিবাচক এবং নেতিবাচক, প্রাথমিক এবং সেকেন্ডারি দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল" (OECD-DAC 2002 Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management)।

১.২ বাংলাদেশের সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন কি?

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (২০১৫)* পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়সহ সামাজিক উন্নয়ন কাঠামো উপস্থাপন করেছে; যদিও 'পরিবেশগত বিষয়সহ সামাজিক উন্নয়ন' বা 'সামাজিক পরিবেশ উন্নয়ন' বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের কোন সুনির্দিষ্ট নীতি দলিল (policy document) নেই। বলা হয়েছে যে, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সামাজিক উন্নয়ন কাঠামোর উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত নীতিমালা ও কর্মসূচি অনুসরণের মাধ্যমে অর্জিত হবে। এই প্রেক্ষিতে অনুমান করা যেতে পারে যে এ সমস্ত নীতি ও কর্মসূচির অন্তর্গত উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলোই হচ্ছে বাংলাদেশের "সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন"।

- দারিদ্র নিরসন কৌশল;
- শিক্ষা কৌশল;
- স্বাস্থ্য, পুষ্টি, ও জনসংখ্যা কৌশল;
- স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ কৌশল;
- অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক কৌশল;
- নারী ও জেন্ডার শক্তিশালীকরন কৌশল;
- উপ-জাতি ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সামাজিক অন্তর্ভুক্তির কৌশল;
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা কৌশল;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কৌশল;
- সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল।

* সূত্র: GED (2015): জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (SDGs) বৈশ্বিকভাবে স্বীকৃত সামাজিক উন্নয়নের সার্বিক কাঠামো প্রদান করেছে বলে বিবেচনা করা হয়। নিচের বক্সে SDGs'র তালিকা দেওয়া হলো:

- লক্ষ্য ১- সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান
- লক্ষ্য ২- ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার
- লক্ষ্য ৩- সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ
- লক্ষ্য ৪- সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি
- লক্ষ্য ৫- জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন
- লক্ষ্য ৬- সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা
- লক্ষ্য ৭- সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা
- লক্ষ্য ৮- সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন
- লক্ষ্য ৯- অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনের প্রসারণ
- লক্ষ্য ১০- অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা
- লক্ষ্য ১১- অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা
- লক্ষ্য ১২- পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ধরন নিশ্চিত করা
- লক্ষ্য ১৩- জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ
- লক্ষ্য ১৪- টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহার
- লক্ষ্য ১৫- স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ
- লক্ষ্য ১৬- টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ
- লক্ষ্য ১৭- টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা

(**সূত্র:** UN 2015 A/RES/70/1)

২. ডিপিপি’তে সামাজিক ও পরিবেশগত বিশ্লেষণ

ডিপিপি’র আইটেম ২৫. থেকে ৩০. (বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে আইটেম ৩১.) পর্যন্ত সামাজিক ও পরিবেশগত প্রতিটি বিশ্লেষণের ফলাফল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিচের সারণিতে এই হ্যান্ডবুকের কোন কোন দলিলে প্রতিটি বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরও অধিক নির্দেশনা ও তথ্য পাওয়া যাবে তা দেখানো হয়েছে। বন্ধনীতে দেওয়া পৃষ্ঠা নম্বর GED প্রণীত ডিপিপি ম্যানুয়াল- ২০১৪ থেকে নেওয়া হয়েছে।

আইটেম নম্বর ও বিবরণ		**প্রতিটি বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য**	**সূত্র/টুলস**
২৫. প্রকল্পের উপর কোন বিষয়ের প্রভাব, এবং কোন বিষয়ের উপর প্রকল্পের প্রভাব/ফলাফল	(১) অন্যান্য প্রকল্প/বিদ্যমান স্থাপনাসমূহ	প্রস্তাবিত প্রকল্পের সাথে অন্য প্রকল্পের কোন দ্বৈততা বা পরিপূরকতা আছে কিনা তা চিহ্নিত করা।	● ডিপিপি ম্যানুয়াল (পৃষ্ঠা ৫৯); ● উপজেলা উন্নয়ন পরিকল্পনা; ● সিটি কর্পোরেশন, ও পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা/মহা-পরিকল্পনা।
	(২) টেকসই পরিবেশ	পরিবেশগত প্রভাব চিহ্নিতকরণ ও সুরক্ষা ব্যবস্থা মেনে চলা।	● ডিপিপি ম্যানুয়াল (পৃষ্ঠা ৬০-৬৯); ● IEE ও EIA প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে*); ● প্রাসঙ্গিক আইনগত দলিলপত্র *যদি প্রকল্প “লাল” শ্রেণিভুক্ত হয়ে থাকে তাহলে EIA প্রতিবেদন ডিপিপি’তে সংযুক্ত করতে হবে।
	(৩) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন	জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন ও প্রশমনে প্রকল্পের প্রভাব চিহ্নিতকরণ এবং প্রকল্পে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব চিহ্নিতকরণ।	● ডিপিপি ম্যানুয়াল (পৃষ্ঠা ৬৯-৭২); ● বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত ঝুঁকিসমূহ (সারণি ১১, পৃষ্ঠা ৭০)।
	(৪) জেন্ডার, মহিলা, শিশু ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি, বঞ্চিত জনগোষ্ঠী	প্রকল্পের আওতাধীন নারী, শিশু, বঞ্চিত জাতিগোষ্ঠী ও অক্ষম ব্যক্তিদের অরক্ষিত অবস্থা চিহ্নিতকর...।	● ডিপিপি ম্যানুয়াল (পৃষ্ঠা ৭৩-৭৫); ● উন্নয়ন প্রকল্পের জেন্ডার সংবেদনশীল নির্দেশিকার (সংযুক্তি); ● Child Equity Atlas.
	(৫) কর্মসংস্থান	বিদ্যমান ও নতুন চাকরির উপর প্রভাব চিহ্নিতকরণ। প্রকল্পের কর্মীদের অরক্ষিত অবস্থা চিহ্নিতকরণ।[৪]	● ডিপিপি ম্যানুয়াল (পৃষ্ঠা ৭৪-৭৫); ● BBS: Household Income and Expenditure Survey Report; ● ILO: Decent Work Country Profile.[৫]
	(৬) দারিদ্র্য পরিস্থিতি	প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার দারিদ্র্য পরিস্থিতির উপর প্রকল্পের প্রভাব চিহ্নিতকরণ।	● ডিপিপি ম্যানুয়াল (পৃষ্ঠা ৭৬); ● BBS: Household Income and Expenditure Survey Report; ● Poverty Mapping.
	(৭) সাংগঠনিক অবস্থা/কাঠামো	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সাংগঠনিক কাঠামোর উপর প্রকল্পটির প্রভাব চিহ্নিতকরণ।	● ডিপিপি ম্যানুয়াল (পৃষ্ঠা ৭৬-৭৭) ● প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্লেষণের প্রতিবেদন ● অংশীজন বিশ্লেষণের প্রতিবেদন ● সক্ষমতা উন্নয়নের পরিকল্পনা
	(৮) প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদনশীলতা	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদনশীলতার উপর প্রকল্পের প্রভাব চিহ্নিত করণ।	● ডিপিপি ম্যানুয়াল (পৃষ্ঠা ৭৭); ● প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্লেষণের প্রতিবেদন; ● অংশীজন বিশ্লেষণের প্রতিবেদন; ● সক্ষমতা উন্নয়নের পরিকল্পনা।

---

[৪] এ বিষয়টি ডিপিপি ম্যানুয়েলের পরিধির বাইরে। Work Bank’s Environmental and Social Standard 2. Labour and Working Conditions.

[৫] এ বিষয়টি ডিপিপি ম্যানুয়েলের পরিধির বাইরে। http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_216901.pdf

আইটেম নম্বর ও বিবরণ	প্রতিটি বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য	সূত্র/টুলস
(৯) আঞ্চলিক বৈষম্য	সংশ্লিষ্ট সেক্টরের আঞ্চলিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ বিনিয়োগের শুন্য অবস্থান (spatial) বিভাজন চিহ্নিতকরণ।	● ডিপিপি ম্যানুয়াল (পৃষ্ঠা ৭৭); ● পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা; ● সেক্টরের মহা-পরিকল্পনা; ● সেক্টর কৌশলপত্র।
(১০) জনসংখ্যা	প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ জনগণ চিহ্নিতকরণ (পুনর্বাসন)	● ডিপিপি ম্যানুয়ালে নাই; ● পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা।
২৬. পরিবেশগত ছাড়পত্র	পরিবেশগত প্রভাব বিবেচনায় প্রকল্পের পরিবেশগত শ্রেণি নির্ধারণ; পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া।	● ডিপিপি ম্যানুয়াল (পৃষ্ঠা ৭৭); ● পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (২০১০ সালে সংশোধিত); ● পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩* [নোট] ২০১০ সালের ECA এর অনুচ্ছেদ ১২-১ এর বিধি/প্রবিধিতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রদত্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র সনদ ছাড়া কোন এলাকায় কোন প্রকল্প গ্রহণ বা কোন শিল্প/কারখানা স্থাপন করা যাবে না।
২৭. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, SDGs, ও মন্ত্রণালয়/সেক্টরের প্রাধিকারের সাথে সুনির্দিষ্ট সংযোগ	‘সামাজিক উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনে অবদান চিহ্নিতকরণ।	● ডিপিপি ম্যানুয়াল (পৃষ্ঠা ৭৮); ● পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলাফল কাঠামো; ● জিইডি’র এসডিজি ম্যাপিং।
২৮.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার ভিশন ও মিশন অর্জনে প্রকল্পের অবদান	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার ভিশন ও মিশন বুঝার জন্য এবং এর কতটুকু কি পরিমাণ অর্জনে প্রকল্পটি অবদান রাখবে তা চিহ্নিতকরণ।	● ডিপিপি ম্যানুয়াল (পৃষ্ঠা ৭৯); ● মধ্য মেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF)।
২৮.২ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যবন্টন এর সাথে প্রকল্পটির সম্পর্ক	কার্যবন্টন বুঝার জন্য এবং প্রকল্পটি উক্ত কার্যবন্টন এর আওতাভুক্ত কিনা তা চিহ্নিতকরণ।	● ডিপিপি ম্যানুয়ালে নাই; ● কার্যবিধিমালা 1996 (সংশোধিত ২০১৭) এর সিডিউল-১।
২৯. ব্যক্তি খাত/স্থানীয় সরকার বা NGO'দের অংশগ্রহণ বিবেচনা করা হয়েছে কিনা?	অংশীজন চিহ্নিতকরণ ও প্রকল্পের উপর তাদের প্রভাব/প্রতিপত্তি চিহ্নিতকরণ।	● ডিপিপি ম্যানুয়াল (পৃষ্ঠা ৮১); ● অংশীজন বিশ্লেষণের প্রতিবেদন।
৩০. বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রধান শর্তসমূহ উল্লেখ করতে হবে	আর্থিক শর্তাবলী চিহ্নিতকরণ **সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের সামাজিক সংরক্ষণ নীতির পার্থক্য চিহ্নিতকরণ।**	● ডিপিপি ম্যানুয়াল (পৃষ্ঠা ৮১); ● ঋণ চুক্তি; ● উন্নয়ন সহযোগীদের প্রকল্প প্রাক-মূল্যায়ন দলিল।
৩০. (বৈদেশিক অর্থায়নে জড়িত থাকলে ৩১.) ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের সম্পৃক্ততা	প্রকল্পটিতে অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের বিষয় আছে কিনা তা চিহ্নিতকরণ, যদি থাকে তাহলে এটি কিভাবে দেখা হবে এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা কিভাবে করা হবে তা চিহ্নিতক...।	● ডিপিপি ম্যানুয়াল (পৃষ্ঠা ৮১); ● স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭; ● স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়াল, ১৯৯৭ ● ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল, ২০১৪।

সূত্র: SPIMS JICA Expert Team (JET)

* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ রহিত করে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ জারি করেছে।

৩ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও পরিবেশগত সুরক্ষাসমূহ

পরবর্তী দুটি উপ-অধ্যায়ে (৩.১ ও ৩.২) সামাজিক ও পরিবেশগত সুরক্ষার দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কারণ এ দুইটির ব্যত্যয় সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়নে ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত করতে পারে।
১) ভূমি অধিগ্রহণের কারণে অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন সংক্রান্ত সুরক্ষা; এবং
২) পরিবেশের প্রভাব সংক্রান্ত সুরক্ষা।

নিচের সারণিতে উপরোক্ত উভয় সুরক্ষার আইনগত কাঠামো, সূত্র, প্রদেয় কাগজপত্র ও বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

	সুরক্ষাসমূহ	**আইনগত কাঠামো**	**সূত্র**	**প্রদেয় কাগজপত্র ও বিষয়বস্তু**
১	ভূমি অধিগ্রহণের কারণে অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন সংক্রান্ত সুরক্ষা	• স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ • Chittagong Hill Tracts (Land Acquisition) Regulation (Amendment) Act 2019 (note 1)	• স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়াল ১৯৯৭ • ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল ১৯৯১	ভূমি অধিগ্রহণ ও অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন পরিকল্পনা: • অধিগ্রহণের জন্য সম্ভাব্য ভূমির ধরন ও পরিমাণ; • প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের সংখ্যা; • ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ব্যয় প্রাক্কলন; • ক্ষতিপূরণের জন্য ব্যয় প্রাক্কলন; • জীবিকা পুনরুদ্ধার কার্যক্রম।
২	পরিবেশের প্রভাব সংক্রান্ত সুরক্ষা	• পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (২০১০ সালে সংশোধিত) • পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩	পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রক্রিয়ার নির্দেশিকা, ২০১০ শিল্প কারখানার জন্য EIA নির্দেশিকা ১৯৯৭	পরিবেশগত ছাড়পত্র সনদের জন্য আবেদন: • স্থানীয় কর্তপক্ষের অনাপত্তিপত্র; • প্রারম্ভিক পরিবেশ পরীক্ষণ (IEE) প্রতিবেদন; • পরিবেশগত প্রভাব যাচাই (EIA) প্রতিবেদন; • পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (EMP)।

সূত্র: SPIMS

নোট ১- ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আইনগত প্রক্রিয়া বিদ্যমান রয়েছে। নিম্নে তার উল্লেখ করা হলো,

- দানকৃত (Bestowed) ভূমির ক্ষেত্রে, ওয়াকফ অধ্যাদেশ, ১৯৬২
- জরুরি বেড়িবাঁধ এবং ড্রেনেজ নির্মাণের ক্ষেত্রে বিলম্বিত অধিগ্রহণের আনুষ্ঠানিকতাসহ ভূমি অধিগ্রহণের জন্য বেড়িবাঁধ ও ড্রেনেজ আইন, ১৯৫২
- রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের জন্য (রাজউক) শহর উন্নয়ন আইন ১৯৫৩

৬। অবস্থানগত ছাড়পত্র ও পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের বাধ্যবাধকতা।

(১) বিধি ৫ এ উল্লিখিত হলুদ, কমলা ও লাল শ্রেণির নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে অধিদপ্তরের নিকট হইতে প্রথমে অবস্থানগত ছাড়পত্র ও পরবর্তীতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে:

> তবে শর্ত থাকে যে, সবুজ শ্রেণির নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে, উহা যেখানেই স্থাপন করা হউক না কেন, অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না, অধিদপ্তরের নিকট হইতে কেবল পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে;
>
> আরও শর্ত থাকে যে, সরকারি বা বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, অর্থনৈতিক অঞ্চল বা বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের শিল্প নগরীতে স্থাপিতব্য সকল শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না, অধিদপ্তরের নিকট হইতে কেবল পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতীত হলুদ, কমলা ও লাল শ্রেণির কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্পের জন্য ভূমির উন্নয়ন বা এতদুদ্দেশ্যে কোনো প্রকার অবকাঠামো নির্মাণ করা যাইবে না।

(৩) অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে হলুদ, কমলা ও লাল শ্রেণির নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পে গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদান করা যাইবে না।

(৪) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল শ্রেণির নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষামূলক উৎপাদন করা বা প্রকল্প চালু করা যাইবে না।

সূত্র: বিধি ৬, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩

৩.১ ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের জন্য সুরক্ষা

ডেস্ক কর্মকর্তা ভূমি অধিগ্রহণ ও অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন বিষয় সংক্রান্ত ডিপিপি আইটেমে কি ধরনের তথ্যাদি লিখবেন এই অধ্যায়ে সে সম্পর্কে নির্দেশাবলী দেওয়া হয়েছে। ডিপিপি আইটেম ৩০. (বৈদেশিক অর্থায়নে জড়িত থাকলে ৩১.) এর জন্য এ বিষয়ে ডিপিপি ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা ৮১ (ভলিউম-১) এ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

ডেস্ক কর্মকর্তা প্রধানত “২০১৭ সালের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন” ও ভূমি অধিগ্রহণ ম্যানুয়াল, ১৯৯৭ অনুসরণ করবেন।

ডেস্ক কর্মকর্তা ডিপিপি আইটেম ৩০. (বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে ৩১.) এ ভূমি অধিগ্রহণ ও অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন/প্রত্যাবাসন পরিকল্পনার সার-সংক্ষেপ হিসেবে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ প্রদান করবেন। পরিকল্পনাটি (ভূমি অধিগ্রহণ ও অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন) সংযুক্তি হিসেবে ডিপিপি’তে সংযুক্ত করতে হবে।

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়াল, ১৯৯৭-এর তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত ভূমি অধিগ্রহণ ও অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন/প্রত্যাবাসন পরিকল্পনার সার-সংক্ষেপ হিসেবে আইটেম ৩০. (বৈদেশিক অর্থায়নে জড়িত থাকলে ৩১.) এর প্রস্তাবিত বিষয়বস্তু নিম্নরূপ হবে:
১- প্রকল্পের স্থান/এলাকা নির্বাচনের তারিখ;
২- গণশুনানির/আলোচনার তারিখ;
৩- অধিগ্রহণের জন্য সম্ভাব্য ভূমির ধরন ও পরিমাণ;
৪- প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের সংখ্যা;
৫- ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ব্যয় প্রাক্কলন;
৬- ক্ষতিপূরণের জন্য ব্যয় প্রাক্কলন;
৭- জীবিকা পুনরুদ্ধারের কার্যক্রম;
৮- ব্যয় প্রাক্কলন সংক্রান্ত তথ্য, যদি ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ব্যয় প্রাক্কলন (পূর্ব নির্দ্ধারিত প্রাক্কলন) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

যদি প্রস্তাবিত প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণ/পুনর্বাসনের প্রয়োজন থাকে তাহলে সংস্থাকে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াকরণ পরিকল্পনা/ভূমি অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং প্রত্যাবাসন পরিকল্পনা/প্রত্যাবাসন কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিনা সংক্রান্ত পরিপত্র এবং ডিপিপি ম্যানুয়ালে এসব LAP এর RAP পরিকল্পনার কোন বিষয়বস্তু দেওয়া নাই। তবে, এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) এর এতদসংক্রান্ত নির্দেশাবলির আলোকে প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় নিমোক্ত বিষয়গুলো[৬] অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে:

ভূমি অধিগ্রহণ পরিকল্পনা (LAP) এবং পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনার (RAP) প্রস্তাবিত বিষয়বস্তু (Contents):
- প্রকল্পের বর্ণনা;
- ভূমি অধিগ্রহণের ও পুনর্বাসনের পরিধি/পরিমাণ;

---

[৬] এডিবি ২০১৯, সুরক্ষা নীতি বিবৃতি (Safeguard Policy Statement) এর সংযুক্তি-২ (পুণর্বাসন পরিকল্পনা রূপরেখা)

- আর্থ-সামাজিক তথ্য ও জীবনকথা;
- তথ্য উন্মুক্তি, আলোচনা এবং অংশগ্রহণ;
- অভিযোগ প্রতিকারের পদ্ধতি;
- আইনগত কাঠামোর;
- প্রাপ্যতা, সহায়তা এবং উপকার;
- বাড়িঘর ও বসতি স্থানান্তর/পুনর্বাসন;
- আয় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন;
- পুনর্বাসনের জন্য বাজেট ও অর্থায়নের পরিকল্পনা;
- প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাদি;
- বাস্তবায়ন সিডিউল (Schedule);
- পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন দাখিল।

পটভূমি

নিচে "সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা" সংক্রান্ত পরিপত্র ২০২২-এ ভূমি অধিগ্রহণ ও অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয়ের অনুচ্ছেদসমূহ উল্লেখ করা হলো:

- অনুচ্ছেদ ১.১.৮.২- (ঙ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে জমির বর্তমান বাজার দর সংক্রান্ত তথ্য, জমির উপর বিদ্যমান সম্পদ (অবকাঠামো, গাছপালা ইত্যাদি) এবং প্রকল্প অনুমোদনের পর জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরুর সম্ভাব্য সময় ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে জমি অধিগ্রহণ খাতে ব্যয় প্রাক্কলন;
- অনুচ্ছেদ ১.৪- সাধারণভাবে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ পরিহার করতে হবে। জমি অধিগ্রহণ অনিবার্য হলে জমির পরিমাণ নির্ধারণে রক্ষণশীলতা অবলম্বনসহ কৃষি/আবাদি জমি অধিগ্রহণ নিরুৎসাহিত করতে হবে। ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে এ ধরনের প্রকল্প প্রস্তাবে অধিগ্রহণযোগ্য ভূমির পরিমাণ, প্রাপ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে সংগৃহীত তথ্য প্রকল্প সংযুক্ত করতে হবে। ভূমি অধিগ্রহণের সময় ভূমির পূর্বাবস্থা জানার জন্য প্রস্তাবিত ভূমির ছবি/ভিডিও প্রস্তাবনার পূর্বেই সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে;
- অনুচ্ছেদ ২১.৮- কোন প্রকল্পে ২০ (বিশ) একরের বেশি জমি অধিগ্রহণ বা ব্যবহারের সংশ্লেষ থাকলে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় নির্বিশেষে তা বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য একনেক সভায় উপস্থাপন করতে হবে। তবে জমি অধিগ্রহণ না করে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ের মাধ্যমে জমি ব্যবহারের জন্য সাময়িকভাবে হস্তান্তর/লিজ নেয়া হলে বিষয়টি 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়াল ১৯৯৭' এর বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সূত্র: সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা সংক্রান্ত পরিপত্র, ২০২২

ভূমি অধিগ্রহণ করা ও অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য সরকারি সংশ্লিষ্ট **কর্মকর্তাকে ২০১৭ সালের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭** অনুসরণ করতে হবে। ১৯৯৭ সালের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়ালে ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী বিস্তারিতভাবে দেয়া হয়েছে। ভূমি ও জিনিসপত্রের সর্বশেষ দর/মূল্য সংগ্রহ করা প্রকল্প প্রণয়নকারীর অবশ্য কর্তব্য। **১৯৯৭ সালের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়ালে** ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ফরম/নমুনা (forms/templates) দেওয়া আছে।

প্রকল্প প্রণয়ন পর্যায়ে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার তা ১৯৯৭ সালের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়ালে ব্যাখ্যা করা হয়নি। প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে ভূমি ও ক্ষতিপূরণের প্রাক্কলন তৈরি করার "নমুনা" হিসাবে যথাক্রমে ফরম 'ক' ও 'খ' ব্যবহৃত হয়। এই "নমুনা" গুলো প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় কার্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করা হয় (প্রকৃতপক্ষে ব্যবহৃত হচ্ছে)।

ক্রমিক নং	দাগ নং (নোট: আরএস এবং সিএস ম্যাপের নাম্বার)	শ্রেণি	অধিগৃহীত জমির পরিমাণ	মালিক/দখলকারের নাম	ঘরবাড়ির/দালানকোঠা থাকিলে উহার সংখ্যা	দাগের বিবরণ *	গাছপালা থাকিলে উহার বিবরণ	ফসল থাকিলে উহার বিবরণ	বর্গাদারের নাম ও ঠিকানা**	অন্যান্য তথ্য	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

* (যদি দাগের শ্রেণি পুকুর হয়)
** (যদি দন্ডায়মান ফসল বর্গাদার কর্তৃক আবাদকৃত হয়)

জমির বর্ণনা											
শ্রেণি	পরিমাণ	জমির মূল্য	ঘরবাড়ি/দালানের মূল্য	গাছপালার মূল্য	অন্যান্য মূল্য (যদি থাকে)	মোট বাজার মূল্য	৮(২) ধারামতে বাজারমূল্যের উপর ৫০% হারে অতিরিক্ত মূল্য	মোট	আনুষঙ্গিক খরচ	সর্ব মোট	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

সারণি: ১৯৯৭ সালের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়েলের ফরম ‘ক’ ও ‘খ’

নোট: গ্রিনবুক ২০২২- এ ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল এবং ২০১৪ সালে প্রণীত ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত ম্যানুয়াল এর উল্লেখ নেই। তবে, এই ম্যানুয়ালগুলোতে ভূমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য এবং প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের উল্লেখ আছে।

ক্ষতিপূরণ

২০১৭ সালের আইনে ক্ষতিপূরণ ও তা হিসাব করার পদ্ধতি বিধৃত করা হয়েছে। ২০১৭ সালের আইন অনুযায়ী বর্ণিত বিষয়ে মূল্য নির্ধারণ করা হয়। (i) যৌথ তালিকা প্রণয়নের সময় কোন ব্যক্তি বা অংশীজনের স্থাবর সম্পত্তির উপর বিদ্যমান শস্য বা গাছপালার ক্ষতি; (ii) স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের ফলে অন্য কোন সম্পত্তি ভাগ করার ক্ষতিজনিত মূল্য; (iii) অধিগ্রহণের কারণে যদি অন্য কোন স্থাবর সম্পত্তির উপর অথবা কোন ব্যক্তির আয়ের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে তাহলে সেই ক্ষতি; এবং (iv) অধিগ্রহণের কারণে যদি কোন ব্যক্তিকে তার আবাসস্থল বা ব্যবসার স্থান অন্যত্র সরিয়ে নিতে বাধ্য করা হয়, তাহলে এ কারণে স্থানান্তরের যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ ব্যয়। ক্ষতিপূরণের জন্য সম্পদের মূল্য দুইটি ফ্যাক্টর (Factor) দ্বারা নির্ণয় করা হয়; ১) বাজার মূল্য/দর, এবং ২) প্রিমিয়াম বা অধিমূল্য। ২০১৭ সালের আইনের ৪ ধারা অনুযায়ী নোটিশ জারি হওয়ার ১২ মাস পূর্বে সমজাতীয় সম্পত্তির গড় রেজিস্ট্রিকৃত মূল্যের ভিত্তিতে বাজার মূল্য/দর নির্ণয় করা হয়। সরকারি প্রয়োজনে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বাজার দরের ২০০% হারে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানীর ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের হার বাজার দরের ৩০০% এবং পূর্ববর্তী (i), (ii), (iii) ও (iv) এর ক্ষেত্রে বাজার মূল্যের অতিরিক্ত ১০০% হারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। উল্লিখিত ক্ষতিপূরণ ছাড়াও অধিগ্রহণের কারণে স্থানচ্যুত পরিবারসমূহকে পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিচের চিত্র ১২-এ ক্ষতিপূরণের হিসাব নির্ণয়ের পদ্ধতি দেখানো হলো।

সরকারের প্রয়োজনের জন্য ক্ষতিপূরণের বিষয়সমূহ		মূল্য নির্ণয়ের ধরন		
ভূমি ও সম্পদ স্থায়ীভাবে অধিগৃহীত	×	বাজার মূল্য (সমজাতীয় সম্পত্তির ১২ মাস পূর্বের গড় রেজিস্ট্রিকৃত মূল্য)	=	**ক্ষতিপূরণের পরিমাণ**
অধিগ্রহণের ফলে সাধিত ক্ষতিসমূহ		বাজার মূল্যের অতিরিক্ত ২০০%		

ব্যক্তিমালিকানার প্রয়োজনের জন্য ক্ষতিপূরণের বিষয়সমূহ		মূল্য নির্ণয়ের ধরন		
ভূমি ও সম্পদ স্থায়ীভাবে অধিগৃহীত	×	বাজার মূল্য (সমজাতীয় সম্পত্তির ১২ মাস পূর্বের গড় রেজিস্ট্রিকৃত মূল্য)	=	**ক্ষতিপূরণের পরিমাণ**
অধিগ্রহণের ফলে সাধিত ক্ষতিসমূহ		বাজার মূল্যের অতিরিক্ত ৩০০%		

(i), (ii), (iii) এবং (iv) এর জন্য ক্ষতিপূরণের বিষয়সমূহ		মূল্য নির্ণয়ের ধরন		
ভূমি ও সম্পদ স্থায়ীভাবে অধিগৃহীত (বিদ্যমান শস্য, গাছপালা ও ঘরবাড়ির জন্য ক্ষতি, অন্য কোন সম্পত্তি ভাগ করার জন্য ক্ষতি, কোন ক্ষতিকর প্রভাব এর জন্য ক্ষতি এবং স্থানান্তরের জন্য যুক্তিসংগত ব্যয়)	×	বাজার মূল্য (১২ মাস পূর্বের গড় বাজার মূল্য)	=	**ক্ষতিপূরণের পরিমাণ**
(i), (ii), (iii) এবং (iv) এ বর্ণিত বিষয়ে অধিগ্রহণের ফলে সাধিত ক্ষতিসমূহ		বাজার মূল্যের অতিরিক্ত ১০০%		

বাংলাদেশ সরকার ও প্রধান উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে পার্থক্য

প্রত্যাশী সংস্থা যদি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাদের ‘সুরক্ষা নীতি’ অনুসরণ করে তাহলে ডিপিপি’র আইটেম ৩০. (বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে আইটেম ৩১.)-এ তা উল্লেখ করতে হবে। বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাদের ‘সুরক্ষা’ নীতির পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং সহযোগী সংস্থাদের সুরক্ষা নীতি কেন অনুসরণ করা হয়েছে তা ডিপিপি আইটেম ৩০. এ ব্যাখ্যা করতে হবে। বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত প্রকল্পের ক্ষেত্রে সংস্থাকে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার নীতি ডিপিপি’তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সুরক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া যায়। নিচের দলিলসমূহ বরাত হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে:

- যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ১৯৯৫ (স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়াল, ১৯৯৭ এ অন্তর্ভুক্ত);
- পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ২০০৯ (ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল, ভলিউম- ৩ এ অন্তর্ভুক্ত)

পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প সংক্রান্ত আইনটি যমুনা বহুমুখী সেতু সংক্রান্ত আইনের বাস্তব অনুশীলনের আলোকে প্রণীত হয়েছে। উপরোক্ত দুইটি দলিল ছাড়াও ডেস্ক কর্মকর্তা এই দুইটি আইনের পটভূমি জানার জন্য উন্নয়ন সহযোগীদের প্রকল্প প্রাক-মূল্যায়ন দলিল দেখতে পারেন, যেমন: ADB (2010) Involuntary Resettlement Assessment and Measures, Padma Bridge Project[৭].

---

[৭] https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/35049-01-ban-rfab.pdf (As of 18 October 2016)

৩.২ পরিবেশের জন্য সুরক্ষা

ডিপিপি’র প্রাসঙ্গিক আইটেমে পরিবেশের সুরক্ষার জন্য ডেস্ক কর্মকর্তা ডিপিপি’র প্রাসঙ্গিক আইটেমে কি ধরনের তথ্য দিবেন সে সম্মন্ধে এই অধ্যায়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। নীতিগতভাবে ডেস্ক কর্মকর্তা ‘পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০)’ এবং ‘পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩’ অনুসরণ করবেন।

আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের সকল ‘শিল্প’ প্রকল্পের (industrial project) জন্য অবশ্যই পরিবেশগত ছাড়পত্র সনদ (Environmental Clearance Certificate) গ্রহণ করতে হবে। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ১২ নং ধারা অনুযায়ী ‘পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের পরিবেশগত ছাড়পত্র সনদ ছাড়া কোন শিল্প প্রকল্প বা শিল্প ইউনিট স্থাপন করা বা স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া যাবে না’।

তবে, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩ এর এর বিধি ৬ অনুযায়ী "কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের (সবুজ শ্রেণি ব্যতীত) কোনো ধরনের প্রকল্প থেকে সাইট ক্লিয়ারেন্স না নিয়ে কোন ভূমি উন্নয়ন বা অবকাঠামো নির্মাণ নির্মাণ করা যাবে না।"

সুত্র: পরিবেশগত যাচাই এর বিষয়ে ‘GED কর্তৃক প্রণীত ডিপিপি ম্যানুয়ালের’ সংযুক্তি ২৩ (পৃষ্ঠা: ৫৯-৭২ (ভলিউম-২) ও ২০১-২২৯ (ভলিউম-২)) এ বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া আছে।

সরকারি বিনিয়োগ (Public Investment) প্রকল্পের শ্রেণি

পরিবেশের উপর প্রভাবের মাত্রার ভিত্তিতে ২০২৩ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালায় (বিধি নং ৫) শিল্প ইউনিট/প্রকল্পসমূহকে চার শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। বিধিমালার সিডিউল ১ এ পরিবেশের উপর প্রভাব ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবস্থানের ভিত্তিতে এর শ্রেণি বিন্যাস করা হয়েছে।

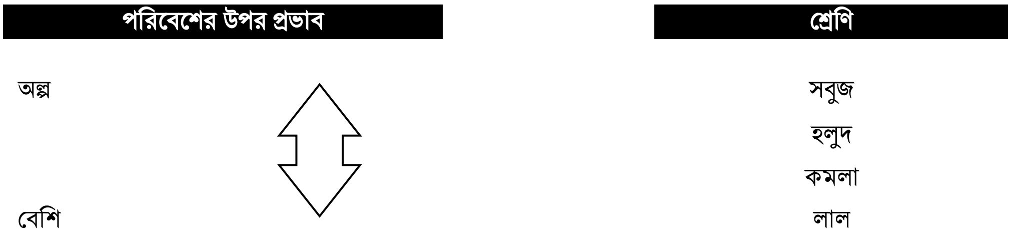

শ্রেণি	বর্ণনা
সবুজ	সবুজ শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প বলিতে এইরূপ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পকে বুঝাইবে যাহার পরিবেশ এবং মানব স্বাস্থ্যের উপর তুলনামুলকভাবে খুব কম প্রভাব রহিয়াছে এবং উক্ত শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পসমূহের পরিবেশ দূষণ প্রশমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ রহিয়াছে।
হলুদ	হলুদ শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প বলিতে এইরূপ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পকে বুঝাইবে যাহার পরিবেশ এবং মানব স্বাস্থ্যের উপর মধ্যম মাত্রায় প্রভাব রহিয়াছে এবং উক্ত প্রভাব পরিহার করিবার জন্য এই শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পসমূহের পরিবেশ দূষণ প্রশমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন।
কমলা	কমলা শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প বলিতে এইরূপ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পকে বুঝাইবে যাহার পরিবেশ এবং মানব স্বাস্থ্যের উপর যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে, যাহা পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে পরিহার করা প্রয়োজন এবং উপযুক্ত পরিবেশ দূষণ প্রশমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এই শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পসমূহের পরিবেশগত প্রভাব হ্রাস করা আবশ্যক।
লাল	লাল শ্রেণিভুক্ত বলিতে যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পসমূহের পরিবেশ এবং মানব স্বাস্থ্যের উপর তীব্র প্রভাব রহিয়াছে যাহা পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত মাত্রায় পরিহার করা প্রয়োজন এবং উক্ত শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পসমূহের পরিবেশগত প্রভাব হ্রাস করিবার জন্য উল্লেখযোগ্য পরিবেশ দূষণ প্রশমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

সুত্র: পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩ এর বিধি নং ৫।

ECC বা SCC/LCC প্রাপ্তির/সংগ্রহের সময় কাঠামোর ও পদ্ধতি

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩-এর বিধি ৬, "অবস্থানগত ছাড়পত্র ও পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের বাধ্যবাধকতা”- এ উল্লেখ আছে “হলুদ, কমলা এবং লাল শ্রেণির নতুন শিল্প স্থাপন এবং প্রকল্প গ্রহণের আগে, প্রথমত, অবস্থানগত ছাড়পত্র এবং পরবর্তীতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। সবুজ শ্রেণির প্রকল্পের ক্ষেত্রে সরাসরি পরিবেশগত ছাড়পত্র নিতে হবে”।

নিম্নে উল্লিখিত পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালার ২০২৩ বিধিসমূহে অবস্থানগত ছাড়পত্র ও পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের পদ্ধতিসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

- বিধি ৫- অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও শিল্প প্রকল্পের শ্রেণিবিন্যাস;
- বিধি ৬- অবস্থানগত ছাড়পত্র ও পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের বাধ্যবাধকতা;
- বিধি ৭- অবস্থানগত ছাড়পত্র ও পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন দাখিলের পদ্ধতি;
- বিধি ৮- অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ;
- বিধি ৯- সবুজ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহকে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি;
- বিধি ১০- হলুদ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহকে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি;
- বিধি ১১- হলুদ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহকে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি;
- বিধি ১২- কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহকে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি;
- বিধি ১৩- কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহকে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি;
- বিধি ১৪- লাল শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহকে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি;
- বিধি ১৫- পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা;
- বিধি ১৬- পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের জন্য জনমত যাচাই;
- বিধি ১৭- পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন মূল্যায়ন;
- বিধি ১৮- পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন অনুমোদন;
- বিধি ১৯- পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালার ২০২৩ এর বিধি মোতাবেক অবস্থান ছাড়পত্র সনদ এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র সনদ এবং প্রাপ্তির/সংগ্রহের জন্য নিম্নোক্ত সময় কাঠামো নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে।

	শ্রেণি		**অবস্থান ছাড়পত্র সনদ (LCC)**		**পরিবেশগত ছাড়পত্র সনদ (ECC)**
১	সবুজ	➔	প্রযোজ্য নয়	➔	৭ কার্যদিবস (বিধি ৯)
২	হলুদ	➔	১৫ কার্যদিবস (বিধি ১০)	➔	৭ কার্যদিবস (বিধি ১১)
৩	কমলা	➔	২১কার্যদিবস (বিধি ১২)	➔	২০ কার্যদিবস (বিধি ১৩)
৪	লাল		৩০ কার্যদিবস (বিধি ১৪)	➔	৩০ কার্যদিবস EIA (বিধি ১৮) পরবর্তীতে, ২০ কার্যদিবস ECC (বিধি ১৯)

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এর ২০ নং বিধি অনুযায়ী অবস্থান ছাড়পত্র সনদ এবং অবস্থান ছাড়পত্র সনদ পর্যায়ক্রমে নবায়ন করতে হবে। নিম্নলিখিত সারণি ২১ এ প্রকল্পের পরিবেশগত শ্রেণি দ্বারা প্রতিটি সনদপত্রের কার্যকর মেয়াদ উল্লেখ করা হল:

প্রতিটি সনদের কার্যকর সময়কাল:

	পরিবেশগত শ্রেণি	**অবস্থান ছাড়পত্র সনদ**	**পরিবেশগত ছাড়পত্র সনদ**
১	সবুজ	প্রযোজ্য নয়	৫ বছর
২	হলুদ	২ বছর	২ বছর
৩	কমলা	১ বছর	১ বছর
৪	লাল	১ বছর	১ বছর

সংযোজনী ৩- এক নজরে ডিপিপি প্রণয়ন

[মেমো] নিচের সারণি অনুযায়ী প্রকল্প প্রণয়নকারী ডিপিপি'র প্রতিটি আইটেমের শূণ্য স্থান নির্দিষ্ট প্রকল্প মূল্যায়ন প্রশ্নের উত্তরে প্রকল্প প্রণয়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি দ্বারা পূরণ করবেন। এ বিষয়ে আরও জানতে চাইলে হ্যান্ড বুকের পরবর্তী সারণির শেষ কলাম দেখুন

অংশ -ক: প্রকল্পের সারাংশ

	ডিপিপি'র আইটেম	**প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য যে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে**	**প্রকল্প প্রণয়নের জন্য যে সমস্ত তথ্য প্রদান করতে হবে**	হ্যান্ডবুকের পৃষ্ঠা
১.	প্রকল্পের শিরোনাম	● প্রকল্পের শিরোনামে প্রকল্পের গুরূত্বপূর্ণ ধারণা সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিনা? ● প্রকল্পের শিরোনামের বাংলা ও ইংরেজি অর্থ একই কিনা? ● প্রকল্পের নাম একই প্রকৃতির অন্য প্রকল্পের নামের সাথে মিলে গেছে কিনা?	● প্রকল্পের নাম ডিপিপি ও তদসংশ্লিষ্ট দলিলে যেভাবে উল্লেখ করা আছে সেভাবে হুবহু একই হতে হবে; ● প্রকল্পের নাম প্রকল্পের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা দেবে যাতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকল্প এলাকার নামসহ সরাসরি ফলাফল উল্লেখ থাকবে।	৫
২.১-২.৩	মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সংস্থা	● প্রকল্পের পরিধি উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের এখতিয়ারের (অ্যালোকেশন অব বিজনেস) আওতায় আছে কিনা? ● প্রকল্পের পরিধি বাস্তবায়নকারী সংস্থার এখতিয়ারের আওতায় আছে কিনা? ● প্রকল্পের পরিধি পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর/ডিভিশনের এখতিয়ারে আছে কিনা?	● উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার সুনির্দিষ্ট নাম উল্লেখ করতে হবে; ● পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরের নাম উল্লেখ করতে হবে।	৭
৩.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা	● প্রকল্পের **'প্রত্যক্ষ'** উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট ও স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিনা? ● প্রকল্পের **'প্রত্যক্ষ'** উদ্দেশ্যের **সংখ্যাসূচক নির্দেশকসমূহ** ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিনা? ● [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে] প্রকল্পের "পরোক্ষ" উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট ও স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিনা?	● প্রকল্প সমাপ্তির সময় প্রত্যাশিত প্রত্যক্ষ/আশু ফলাফল; ● প্রকল্প সুফলভোগীদের বৈশিষ্ট, সংখ্যা, এলাকা এবং চাহিদা (সংক্ষেপে)।	৯
৪.	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	● একই ধরনের অন্যান্য সমাপ্ত/চলমান প্রকল্পের তুলনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল যথাযথ কিনা? ● নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর বিবেচনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল বাস্তবভিত্তিক কিনা? - ক্রয় সিডিউল; - মৌসুমি অস্থিতি/উঠানামা; - মূল্যায়ন প্রক্রিয়া; - অর্থের প্রাপ্যতা; ● প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের প্রত্যাশিত অবস্থার/পর্যায়ের বিবেচনায় সমাপ্তির	● শুরুর মাস, বছর, এবং সমাপ্তির মাস, বছর; এবং ● সর্বমোট মাস।	১১

	ডিপিপি’র আইটেম	প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য যে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে	প্রকল্প প্রণয়নের জন্য যে সমস্ত তথ্য প্রদান করতে হবে	হ্যান্ডবুকের পৃষ্ঠা
		সময়কাল যথার্থ কিনা?		
৫.১-৫.২	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	● প্রকল্পের মোট ব্যয় এবং জিওবি, প্রকল্প সহায়তা, নিজস্ব অর্থ ও অন্যান্য অর্থায়নের বিভাজন যথাযথভাবে শনাক্ত করা হয়েছে কিনা? ● যদি প্রকল্প ঋণ/প্রকল্প অনুদান থাকে, তাহলে তারিখসহ বিনিময় হার যথাযথভাবে শনাক্ত করা হয়েছে কিনা?	● প্রকল্পের মোট ব্যয়; ● অর্থায়নের বিভাজন: জিওবি, প্রকল্প ঋণ/প্রকল্প অনুদান, নিজস্ব অর্থ ও অন্যান্য; ● ডিপিপি উপস্থাপনের তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সংগ্রহকৃত বিনিময় হার উল্লেখ করতে হবে (যা সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ডিপিপি ম্যনুয়াল এর পৃষ্ঠা ১৬ তে সুপারিশকৃত)।	১৩
৬.	প্রকল্পের অর্থায়ন	● অর্থায়নের উৎস কোনগুলো: জিওবি, উন্নয়ন সহযোগী, বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং অন্যান্য? ● অর্থায়নের কোন ধরনসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে? ● প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ সেক্টর কর্মসূচির বাজেট বরাদ্দ, মধ্য মেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF) এবং (MYPIP) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা? এবং ● প্রয়োজনীয় সংযুক্তিসমূহ যা নিচের টেবিলে ব্যাখা করা হয়েছে, তা ডিপিপি’তে সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা?	● উৎসভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ (নিজস্ব তহবিলসহ); ● অর্থায়নের ধরনভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ (বিনিয়োগ, ঋণ ইক্যুইটি, অনুদানসহ); ● বাজেটের ধরণ: জিওবি’র অর্থে বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব (FE) এবং পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প ঋণ/অনুদান (RPl/RPG) এর বাজেট বরাদ্দসহ; ● মন্ত্রণালয়/বিভাগের আর্থিক সংস্থান (আর্থিক সক্ষমতা) (সংযোজনী ৭); ● মন্ত্রণালয়/বিভাগের আর্থিক সংস্থান (আর্থিক সক্ষমতা) নেতিবাচক হলে, প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থায়নের উপায় ব্যাখ্যা করতে হবে; ● কোন প্রকল্পে প্রকল্প ঋণ/অনুদানের সংশ্লেষ থাকলে সংস্থা প্রথমে পিডিপিপি (PDPP) তৈরি করবে। ডিপিপি প্রণয়নের পূর্বে সরকার পিডিপিপি অনুমোদন করবে এবং অনুমোদিত পিডিপিপি প্রস্তাবিত ডিপিপি’র সাথে সংযুক্ত করতে হবে (অনুচ্ছেদ ৭.১, গ্রিনবুক ২০২২); ● রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের আওতায় গৃহীত প্রকল্পে জিওবি তহবিলের প্রয়োজন হলে, অর্থায়নের প্রকৃতি (অনুদান/ঋণ) নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগের “পূর্ব সম্মতি” নিতে হবে (অনুচ্ছেদ ১.৭.১, গ্রিনবুক ২০২২); ● স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশন এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানিগুলো কর্তৃক তাদের উদ্ধৃত্ত তহবিল উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে হলে, অর্থ বিভাগ থেকে “অনাপত্তিপত্র” গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ ১১.১.১, গ্রিনবুক ২০২২)।	১৫
৭.১-৭.২	প্রকল্প এলাকা এবং প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের যৌক্তিকতা	● ডিপিপি’তে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/উপজেলাভিত্তিক তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে কিনা? ● ৭.১ নং আইটেমের তথ্যের সাথে সংযোজনী-১ (এলাকাভিত্তিক ব্যয় বিভাজন) এর সাদৃশ্য আছে কিনা? ● ৭.১ নং আইটেমের তথ্যের সাথে প্রকল্প এলাকার মানচিত্রের সাদৃশ্য আছে	● সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত প্রকল্প এলাকার সুনির্দিষ্ট তথ্য; ● দারিদ্র্য বিমোচন ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং বিদ্যমান, চলমান ও পাইপলাইন প্রকল্প, প্রতিষ্ঠান এবং সুবিধাগুলোসহ সরকারি নীতিসমূহ বিবেচনা করে নির্বাচিত প্রকল্প এলাকাটি কিভাবে ভৌগলিক অঞ্চলকে	১৯

	ডিপিপি'র আইটেম	**প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য যে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে**	**প্রকল্প প্রণয়নের জন্য যে সমস্ত তথ্য প্রদান করতে হবে**	হ্যান্ডবুকের পৃষ্ঠা
		কিনা? (সংযুক্তি- ১, যেখানে প্রযোজ্য)। ● নির্বাচিত প্রকল্প এলাকা দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিসহ কৌশলগতভাবে, প্রযুক্তিগতভাবে ও সামাজিকভাবে পর্যাপ্ত কিনা? ● প্রয়োজনীয় সংযুক্তিসমূহ (যেমন প্রকল্প এলাকার মানচিত্র) ডিপিপি'তে সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা?	অগ্রাধিকার দেয় সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য; ● নির্বাচিত প্রকল্প এলাকা কিভাবে প্রাস্তাবিত প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির জন্য উপযুক্ত সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য; ● প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য বিদ্যমান, চলতি ও অপেক্ষমান প্রকল্প, প্রতিষ্ঠান ও সুবিধাসমূহের সাথে সংযোগ দেখানোর জন্য একটি মানচিত্র ডিপিপি'র সাথে সংযুক্তি হিসেবে দেয়া যেতে পারে; ● কিভাবে প্রকল্পটি পরিবেশগত সুরক্ষিত এলাকার আওতাধীন নয়, সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য; ● জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রদর্শন করে ডিপিপি'তে একটি ঝুঁকি মানচিত্র সংযুক্ত করতে হবে (সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৪- কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও প্রকৌশলগত বিষয়াদি বিশ্লেষণ, (ক) অবস্থান; ● যদি প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উপ-প্রকল্প নির্বাচনের পরিকল্পনা থাকে তাহলে, উপ- প্রকল্প নির্বাচনের স্থান নির্বাচনের মানদণ্ড ব্যাখ্যা করতে হবে;	
৮.	প্রকল্পের এলাকাভিত্তিক ব্যয় বিভাজন: বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন সংযোজনী-১ দ্রষ্টব্য	● এলাকাভিত্তিক ব্যয় এবং আউটপুটসমূহ আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মহাপরিকল্পনার (Master Plan) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা? ● এলাকাভিত্তিক ব্যয় সঠিকভাবে প্রাক্কলন করা হয়েছে কিনা?	● এলাকাভিত্তিক ব্যয়ের সাথে এলাকাভিত্তিক প্রধান অঙ্গসমূহ, আউটপুট সমূহ এবং বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশকসমূহ।	২১
৯.	প্রাক্কলিত ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ	● ব্যয় প্রাক্কলন প্রক্রিয়া যথাযথ কিনা? (উদাহরণ: Estimation of contingency) ● প্রকল্পের ধরন/প্রকৃতির নিরিখে রাজস্ব ও মূলধন অংশের ব্যয়ের অনুপাত যুক্তিযুক্ত কিনা?	● অর্থনৈতিক কোড-ওয়ারী প্রাক্কলিত ব্যয়; ● রাজস্ব অংশ (ক-টাকা): **সেবা** ক্রয়সহ; ● মূলধন অংশ (খ- টাকা): **পণ্য** ও **পূর্তকাজ** ক্রয়সহ; ● Physical contingency (গ- %): বর্তমানে **মোট ভৌত কাজের ২%** পর্যন্ত নির্ধারিত; এবং ● Price Contingency (ঘ-%): বর্তমানে **মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের (ক+খ) ৮%** পর্যন্ত নির্ধারিত; ● ব্যয় প্রাক্কলনের সূত্র (Formula)।	২৩

	ডিপিপি’র আইটেম	**প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য যে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে**	**প্রকল্প প্রণয়নের জন্য যে সমস্ত তথ্য প্রদান করতে হবে**	হ্যান্ডবুকের পৃষ্ঠা
১০.	লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক	● সংক্ষিপ্ত বর্ণনার প্রতি স্তর (প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আউটপুট ও ইনপুট) এবং গুরুত্বপূর্ণ অনুমানগুলোসহ যৌক্তিকভাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে কিনা? ● বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশকসমূহ সংক্ষিপ্ত বর্ণনার অর্জনগুলো যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করেছে কিনা? ● যাচাই এর মাধ্যমসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা এবং এগুলো বাস্তবসম্মত কিনা? ● গুরুত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা এবং এগুলো বাস্তবসম্মত কিনা?	● সংক্ষিপ্ত বর্ণনা; ● প্রকল্পের লক্ষ্য: প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট প্রভাব এবং মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি অর্জন যা প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের ২-৩ বছর পর অর্জিত হবে বলে আশা করা যায়; ● প্রকল্পের উদ্দেশ্য: প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট প্রত্যক্ষ অর্জন যা প্রকল্পের সমাপ্তির সময় (সাথে সাথে) বা সমাপ্তির অব্যবহিত পর অর্জিত হবে বলে আশা করা যায়; ● আউটপুট: প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভাজিত অর্জনসমূহ; ● ইনপুট: প্রকল্পের আউটপুট অর্জন/বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ; ● বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক এবং যাচাই এর মাধ্যমসমূহ প্রতি স্তরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করবে: ● বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশকসমূহ SMART হতে হবে; যেমন, সুনির্দিষ্ট (Specific), পরিমাপযোগ্য (Measurable), অর্জনযোগ্য (Achievable), প্রাসঙ্গিক (Relevant) এবং সময়াবদ্ধ (Time-bound); ● গুরুত্বপূর্ণ অনুমান ও পূর্বশর্তসমূহ: ● প্রকল্প কর্তৃপক্ষের অনিয়ন্ত্রণযোগ্য সংকটপূর্ণ বিষয়, যা প্রকল্পের ঈপ্সিত ফলাফল অর্জনে প্রভাব ফেলতে পারে।	২৭
১১. ১১.১	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা প্রস্তাবিত প্রকল্পের জনবল ব্যবস্থাপনা কাঠামো: বিস্তারিত কাঠামো সংযোজনী-২ দ্রষ্টব্য	● অন্যান্য সমজাতীয় সমাপ্ত/চলতি প্রকল্পের তুলনায় এই প্রকল্পের জনবল প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও আউটপুট অর্জনের জন্য যথেষ্ট কিনা? ● প্রকল্পের অর্গানোগ্রাম প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি’র সাথে সংযুক্ত আছে কিনা? ● অর্থ বিভাগের “জনবল নির্ধারণ কমিটি সভার” সুপারিশ অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রকল্পের জনবল কাঠামোর নিরূপণ করা হয়েছে কিনা? ● ‘খ’-এ উল্লিখিত দলিলাদি ডিপিপি’র সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা? * প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে সরাসরি/আউটসোর্সিং/প্রেষণে জনবল নিয়োগের সংশ্লেষ থাকলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত জনবল নির্ধারণ কমিটির (অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিবের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে) গ্রিন বুক ২০২২ এর অনুচ্ছেদ ১.১.১৪।	● প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা নিচের ক্যাটাগরিভিত্তিক (১) প্রেষণ, (২) সরাসরি নিয়োগ, এবং (৩) আউটসোর্সিং এর সারণি প্রস্তুত করবেন; ● প্রকল্প প্রণয়নকারী প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্গানোগ্রামও প্রদান করবেন; ● জনবল নির্ধারণ কমিটি সভা হয়ে থাকলে নিম্নে উল্লিখিত পত্রসমূহ ডিপিপি’র সাথে সংযুক্ত করতে হবে; - জনবল নির্ধারণ কমিটি সভার কার্যবিবরণী এবং জনবল নির্ধারণ কমিটি সভার সুপারিশসমূহ প্রতিপালনের চেকলিস্ট; - কার্যপত্র/অবস্থানগত বিশ্লেষণ দলিল/সমজাতীয় প্রকল্পের জনবল কাঠামোর তুলনামূলক সারণি।	২৯
১১.২	প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যবস্থা	● প্রকল্পের বাস্তবায়নকালে এর আকার, এলাকা, ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি চাহিদার সাথে প্রকল্পের সাংগঠনিক দায়িত্ব সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা? ● ১. প্রেষণ, ২. সরাসরি ও ৩. আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে প্রকল্পের জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে জনবলের পদমর্যাদা ও ভারসাম্য যথাযথভাবে বজায়	● প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা অন্যান্য প্রকল্পের তুলনায় এই প্রকল্পের আকার, ইত্যাদি বিষয়ে প্রকল্পের সাংগঠনিক দায়িত্ব বাস্তবসম্মত কিনা তা ব্যাখ্যা করবেন; ● প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা অন্যান্য সমজাতীয় প্রকল্পের তুলনায় এই	৩০

ডিপিপি’র আইটেম		**প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য যে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে**	**প্রকল্প প্রণয়নের জন্য যে সমস্ত তথ্য প্রদান করতে হবে**	হ্যান্ডবুকের পৃষ্ঠা
		আছে কিনা? • প্রকল্পের জনবল এর জন্য প্রস্তাবিত মোট ব্যয় যৌক্তিক কিনা? • প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী জনবল নিয়োগের সময়সীমা স্পষ্ট/যথাযথ কিনা? • প্রকল্পের কেন্দ্র পর্যায়ে (মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থায়) এবং মাঠ পর্যায়ে (প্রকল্প এলাকায়) জনবল পদায়নে বাস্তবসম্মত ভারসাম্য আছে কিনা? • প্রকল্প বাস্তবায়নের দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য জনবলের দায়িত্ব/কার্যাবলী এর মধ্যে ভারসাম্য আছে কিনা? • প্রকল্পের মানসম্পন্ন বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য জনবলের মধ্যে কারিগরি জনবলের প্রয়োজনীয়তা বাস্তবসম্মত কিনা?	প্রকল্পের পদের ভারসাম্য ব্যাখ্যা করবেন; • প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা অন্যান্য সমজাতীয় প্রকল্পের তুলনায় এই প্রকল্পের জনবল সংক্রান্ত ব্যয়ের ব্যাখ্যা করবেন; • প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত পরিকল্পনা ব্যাখ্যা প্রদান করবেন; • প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা এলাকাভিত্তিক জনবল বিন্যাসের তথ্য দিবেন এবং এই জনবল বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করবেন; • প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা প্রত্যেক অফিসার/স্টাফদের মধ্যে দায়িত্ব/কার্যাবলী বন্টন ব্যাখ্যা করবেন; • প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা কারিগরি জনবলের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করবেন এবং কারিগরি জনবল চিহ্নিত/প্রস্তাব করবেন।	
১২. **১২.১**	প্রকল্পের আর্থিক ও ক্রয় পরিকল্পনা ক্রয় পরিকল্পনা: বিস্তারিত ক্রয় পরিকল্পনা সংযোজনী-৩(ক), ৩(খ) ও ৩(গ) দ্রষ্টব্য	• ক্রয় পরিকল্পনা দক্ষতার সাথে নির্বাহ করার জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা যথার্থ কিনা? মৌসুম পরিবর্তনজনিত কার্যসম্পাদন অস্থিরতার বিবেচনায় ক্রয় পরিকল্পনায় প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়ন কাল এবং আউটপুট ওয়ারী সময়সীমা সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা? • ক্রয় পরিকল্পনায় পণ্য, পূর্তকাজ ও সেবা সংক্রান্ত প্রকল্পের সকল চাহিদা পর্যাপ্ত ও যথার্থভাবে বিবেচনা করা হয়েছে কিনা? (ক্রয়ের ধরন, ক্রয়ের পদ্ধতি, দরপত্র অনুমোদন কর্তৃপক্ষ, ইত্যাদি) এবং • ক্রয় পরিকল্পনা দক্ষতার সাথে নির্বাহ করার জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা যথার্থ কিনা?	• ধাপ ১: প্রকল্পের পূর্ণ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ক্রয় চাহিদাসমূহ চিহ্নিত করা এবং ১) পণ্য, ২) পূর্ত কাজ এবং ৩) সেবা এই তিন ক্যাটাগরিতে ভাগ করা; • ধাপ ২: প্রত্যেক প্যাকেজ/লট এর আকার ও সংখ্যা নির্ধারণ করা; • ধাপ ৩: প্রত্যেক প্যাকেজ/লট এর সম্ভাব্য সাধারণ স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত করা; • ধাপ ৪: প্রত্যেক প্যাকেজ/লট এর ব্যয় প্রাক্কলন করা; • ধাপ ৫: প্রত্যেক প্যাকেজ/লট এর জন্য ক্রয় পদ্ধতি নির্বাচন করা; • ধাপ ৬: প্রকল্পের কার্য সিডিউল বিবেচনা করে ১) পণ্য, ২) পূর্ত কাজ ৩) সেবার জন্য পৃথক ভাবে মোট ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা। * আইটেম ২০. (আইটেমভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও তারিখ) ও আইটেম ২৩. (প্রধান প্রধান অঙ্গের স্পেসিফিকেশন) এর জন্য ধাপ-২ এর তথ্য ব্যবহার করা যেতে পারে।	৩৩
১২.২	প্রকল্পের বছরভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা: সংযোজনী ৪ দ্রষ্টব্য	• প্রকল্পের কর্মকান্ড ও সময়কাল মৌসুমি ও কার্যসম্পাদন অস্থিতি বিবেচনায় যৌক্তিক কিনা? • প্রকল্পের কর্মকান্ডের ও ইনপুট (ব্যয়) এর ক্রম ক্রয় পরিকল্পনার (আইটেম ১২.১/সংযোজনী ৩ (ক), ((খ), ও (গ)) সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা? • প্রাক্কলিত ব্যয়ের বছরভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণী MYPIP এর সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা?	• আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা: এখানে প্রদেয় অংক আইটেম ২২. বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ এবং সংযোজনী ৫(খ), এর মত হুবহু একই হবে; • ভৌত লক্ষ্যমাত্রা দুইভাবে দেখাতে হবে: ১) প্রত্যেক আইটেমের বাস্তব শতকরা (%) হার, এবং ২) মোট প্রকল্প ব্যয়ের মধ্যে প্রত্যেক আইটেমের ভৌত শতকরা (%) হার; • গ্রিনবুক, ২০১৬* তে ব্যবহৃত সূত্র;	৩৭

ডিপিপি'র আইটেম		**প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য যে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে**	**প্রকল্প প্রণয়নের জন্য যে সমস্ত তথ্য প্রদান করতে হবে**	হ্যান্ডবুকের পৃষ্ঠা
১৩.০	প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের আউটপুট রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজন আছে কিনা	● পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা? ● পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য কোন প্রতিষ্ঠান/গ্রুপ চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা? ● পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো চিহ্নিত/স্পষ্ট হয়েছে কিনা? ● পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের কারিগরি চাহিদাসমূহ (দিকসমূহ) চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা? ● পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আবর্তক বাজেটের প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত/নির্দিষ্ট হয়েছে কিনা? ● পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের সক্ষমতা উন্নয়ন করা হয়েছে কিনা এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় বাজেটের প্রস্তাব ডিপিপি'তে সন্নিবেশিত করা হয়েছে কিনা?	● পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা যার মধ্যে থাকবে - সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার কাঠামো; - পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাজেট; - পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে সরকারের সংশ্লেষ; - পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব; এবং - প্রয়োজনীয় কারিগরি বিষয়াদি।	৩৯

অংশ-খঃ প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা

	ডিপিপি'র আইটেম	প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য যে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে	প্রকল্প প্রণয়নের জন্য যে সমস্ত তথ্য প্রদান করতে হবে	হ্যান্ডবুকের পৃষ্ঠা
১৪.	প্রকল্পের পটভূমি সংক্রান্ত তথ্য	• সমস্যা, সমস্যার কারণ, সমস্যার সম্ভাব্য ক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা? • এই প্রকল্পের সুফলভোগীদের যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা? • সুফলভোগীদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়েছে কিনা? • যে এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে তার বিবেচনায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন করা যাবে কিনা? • যে সমস্ত উন্নয়ন সমস্যা প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে সেগুলো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা/প্রেক্ষিত পরিকল্পনা/কর্মসূচি ও সেক্টর কৌশলপত্রের (SSP) সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা? • অন্যান্য প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রদর্শিত সংযোগসমূহ যথার্থ ও প্রাসঙ্গিক কিনা? • প্রকল্পের সুফলভোগীগণকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা? • প্রস্তাবিত প্রকল্পের সাথে কি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাইরে অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প/প্রোগ্রাম, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (CCTF) বা অন্যান্য তহবিলের অধীনে চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি এবং রাজস্ব বাজেটের অধীনে চলমান কার্যক্রমের মধ্যে কোনো ওভারল্যাপ নেই কিনা?	• সুফলভোগী/জনসংখ্যার তথ্যাদি ডিপিপি আইটেম ১৬. এর সাথে প্রাসঙ্গিক হওয়া বাঞ্ছনীয়; • চাহিদা সংক্রান্ত তথ্যাদি ডিপিপি আইটেম ১৮. এ প্রদত্ত আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের সাথে প্রাসঙ্গিক হওয়া বাঞ্ছনীয়; • প্রকল্পের এলাকা নির্বাচনের যৌক্তকতা ডিপিপি আইটেম ৭.২ এ বিস্তারিত ব্যাখ্যা থাকা বাঞ্ছনীয়; • এই সম্পৃক্ততার প্রভাব ডিপিপি আইটেম ২৫.১ এ ব্যাখ্যা করা উচিত; • সম্পৃক্ততা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ডিপিপি আইটেম ২৭. এ উল্লেখ থাকা উচিত; • সুফলভোগী/জনসংখ্যার তথ্যাদি ডিপিপি আইটেম ১৬. এর সাথে প্রাসঙ্গিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।	৪১
১৫. **১৫.১**	প্রকল্পের বিবরণ উদ্দেশ্য	• প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্প উদ্দেশ্যের প্রকৃত ফলাফল পর্যাপ্তভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিনা? এটি কেবল প্রকল্পের আউটপুট এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা বোঝায় না।	• প্রকল্প সমাপ্তির সময় বা সমাপ্তির সাথে সাথে প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত প্রত্যক্ষ ফলাফল অর্জন করা।	৪৫
১৫.২	আউটকাম/ফলাফল	• প্রকল্পের স্বল্পমেয়াদি এবং মধ্যমেয়াদি প্রভাব (স্বল্পমেয়াদি এবং মধ্যমেয়াদি প্রভাব ফলাফল), এবং দীর্ঘতর উন্নয়ন ফলাফল (দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল) ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিনা?	• স্বল্পমেয়াদি এবং মধ্যমেয়াদি প্রভাব যা সুফলভোগীগণ আউটপুট ব্যবহারকরে অর্জন করবে, এবং দীর্ঘতর উন্নয়ন ফলাফল যা স্বল্পমেয়াদি এবং মধ্যমেয়াদি প্রভাব এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।	
১৫.৩	আউটপুট	• আউটপুটগুলো স্পষ্টভাবে বিভাজন করা হয়েছে কিনা? যাতে প্রতিটি আউটপুট স্ব-নিষ্পত্তি হতে পারে (কার্যাবলীগুলো ও ইনপুটগুলো স্ব-নিষ্পত্তি হয়েছে মর্মে ধারণা করা যাবে না)।	• প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে বিভাজিত অঙ্গাগুলির ভূমিকা প্রতিফলিত করা • কার্যাবলী পরিচালনার মাধ্যমে ইনপুট ব্যবহার করে উৎপাদিত পণ্য বা পরিষেবা সুফলভোগীগণের নিকট পৌছে দেওয়া।	
১৫.৪	কার্যাবলী	• প্রতিটি আউটপুট অর্জনের জন্য কার্যাবলীগুলো একই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পর্যাপ্ত কিনা? • প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি'র সাথে কার্যাবলীগুলো উল্লেখপূর্বক গ্যান্ট চার্ট সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা? • কাজের ব্রেকডাউন এবং Critical Path বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্পের কার্যক্রম	• আউটপুট অর্জন করতে ইনপুটসমূহ ব্যবহার করে কার্যাবলীগুলো সমষ্টিগত আকারে সম্পাদন করতে হবে।	

	ডিপিপি'র আইটেম	প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য যে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে	প্রকল্প প্রণয়নের জন্য যে সমস্ত তথ্য প্রদান করতে হবে	হ্যান্ডবুকের পৃষ্ঠা
		নির্ধারিত হয়েছে কিনা?		
১৬. ১৬.১	জনসংখ্যা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রকল্পের সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী	• প্রস্তাবিত প্রকল্পের সামগ্রিক এবং অবস্থানভিত্তিক সুফলভোগীদের চিহ্নিত করা এবং সঠিকভাবে অনুমান করা হয়েছে কিনা?	• প্রকল্পের সুফলভোগীদের সামগ্রিক এবং অবস্থান অনুযায়ী সংখ্যা।	৪৭
১৬.২	জনসংখ্যাভিত্তিক উপাত্ত	• প্রকল্পটি নারী, প্রবীণ নাগরিক, শিশু, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ইত্যাদির জন্য সম্ভাব্য সুযোগ এবং তৈরি করে কিনা? যদি হ্যাঁ হয়, সেগুলো কি?	• বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর তথ্য: তারা কারা, কতজন, তারা কোথায় থাকে, তাদের কর্মসংস্থান, আয় ইত্যাদি।	
১৭.	প্রি-এপ্রেইজাল/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা/প্রাক-বিনিয়োগ সমীক্ষা হয়েছে কিনা? (হয়ে থাকলে পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ সংযুক্ত করতে হবে, না হয়ে থাকলে তার কারণ উল্লেখ করতে হবে।)	• প্রস্তাবিত প্রকল্পটি প্রণয়নের পূর্বে কোন প্রাক-সম্ভাব্যতা/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে কিনা? • যদি হয়ে থাকে, তাহলে তার ফলাফল ও সুপারিশসমূহ ডিপিপি'র সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা? • যদি না হয়ে থাকে, তাহলে প্রাক-সম্ভাব্যতা/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন না করার কারণসমূহ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কিনা? • সম্ভাব্যতা সমীক্ষার সুপারিশসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা? • যদি না হয়ে থাকে, তাহলে তার কারণসমূহ সঠিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কিনা?	• যদি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়ে থাকে, তাহলে এর ফলাফল ও সুপারিশসমূহ ডিপিপি'র সাথে সংযুক্ত করুন; • যদি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করা না হয়ে থাকে, তাহলে তা না করার কারণসমূহ উল্লেখ করুন; • সম্ভাব্যতা সমীক্ষার ফলাফল ও সুপারিশসমূহ প্রতিপালনে গৃহীত কার্যাবলী ব্যাখ্যা করুন।	৪৯
১৮.	আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ	• প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি আয় উৎপাদনকারী নাকি অ-আয় উৎপাদনকারী? (বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিচের বক্স ৬- এ প্রদান করা হয়েছে) • Incremental Analysis সঠিকভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা? • তথ্যের উৎস ও ব্যয় প্রাক্কলন কি নির্ভরযোগ্য কিনা? • ইনপুট/ব্যয় এবং সুফল/ফলাফল/প্রভাব কি যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা? • BCR/IRR/NPV গণনার জন্য স্থিরমূল্য (constant price) ব্যবহার করা হয়েছে কিনা? • প্রকল্প পরিষেবাগুলোর চাহিদা সম্পর্কে অনুমানগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিনা? • অন্যান্য প্রধান অনুমানসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে কিনা? • ডিস্কাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো (DCF) গণনা সঠিকভাবে গণনা করা হয়েছে কিনা? • অর্থনৈতিক মূল্য এবং রূপান্তর ফ্যাক্টর (Conversion Factor) অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে কিনা?	• যখন প্রস্তাবিত প্রকল্পে আর্থিক এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয়, তখন প্রকল্প প্রণয়নকারী শুধু আর্থিক এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এবং গণনা সিটের ফলাফলই নয় বরং নিচের সারণিতে তালিকাভুক্ত তথ্যসমূহও প্রদান করবেন।	৫৫

	ডিপিপি'র আইটেম	প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য যে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে	প্রকল্প প্রণয়নের জন্য যে সমস্ত তথ্য প্রদান করতে হবে	হ্যান্ডবুকের পৃষ্ঠা
		• অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে সব উল্লেখযোগ্য প্রভাব (ভূমি, পুনর্বাসন, পরিবেশ এবং বিশ্বব্যাপী গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন) অন্তর্ভুক্ত আছে কিনা? • অর্থায়নের উৎসের মিশ্রণের জন্য অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা এবং যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিনা? • সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে কি? সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণের ফলাফল পর্যাপ্ত কিনা?		
১৯.	সমজাতীয় প্রকল্প থেকে অর্জিত জ্ঞান/অভিজ্ঞতা	• সমজাতীয় প্রকল্প থেকে অর্জিত জ্ঞান/অভিজ্ঞতা ও উত্তম রীতি ও পদ্ধতিসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা? - যদি হয়ে থাকে, তাহলে কোন কোন জ্ঞান/অভিজ্ঞতা ও উত্তম রীতি/পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে এবং এগুলো প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য কতটুকু প্রাসঙ্গিক? - যদি না হয়ে থাকে, তাহলে অর্জিত জ্ঞান/অভিজ্ঞতা, ও রীতি/পদ্ধতিসমূহ প্রস্তাবিত প্রকল্পে কেন গ্রহণ করা হলো না?	• যদি অর্জিত জ্ঞান/অভিজ্ঞতা ও রীতি/পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তাহলে প্রধান প্রধান গুলোর বর্ণনা দিন; • যদি গ্রহণ করা না হয়ে থাকে, তাহলে তার কারণ বর্ণনা করুন।	৬১
২০.	আইটেমভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও তারিখ	• ব্যয় প্রাক্কলন প্রমিত মান/সর্বশেষ রেট/সাম্প্রতিক সিডিউল/বেতন স্কেল এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা? • নন-সিডিউল আইটেমগুলোর (যেমন- মেডিকেল, আইসিটি এবং অন্যান্য বিশেষায়িত যন্ত্রপাতি/উপকরণ/পণ্য) ডিজাইনের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বাজারমূল্য বিবেচনা অরে আইটেমভিত্তিক ইউনিট মূল্যের তালিকা অনুসরণ করা হয়েছে কিনা? • প্রকল্পের আইটেম ওয়ারী ব্যয় প্রাক্কলন প্রমিত মান ও প্রচলিত বাজারদর অনুযায়ী যর্থাথ ও বিশ্বাসযোগ্য কিনা?	• ব্যয় প্রাক্কলনের প্রমাণস্বরূপ প্রধান আইটেম ওয়ারী একক দর ও তার উৎস (ভিত্তি*) সংক্রান্ত তথ্য; • *ভিত্তি হলো সর্বশেষ প্রমিত মান/রেট সিডিউল/বেতন স্কেল, বা নন-সিডিউল আইটেম এর ক্ষেত্রে বাজারমূল্য।	৬৩
২১.	সমজাতীয় অন্যান্য চলমান প্রকল্পের প্রধান প্রধান আইটেমের সাথে তুলনামূলক বিবরণ	• প্রধান আইটেমসমূহ ও এককসমূহ তুলনাযোগ্য কিনা? • সমজাতীয় প্রধান অঙ্গসমূহের একক দরের প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত প্রকল্পের ব্যয় যৌক্তিক কিনা? • দরের পার্থক্যের/ভিন্নতার কারণসমূহ যৌক্তিক কিনা? • একক দর প্রচলিত বাজারদর প্রতিফলিত করে কিনা?	• দুই বা তার অধিক সমজাতীয় চলমান বা সমাপ্ত প্রকল্পের এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পের মধ্যস্থিত আইটেম ওয়ারী একক দরের তুলনা; • তুলনার জন্য ব্যবহৃত প্রকল্পসমূহ চিহ্নিত করে নামসহ সারণিতে সূত্র হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।	৬৫
২২.	প্রকল্পের বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ: সংযোজনী ৫ (ক) ও (খ) দ্রষ্টব্য	• ব্যয় প্রাক্কলন অনুমোদিত স্থাপত্য নকশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা? • প্রকল্পের কার্যাবলী এবং প্রকল্পের বাস্তবায়নকালের বিবেচনায় বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় যুক্তিসঙ্গত কিনা?	• বিস্তারিত প্রাক্কলিত ব্যয় সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করে; • বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় প্রকল্পের কার্যাবলী/গ্যান্ট চার্ট এবং ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।	৬৭
২৩.	প্রকল্পের প্রধান প্রধান আইটেমের	• স্পেসিফিকেশন/ডিজাইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি/নীতি, কারিগরি মান প্রয়োগ করা হয়েছে কিনা?	• প্রচলিত রীতি-নীতি ও কারিগরি মান অনুসরণ করে প্রধান অঙ্গ/আইটেম এর স্পেসিফিকেশন/ডিজাইন প্রস্তুত করবেন;	৬৯

	ডিপিপি'র আইটেম	প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য যে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে	প্রকল্প প্রণয়নের জন্য যে সমস্ত তথ্য প্রদান করতে হবে	হ্যান্ডবুকের পৃষ্ঠা
	কারিগরি স্পেসিফিকেশন/ডিজাইন- এর বর্ণনা (পরিশিষ্ট আকারে প্রদান করা যেতে পারে)	• প্রতিটি আইটেম/উপাদানের চাহিদা অনুযায়ী কারিগরি স্পেসিফিকেশন/ডিজাইন পর্যাপ্ত কিনা? • প্রস্তাবিত সুফলসমূহ নেতিবাচক সামাজিক এবং পরিবেশগত প্রভাব এবং প্রশমন ব্যবস্থা বিবেচনা করে ডিজাইন করা হয়েছে কিনা? • প্রস্তাবিত সুফলসমূহ প্রতিষ্ঠানিক, কারিগরি, ও আর্থিকভাবে স্থায়িত্বশীল কিনা? • প্রস্তাবিত সুফলসমূহ জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীল কিনা?	• সামাজিক এবং পরিবেশগত প্রভাব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন, এবং স্থায়িত্বশীলতা বিবেচনা করে প্রধান আইটেমের স্পেসিফিকেশন/ডিজাইন প্রস্তুত করবেন; • প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিকল্প নকশার সুবিধা ও অসুবিধার দিকগুলো ব্যাখ্যা করবেন; • এমন সব তথ্যাদি প্রদান করবেন যা দ্বারা প্রকল্প যাচাইকারী কর্মকর্তা/মূল্যায়নকারী কর্মকর্তা প্রস্তাবিত প্রকল্পের উদ্দেশ্যের নিরিখে প্রধান অঙ্গ সমূহের কার্যকারিতা বুঝতে পারেন।	
২৪.	বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে গৃহীত ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত সিডিউল (Amortization Schedule): সংযোজনী- ৬ দ্রষ্টব্য	• ঋণ চুক্তি (সরকারের কাছ থেকে গৃহীত ঋণ) হয়ে থাকলে তা DPP এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা? • ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত সিডিউল যৌক্তিক কিনা? • ঋণ পরিশোধ করার সময়সূচি প্রস্তাবিত সিডিউল অনুযায়ী যৌক্তিক কিনা? • বাস্তবায়নকারী সংস্থার ঋণ পরিশোধ করার সিডিউল অনুযায়ী ঋণ পরিশোধ করার সামর্থ্য আছে কিনা?	• মোট বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়); • ঋণের শর্ত, পরিশোধের সময় ও সুদের হারসহ; • প্রস্তাবিত বাস্তবায়নকারী সংস্থার আর্থিক অবস্থা ও সামর্থ্য; • ডিপিপি'র সাথে সংযুক্তি আকারে ঋণ চুক্তির কপি।	৭৩
২৫. **২৫.১**	প্রকল্পের উপর কোন বিষয়ের প্রভাব, এবং কোন বিষয়ের উপর প্রকল্পের প্রভাব/ফলাফল অন্য প্রকল্প/বিদ্যমান স্থাপনা	• এই প্রকল্প ও তার কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে কোন ইতিবাচক এবং নেতিবাচক সামাজিক প্রভাব সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কিনা? • প্রশমন ব্যবস্থা বিবেচনা পূর্বক তা প্রকল্পের নকশায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা?	• প্রস্তাবিত প্রকল্প এবং অন্যান্য প্রকল্পের পাশাপাশি বিদ্যমান স্থাপনাসমুহের মধ্যে ওভারল্যাপ এবং পরিপূরকতা; • নেতিবাচক প্রভাবের জন্য প্রশমন ব্যবস্থা।	৭৫
২৫.২	টেকসই পরিবেশ	• এই প্রকল্প ও তার কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে কোন ইতিবাচক এবং নেতিবাচক সামাজিক প্রভাব সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কিনা? • প্রশমন ব্যবস্থা বিবেচনা পূর্বক তা প্রকল্পের নকশায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা?	• ভূমি, পানি, বায়ু, জীব-বৈচিত্র্য এবং বাস্তুতন্ত্রের উপর প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব; • যদি প্রকল্পটি পরিবেশগতভাবে "লাল শ্রেণির" হয়, তবে পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন (EIA); • নেতিবাচক প্রভাবের জন্য প্রশমন ব্যবস্থা।	
২৫.৩	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন	• এই প্রকল্প ও তার কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে কোন ইতিবাচক এবং নেতিবাচক সামাজিক প্রভাব সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কিনা? • প্রশমন ব্যবস্থা বিবেচনা পূর্বক তা প্রকল্পের নকশায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা?	• প্রস্তাবিত প্রকল্পে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব; • জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণুতা এবং প্রশমনের উপর প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব; • সবুজ ও জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নয়ন (GCRD) ধারণার সাথে প্রাসঙ্গিকতা; • নেতিবাচক প্রভাবের জন্য প্রশমন ব্যবস্থা।	

	ডিপিপি’র আইটেম	প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য যে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে	প্রকল্প প্রণয়নের জন্য যে সমস্ত তথ্য প্রদান করতে হবে	হ্যান্ডবুকের পৃষ্ঠা
২৫.৪	জেন্ডার, মহিলা, শিশু ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি, বঞ্চিত জনগোষ্ঠী	● এই প্রকল্প ও তার কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে কোন ইতিবাচক এবং নেতিবাচক সামাজিক প্রভাব সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কিনা? ● প্রশমন ব্যবস্থা বিবেচনা পূর্বক তা প্রকল্পের নকশায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা?	● জেন্ডার, নারী, শিশু, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি, প্রকল্পের অধীনে বঞ্চিত গোষ্ঠীর দুর্বলতার উপর প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব; ● নেতিবাচক প্রভাবের জন্য প্রশমন ব্যবস্থা।	৭৬
২৫.৫	কর্মসংস্থান	● এই প্রকল্প ও তার কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে কোন ইতিবাচক এবং নেতিবাচক সামাজিক প্রভাব সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কিনা? ● প্রশমন ব্যবস্থা বিবেচনা পূর্বক তা প্রকল্পের নকশায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা?	● বিদ্যমান ও নতুন কর্মসংস্থান এর উপর প্রাস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব এবং প্রকল্প কর্মীদের অরক্ষিত অবস্থা (যেমন, প্রস্তাবিত প্রকল্পের ফলে বিদ্যমান চাকরি হারাবে, কিন্তু নতুন সুযোগ তৈরি করবে); ● প্রকল্পে কর্মরত জনবলের দুর্বলতা; ● নেতিবাচক প্রভাবের জন্য প্রশমন ব্যবস্থা।	
২৫.৬	দারিদ্র্য পরিস্থিতি	● এই প্রকল্প ও তার কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে কোন ইতিবাচক এবং নেতিবাচক সামাজিক প্রভাব সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কিনা? ● প্রশমন ব্যবস্থা বিবেচনা পূর্বক তা প্রকল্পের নকশায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা?	● প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকাসমূহে দারিদ্র পরিস্থিতির উপর প্রভাব; ● নেতিবাচক প্রভাবের জন্য প্রশমন ব্যবস্থা।	
২৫.৭	সাংগঠনিক অবস্থা/কাঠামো	● এই প্রকল্প ও তার কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে কোন ইতিবাচক এবং নেতিবাচক সামাজিক প্রভাব সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কিনা? ● প্রশমন ব্যবস্থা বিবেচনা পূর্বক তা প্রকল্পের নকশায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা?	● সাংগঠনিক অবস্থা/কাঠামোর উপর প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব (যেমন, প্রকল্পের সুফল স্থায়িত্বকরণে, বিদ্যমান সংস্থার বিন্যাস সংশোধন করা); ● নেতিবাচক প্রভাবের জন্য প্রশমন ব্যবস্থা।	
২৫.৮	প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদনশীলতা	● এই প্রকল্প ও তার কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে কোন ইতিবাচক এবং নেতিবাচক সামাজিক প্রভাব সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কিনা? ● প্রশমন ব্যবস্থা বিবেচনা পূর্বক তা প্রকল্পের নকশায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা?	● প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদনশীলতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদনশীলতার বিষয়ে প্রকল্পের প্রভাব; ● নেতিবাচক প্রভাবের জন্য প্রশমন ব্যবস্থা।	
২৫.৯	আঞ্চলিক বৈষম্য	● এই প্রকল্প ও তার কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে কোন ইতিবাচক এবং নেতিবাচক সামাজিক প্রভাব সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কিনা? ● প্রশমন ব্যবস্থা বিবেচনা পূর্বক তা প্রকল্পের নকশায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা?	● আঞ্চলিক বৈষম্যের উপর প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব; ● সংশ্লিষ্ট সেক্টরে বিনিয়োগের স্থানিক বন্টন (Spatial Distribution); ● নেতিবাচক প্রভাবের জন্য প্রশমন ব্যবস্থা।	
২৫.১০	জনসংখ্যা	● এই প্রকল্প ও তার কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে কোন ইতিবাচক এবং নেতিবাচক সামাজিক প্রভাব সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কিনা? ● প্রশমন ব্যবস্থা বিবেচনা পূর্বক তা প্রকল্পের নকশায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা?	● প্রকল্প এলাকার জনগোষ্ঠির সংখ্যা ও তাদের সচলতা (গতিময়তা) এর উপর প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব। (যেমন, প্রস্তাবিত প্রকল্পটি ভবিষ্যতে প্রকল্প এলাকার জনসংখ্যা বাড়াবে); ● নেতিবাচক প্রভাবের জন্য প্রশমন ব্যবস্থা।	

	ডিপিপি’র আইটেম	প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য যে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে	প্রকল্প প্রণয়নের জন্য যে সমস্ত তথ্য প্রদান করতে হবে	হ্যান্ডবুকের পৃষ্ঠা
২৬.	পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র	● এই প্রকল্পটির পরিবেশগত শ্রেণি। ● প্রকল্পের জন্য পরিবেশ ছাড়পত্র সনদ (ECC) নেওয়া হয়েছে কিনা?	● পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭* এর তালিকা পরীক্ষা করে প্রকল্পটির পরিবেশগত শ্রেণি সম্পর্কে অবগত হওয়া; ● পরিবেশ ছাড়পত্র সনদ (ECC) গ্রহণ করা হয়েছে কিনা এবং হয়ে থাকলে তা ডিপিপি’র সংযুক্তি হিসাবে সংযুক্ত করা; ● যদি (ECC) গ্রহণ করা না হয়ে থাকে তার কারণসহ পরবর্তী পদক্ষেপের ব্যাখ্যা প্রদান; ● যেক্ষেত্রে IEE প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে প্রতিবেদনের সারাংশ ডিপিপি’র সংযুক্তি হিসাবে সংযুক্ত করা। *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ রহিত করে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ জারি করেছে।	৮১
২৭.	বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের সেক্টোরাল প্রাধিকারের সাথে প্রকল্পের সামঞ্জস্য (Specific Linkage)	● প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশকসমূহ সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা/কর্মসূচি, যেমন- ব-দ্বীপ পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সেক্টর কৌশলপত্র (SSP)/সেক্টর কর্ম পরিকল্পনা (SAP) ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) এর সাথে প্রাসঙ্গিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা?	● প্রস্তাবিত প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের নির্দেশকসমূহ; ● ব-দ্বীপ পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সেক্টর কৌশলপত্র ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সমূহের প্রাসঙ্গিক নির্দেশক সমূহ; ● সংশ্লিষ্ট দলিলপত্রের প্রাসঙ্গিক ধারা/অনুচ্ছেদসহ পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করা অথবা সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার অনুলিপি সংযুক্ত করা।	৮৭
২৮.১-২৮.২	উদ্যোগী মন্ত্রণালয় বিভাগ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার ভিশন ও মিশন এবং কার্যবণ্টন	● প্রকল্পটির পরিধি সম্পূর্ণরূপে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যবন্টনের (AoB) আওতাভুক্ত কিনা? ● প্রকল্পের পরিধি সম্পূর্নরূপে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা এর মিশন ও ভিশনের সাথে সম্পর্কিত কিনা? ● প্রস্তাবিত বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক এককভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব বহন করা যাবে কিনা?	● আইটেম ২৮.১ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার ভিশন ও মিশন এর জন্য; ● আইটেম ২৮.২ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যবণ্টন এর জন্য; ● প্রকল্প প্রণয়নকারী কর্মকর্তা ডিপিপি’তে সংশ্লিষ্ট দলিলপত্রের প্রাসঙ্গিক পৃষ্ঠার নম্বর (ধারাসহ) উল্লেখ করবেন অথবা এসমস্ত দলিলপত্রের সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার অনুলিপি সংযুক্ত করবেন।	৮৯

	ডিপিপি'র আইটেম	প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য যে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে	প্রকল্প প্রণয়নের জন্য যে সমস্ত তথ্য প্রদান করতে হবে	হ্যান্ডবুকের পৃষ্ঠা
২৯.	প্রকল্প বাস্তবায়নে বেসরকারি খাত, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কিংবা বেসরকারি সংস্থার (NGO) অংশগ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে কিনা? বিবেচিত হয়ে থাকলে কিভাবে সম্পৃক্ত করা হবে তার বিস্তারিত বিবরণ:	● প্রকল্পের অংশীজন যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা?	● প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন সম্ভাব্য বেসরকারি খাত, স্থানীয় সরকার বা এনজিও এর কারিগরি বা আর্থিক অংশগ্রহণ প্রয়োজন হবে কিনা; ● প্রকল্পে সৃষ্ট ভৌত সুবিধাদি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন সম্ভাব্য বেসরকারি খাত, স্থানীয় সরকার বা এনজিও এর এর কারিগরি বা আর্থিক অংশগ্রহণ প্রয়োজন হবে কিনা।	৯১
৩০.	বৈদেশিক অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের শর্ত (শুধু বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে প্রযোজ্য হবে)	● প্রকল্পটির জন্য ভূমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন আছে কিনা? যদি থাকে, তাহলে ভূমির পরিমাণ ও শ্রেণি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। ● প্রকল্পটির জন্য ভূমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন হলে, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে সংগৃহীত বিদ্যমান "বাজার দর" উল্লেখ করা এবং ডিপিপি'র সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা? ● প্রকল্পটির জন্য ক্ষতিপূরণ/পুনর্বাসনের প্রয়োজন আছে কি না? যদি থাকে, তাহলে 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭' অনুযায়ী যথাযথভাবে ক্ষতিপূরণ/পুনর্বাসনের ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে কিনা?	● ভূমি অধিগ্রহণ জড়িত থাকলে, - ডিপিপি'তে ভূমি অধিগ্রহণ করা জমির অবস্থান, শ্রেণি, পরিমাণ এবং দর এর উল্লেখ; - জমির দর সম্পর্কিত একটি প্রত্যয়ন ডিপিপি'তে সংযুক্ত করা; - প্রকল্প-প্রভাবিত মানুষের সংখ্যা (PAP)। ● পুনর্বাসনের পরিমাণ (Volume), অবস্থান/এলাকা, শ্রেণি, সংখ্যা, একক দর উল্লেখ করতে হবে; ● ক্ষতিপূরণের পরিমাণ (Volume) নির্ধারণের জন্য ভূমির বাজার দর, চলমান শস্য, গাছ, স্থাপনা ও আয়ের বাজার দর এর ভিত্তিতে সরকারের সর্বশেষ ক্ষতিপূরণ নির্দেশনার আলোকে বিবেচনা করা; ● DPP এর সাথে সংযুক্ত ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াকরণ পরিকল্পনা/ভূমি অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা; ● প্রত্যাবাসন/পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (Resettlement Action Plan) ডিপিপি'র সংযুক্তি হিসাবে সংযুক্ত করা।	৯৩
৩০.	Major Terms and Conditions of Foreign Financing (বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে ডিপিপি আইটেম	● প্রস্তাবিত প্রকল্পে বৈদেশিক সহায়তা গ্রহণের শর্তাদি এই আইটেমে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে কিনা? ● ঋণ- চুক্তির অনুলিপি ডিপিপি'র সংযুক্তি হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা? (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ● ঋণের প্রস্তাবিত শর্তাবলী বাস্তবসম্মত কিনা?	● ঋণ চুক্তি, অনুদান চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক (MOU)-এ বর্ণিত শর্তাবলী; ● ডিপিপি যাচাই/মূল্যায়নের পূর্বে চুক্তি সম্পাদিত হয়ে থাকলে, স্বাক্ষরিত ঋণ চুক্তি/অনুদান চুক্তি ও (MOU) এর অনুলিপি ডিপিপি'র সংযুক্তি হিসাবে যুক্ত করা; ● ডিপিপি যাচাই/মূল্যায়নের পূর্বে যদি চুক্তি স্বাক্ষর না হয়ে থাকে,	৯৭

	ডিপিপি’র আইটেম	প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য যে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে	প্রকল্প প্রণয়নের জন্য যে সমস্ত তথ্য প্রদান করতে হবে	হ্যান্ডবুকের পৃষ্ঠা
	৩১.)		তাহলে খসড়া ঋণ চুক্তি/অনুদান চুক্তি ও (MOU) এর খসড়া ডিপিপি’র সাথে সংযুক্ত করা।	
৩১.	ঝুঁকি ও তা প্রশমনের উপায় (বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে ডিপিপি আইটেম ৩২.)	● ঝুঁকিসমূহ (অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা) চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা? ● ঝুঁকিসমূহ (অভ্যন্তরীণ অবস্থা) প্রশমনের উপায় নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা? এবং এগুলো প্রকল্পের কর্মকান্ড হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা? ● ঝুঁকিসমূহ (বাহ্যিক অবস্থা) লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের (আইটেম ১০.) “গুরূত্বপূর্ণ অনুমানসমূহ” কলামে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিনা?	● প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন ঝুঁকি ও প্রশমনের উপায়; ● পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনকালীন ঝুঁকি ও প্রশমনের উপায় - **প্রাতিষ্ঠানিক দিক/বিষয়:** নীতি ও পরিকল্পনা, আইন এবং প্রশাসনিক বিধি ও নির্দেশাবলী; - **আর্থিক দিক/বিষয়:** ব্যয় ও তার উৎস, আর্থিক সামর্থ্য ও ব্যবস্থাপনা; - **সাংগঠনিক/কারিগরি দিক/বিষয়:** জনবল ও তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা; - **পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত দিক:** পরিবেশ ও জলবায়ুর প্রাকৃতিক পরিবর্তন।	৯৯
৩২.	কারিগরিসহ অন্যান্য গুরূত্বপূর্ণ তথ্য (বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে ডিপিপি আইটেম ৩৩.)	● পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) পরিকল্পনা/এক্সিট পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা? ● O&M-এর দায়িত্বশীল সংস্থা/গ্রুপ চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা? ● O&M-এর জন্য সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুত করা হয়েছে কিনা? ● O&M এর জন্য কারিগরি প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করা হয়েছে কিনা? ● O&M-এর জন্য আবর্তক বাজেটের প্রভাব চিহ্নিত/নির্ধারিত কিনা? ● O&M-এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় এবং জনবল বর্তমানে চালু থাকা অনুরূপ সুবিধার সাথে তুলনা করে পর্যাপ্ত পরিসেবা প্রদানের জন্য যথেষ্ট কিনা? ● যদি প্রস্তাবিত প্রকল্পের অধীনে O&M-এর সক্ষমতা উন্নয়ন করার উল্লেখ থাকে তবে ডিপিপি’তে সক্ষমতা উন্নয়ন জন্য বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে কিনা?	● প্রকল্পের সুবিধাদি/ফলাফল টেকসই করনের পদ্ধতি/ব্যবস্থা; এবং ● প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি; ● সাংগঠনিক কাঠামো; ● কারিগরি সক্ষমতা; ● আর্থিক সক্ষমতা (O&M এর ব্যয় এবং আর্থিক পরিকল্পনা); ● রক্ষণাবেক্ষনের সময়সূচি।	১০৩
৩৩.	অন্যান্য [যদি থাকে] (বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে ডিপিপি আইটেম ৩৪.)			১০৬

সংযোজনী ৪- মন্ত্রণালয়/বিভাগে ডিপিপি জমা দেওয়ার আগে চেক পয়েন্টের তালিকা

	যে আইটেমগুলো পরীক্ষা করতে হবে		**পরীক্ষিত**
১	ডিপিপি’তে সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর দেয়া হয়েছে কিনা?		
২	সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা সংক্রান্ত পরিপত্রে প্রদত্ত ডিপিপি ছকের নির্ধারিত ৩৩ টি (বৈদেশিক অর্থায়নে জড়িত থাকলে ৩৪ টি) আইটেম পর্যায়ক্রমিকভাবে পূরণ/সম্পাদন করা হয়েছে কিনা?		
৩	নিম্নোক্ত নির্ধারিত সকল সংযোজনীগুলো সংযুক্ত আছে কিনা?		
	● সংযোজনী ১- প্রকল্প এলাকাভিত্তিক ব্যয় বিভাজন		
	● সংযোজনী ২- প্রকল্পের জনবল কাঠামো (প্রস্তাবিত কাঠামোর অর্গানোগ্রামসহ)		
	● সংযোজনী ৩- উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য, পুর্তকাজ ও সেবা)		
	● সংযোজনী ৪- বছরভিত্তিক আর্থিক ও ভৌত কাজের পরিকল্পনা		
	● সংযোজনী ৫- প্রাক্কলিত ব্যয়ের বছরভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণী		
	● সংযোজনী ৬- ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত সিডিউল (শুধুমাত্র সরকারি ঋণের অর্থে গৃহীত প্রকল্প)		
	● সংযোজনী ৭- প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থায়ন পরিকল্পনা		
৪	নিম্নোক্ত নির্ধারিত সকল সংযুক্তিগুলো সংযুক্ত আছে কিনা?		
	● সংযুক্তি ১: প্রকল্প এলাকা (মানচিত্র)		
	● সংযুক্তি ২: প্রাক-মূল্যায়ন/প্রাক বিনিয়োগ সমীক্ষার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রাপ্ত তথ্য ও সুপারিশের সারমর্ম		
	● সংযুক্তি ৩: আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের গণনা সিট		
	● সংযুক্তি ৪: প্রধান অঙ্গসমূহের স্পেসিফিকেশন/নকশা		
	● সংযুক্তি ৫: পরিবেশগত প্রভাব যাচাই (EIA) প্রতিবেদন (যদি প্রস্তাবিত প্রকল্প লাল শ্রেণিভুক্ত হয়)		
	● সংযুক্তি ৬: পরিবেশগত ছাড়পত্র সনদ		
	● সংযুক্তি ৭: প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, SDG, মন্ত্রণালয়/সেক্টরের অগ্রাধিকার সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার কপি		
৫	● কারিগরি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ডিপিপি পরীক্ষা করার জন্য সংস্থা প্রধানের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটির সভার কার্যপত্র/কার্যবিবরণী সংযুক্ত আছে কিনা?		
৬	প্রস্তাবিত প্রকল্পের ব্যয় ৫০ কোটি টাকার উর্দ্ধে হলে	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদিত, অনুমোদিত ও সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা?	
৭	উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে	৭.১- পিডিপিপি (PDPP) প্রস্তুত ও অনুমোদিত কিনা এবং তা সংযুক্ত আছে কিনা?	
		৭.২- ঋণ চুক্তি/MoU/মূল্যায়ন রিপোর্ট ডিপিপি-র সাথে সংযুক্ত আছে কিনা?	
৮	রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পের ক্ষেত্রে	৮.১- যদি জিওবি থেকে তহবিল প্রয়োজন হয়, তাহলে অর্থ বিভাগের পূর্বানুমতি প্রাপ্ত কিনা এবং তা ডিপিপি’র সাথে সংযুক্ত কিনা?	
		৮.২- যদি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের উদ্বৃত্ত তহবিল প্রকল্পে বিনিয়োগ করে, তাহলে অর্থ বিভাগ থেকে অনাপত্তিপত্র" প্রাপ্ত এবং ডিপিপি’তে সংযুক্ত করা হয়েছে কিনা?	
৯	ভূমি অধিগ্রহণ জড়িত থাকলে	ভূমি ছাড়পত্র (জেলা প্রশাসক হতে প্রত্যয়নকৃত) প্রয়োজন হলে, তা সংযুক্ত আছে কিনা?	
১০	পুনর্বাসন জড়িত থাকলে	পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা সংযুক্ত আছে কিনা?	
১১	Disaster Impact Assessment- DIA প্রয়োজন হলে	আপৎকালিন পরিকল্পনাসহ Disaster Impact প্রতিবেদন সংযুক্ত আছে কিনা?	
১২	স্থায়িত্বশীলতা	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা/ এক্সিট প্ল্যান আছে কিনা?	
১৩	অন্যান্য	প্রযুক্তিগত পরীক্ষার প্রয়োজনীয় রিপোর্ট (মাটি পরীক্ষা, ডিআইএ এবং অন্যান্য) সংযুক্ত আছে কিনা?	

কার্যক্রম বিভাগ
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মে ২০২৪